মামা অমনিবাস

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যম্ ॥ ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

পরিবেশিত গল্পনিচয়

নিজের ঢাক নিজে পেটালে — ৯
মাছ ধরলেন বড়মামা — ২২
বড়মামার মোটর সাইকেল — ২৭
বড়মামার সাইকেল — ৩৫
বড়মামার বেড়াল ধরা — ৪৯
বড়মামার মিনেজারি — ৬১
সুখে থাকতে ভূতে কিলানো — ৭১
উৎপাতের ধন চিৎপাতে — ৮৪
তেঁতুলগাছে ডাক্তার — ৯৬
একদা এক বাঘের গলায় — ১০৮
গোরুর রেজাল্ট — ১৪২
ফিজিওথেরাপি — ১৫২
বামাখ্যাপার চেলা — ১৫৭
গুপ্তধন — ১৬২

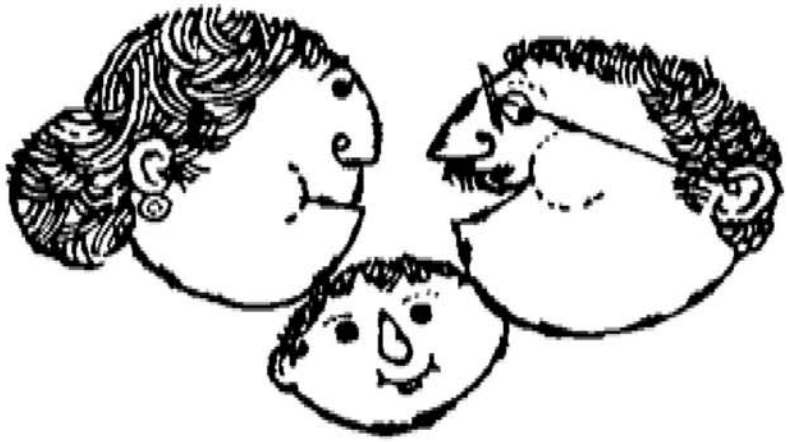

নিজের ঢাক নিজে পেটালে

বড়মামা বললেন, 'এবার আমি নিজের ঢাক নিজেই পেটাব।'

মেজমামা চায়ের কাপে চিনি গোলাতে গোলাতে বললেন, 'সে আবার কী?'

মাসিমা কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললেন, 'তার মানে লঙভণ্ড আবার একটা কিছু করে ছাড়বে। ইলেকশানে দাঁড়াতে চাইছ নাকি বড়দা?'

'ইলেকশান? ও ভদ্রলোকের ব্যাপার নয়।'

মেজমামা বললেন, 'তাহলে কি ধর্মগুরু হবে?'

'সে শক্তি নেই। ধর্ম নিয়ে ছেলেখেলা চলে না।'

মাসিমা বললেন, 'তাহলে ঢাকটা পেটাবে কী করে? কী ভাবে?'

'আমি নিজেই আমার জন্মদিন করব। তোরা তো কেউ কিছু করলি না!'

মেজমামা বললেন, 'জন্মদিন! বুড়ো বয়েসে জন্মদিন! লোকে তোমাকে পাগল বলবে।'

'সারা গ্রামের মানুষকে আমি পেটপুরে খাওয়াব। সারাদিন সানাই বাজবে। ফুল, ফুলের মালা। এলাহি ব্যাপার করে ছেড়ে দোব। দেখি লোকে কেমন পাগল বলে! সেদিন সারাদিন আমি ফ্রিতে চিকিৎসা করব। একটাও পয়সা নোব না। ফ্রি ওষুধ।'

মেজমামা বললেন, 'মরবে, একেবারে হাড়-মাস আলাদা করে রেখে যাবে। তোমার জয়ঢাকের মতো পেট ফাঁসিয়ে দেবে।'

'দেখা যাক।'

মাসিমা বললেন, 'কে রাঁধবে? কে পরিবেশন করবে?'

'তোকে কিছু করতে হবে না। কলকাতা থেকে সাতজন হালুইকর আসবে। আমার বিশজন চ্যালা পরিবেশন করবে।'

'এ করে কী লাভ হবে ? এর মধ্যে কোনও নতুনত্ব নেই। লোকে বলবে ডাক্তার সুংধাশু মুখুজ্যে রুগীমারা পয়সা ওড়াচ্ছে। লোকের চোখ টাটাবে। নামের বদলে বদনামই হবে। তার চেয়ে তুমি বরং জন্মদিনে পশুভোজন করাও। একেবারে নতুন আইডিয়া। একদিকে গ্রামের যত গোরু। আর একদিকে ছাগল। আর একদিকে বেড়াল। আর একদিকে কুকুর। আর ভোরবেলা পাখি। পৃথিবীর কেউ কোনওদিন যা ভাবতে পারেনি। বিশ্বাসঘাতক মানুষ, অকৃতজ্ঞ মানুষকে খাওয়ানো মানে ভূতভোজন। এ যদি তুমি করতে পার, আমি তোমার দলে আছি।'

বড়মামা চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে মেজমামাকে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরলেন। 'তুই আমার ভাইয়ের মতো ভাই। আমি রাম, তুই লক্ষ্মণ।'

মাসিমা বললেন, 'আহা, কী স্বর্গীয় দৃশ্য !'

বড়মামা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'কিন্তু মেজো, কী ভাবে ওদের নেমন্তন্ন করা হবে ! মানুষকে তো চিঠি দিয়ে করে ! একটা গোরু, একটা ছাগলে তো জমবে না। একপাল চাই। বাগান যেন একেবারে ভরে যায়। সেটা কী ভাবে হবে ?'

'মাথা খাটাতে হবে।'

মাসিমা বললেন, 'কবে হবে ? তার আগের দিন আমি বাড়ি ছেড়ে পালাব।'

বড়মামা বললেন, 'সে আমি জানি। কোনও ভাল কাজে তোমাকে পাওয়া যাবে না।'

মাসিমা উঠে চলে গেলেন।

মেজমামা বললেন, 'তোমার জন্মদিন কবে ?'

'সেটা আমাকে দেখতে হবে।'

'সেটা তুমি আগে খুঁজে বের করো। আমি ইতিমধ্যে প্ল্যানটা ছকে ফেলি ! জিনিসটা যদি করা যায় বড়দা, ফাটাফাটি হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা মেজো, নেমন্তন্ন মানেই তো ভাল-মন্দ খাওয়া। মানুষের খাওয়ার মেনু আমরা জানি। পশুর ভাল খাওয়া কী হবে ? মেনুটা কী হবে ?'

মেজমামা কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন, 'পাখির ভালমন্দ খাবার হল ফল, মেওয়া। গোরুর হল ভাল বিচিলি,আখের গুড়, ছোলা, সবুজ ঘাস, গাছের পাতা। ছাগলের বটপাতা, কাঁঠালপাতা। কুকুরের হল মাংস।'

বড়মামা বললেন, 'দুধ, বিস্কুট।'

'মেনুটা আমরা পরে ঠিক করে ফেলব বড়দা।'

মেজমামা উঠে চলে গেলেন। কলেজে আজ আবার সকালেই ক্লাস। বড়মামা আমার হাত ধরে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন। ড্রয়ার খুলে খুঁজে খুঁজে একটা কোষ্ঠী বের করলেন।

'বুঝলি, জন্মতারিখটা খুঁজে বের করতে হবে। তুই কোষ্ঠী দেখতে জানিস ?'

bengalidownload.com

'আমি ? আমি তো ওসব জানি না বড়মামা !'

'কী জানিস তুই ? নে, এটাকে খোল। ধর।'

কোষ্ঠী খুলছে। খুলতে খুলতে ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় চলে গেলুম। কত বড় কোষ্ঠী রে বাবা !

'বড়মামা, ঘর যে শেষ হয়ে গেল ! দেয়ালে ঠেকে গেছি। আর যে যাবার জায়গা নেই ! একে কী কোষ্ঠী বলে বড়মামা ?'

'একে বলে গাছ-কোষ্ঠী। গাছের ডালে বসে ন্যাজের মতো ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে দেখতে হয়। ভাটপাড়ার তর্কপঞ্চাননের তৈরি রে ব্যাটা ! এতে সব আছে। নে, মাথার দিকটা মেঝেতে পেতে বইচাপা দিয়ে এদিকে চলে আয়।'

চাপা দিয়ে চলে এলুম। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকল বড়মামার পেয়ারের কুকুর লাকি। বড়মামা সাবধান করলেন, 'লাকি, কোষ্ঠী নিয়ে ইয়ারকি কোরো না। চুপ করে একপাশে বোসো।'

লাকি ফোঁস ফোঁস করে কোষ্ঠী শুঁকে চেয়ারে গিয়ে বসল জিভ বের করে।

বড়মামা বললেন, 'নে, হামাগুড়ি দিয়ে মাথার দিক থেকে দেখতে দেখতে নিচের দিকে নেমে আয়। দেখবি এক জায়গায় লেখা আছে, কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য, প্রথম পুত্র জাতবান। ওই জায়গায় লেখা থাকবে মাস, দিন, সাল, তারিখ, সময়।'

'এ খুব কঠিন কাজ যে বড়মামা ! আপনার মনে নেই কবে, কোন্ দিন, কোন্ সালে জন্মেছেন ?'

'ধুস, নিজের জন্মদিন মনে থাকে ? নে নে, হামাগুড়ি দিয়ে দেখতে দেখতে নেমে আয়। কষ্ট কী রে ? হামা দিতেও কষ্ট। ছেলেবেলায় কত হামা দিয়েছিস !'

পড়তে পড়তে নিচের দিকে নামছি। সব কি আর পড়ছি, না পড়া যাচ্ছে ? কত রকমের নকশা আঁকা। ছবি আঁকা। ছক কাটা। মানুষের ভাগ্য যে কী ভীষণ জটিল ! নামতে নামতে পেটে নেমে এলুম। কোথায় সেই জাতবান ! সব আছে, ওইটাই নেই।

'বড়মামা, তর্কপঞ্চাননমশাই ওটা লিখতে ভুলে গেছেন।'

'সে কী রে ! আমি কি রামচন্দ্র ! না জন্মাতেই রামায়ণ লেখা হয়ে গেল !'

'লিখতে মনে হয় ভুলে গেছেন !'

'তাহলে এটা কার কোষ্ঠী ? ভাল করে দ্যাখ রে গবেট। জন্ম তারিখ, দিন, সময় ছাড়া কোষ্ঠী হয় না।'

'আপনি একবার দেখুন, আমার চোখে পড়ছে না !'

'এদিকে আয়, ন্যাজটা চেপে ধর। চেপে না ধরলে গুটিয়ে যাবে।'

বড়মামা হামা দিয়ে কোষ্ঠী পড়ছেন, ঘরে এলেন কবি করুণাকিরণ। বড়মামার চেয়ে ঘয়েসে অনেক বড়। বড় বড় কবিতা লেখেন। মাথায় বড় বড় কাঁচাপাকা চুল। ইদানীং বড়মামার কাছে প্রায়ই আসেন। শরীরে হাজারটা ব্যামো। কখনও পেট

ভুটভাট। কখনও মাথাধরা। কখনও বুক ধড়ফড়, হাত-পা কাঁপা। কবি বলে বয়স্ক বলে বড়মামা খুব খাতির করেন। বিনা পয়সায় চিকিৎসা চলে। ফ্রি ওষুধ। আজ আবার কী রোগ নিয়ে এলেন কে জানে! এখুনি জানা যাবে।

কবি করুণাকিরণ বললেন, 'কী হে ডাক্তার, আবার নতুন করে হামা দেওয়া শিখছ না কি? দ্বিতীয় শৈশব এরই মধ্যে ফিরে এল?'

'আজ্ঞে না, নিজের জন্মতারিখ খুঁজছি।'

'ওটা কোষ্ঠী বুঝি? বাঃ, বেশ পেল্লায় ব্যাপার তো। খুঁজে পেলে?'

'আজ্ঞে না।'

'সরো, আমি খুঁজে দিচ্ছি।'

আমরা তিনজনেই মেঝেতে হামাগুড়ি দেবার অবস্থায়। কবি করুণাকিরণ খুঁজে খুঁজে বের করলেন, বড়মামার জন্মদিন পয়লা আষাঢ়। মেঝে থেকে বীরের ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বড় শুভদিনে জন্মেছ হে ডাক্তার। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে, প্রথম পুত্র জাতবান। তোমাকে আটকায় কে? ধর্মে, অর্থে, মোক্ষে, তরতর তরতর করে ওপর দিকে উঠে যাবে।'

ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল কেন? ডাক্তার, একবার প্রেসারটা চেক করো তো!'

bengalidownload.com

মেজমামা আজকাল রাতে খই-দুধ ছাড়া অন্য কিছু খান না। ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া রাতে গুরুভোজন করলে তাড়াতাড়ি ঘুম পেয়ে যায়। বেশি রাত অবধি লেখাপড়া করা যায় না। দুধে খই ভেজাতে ভেজাতে বললেন, 'তোমার জন্মদিন তাহলে পয়লা আষাঢ়।'

বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ। এসে গেল। প্ল্যানটা ভেবেছিস, কী ভাবে কী হবে?'

'ক'দিন ধরেই খুব ভাবছি, বুঝলে? পাখি আর কুকুরের জন্যে চিন্তা নেই। জানো তো, বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।'

'তুই কাককে পাখির মধ্যে ফেলছিস?'

'ও মা, সে কী! কাক পাখি নয়! দুটো ডানা, উড়তে পারে। পাখি ছাড়া আবার কী?'

'ডাক আর স্বভাব দুটোই ভারী বিশ্রী।'

'তুমি রূপ দেখো না দাদা, গুণটাও দ্যাখো। ইংরিজিতে বলে নেচারস স্ক্যাভেঞ্জার। তাছাড়া পায়রা আছে, চড়াই আছে। আমাদের ঠাকুরদালানেই শ-খানেকের বেশি পায়রা আছে। একমুঠো দানা ছড়ালেই সব ফরফর করে নেমে আসবে।'

'আরে দূর, সে তো সব গোলা পায়রা!'

'গোলা পায়রা, পায়রা নয়! তুমি যে কী বলো দাদা! তোমার জন্যে জাপান

থেকে ন্যাজঝোলা পায়রা কে আনবে দাদা ! পাখি বলতে তুমি কী বোঝো ?'

'ধর টিয়া, ময়না, দোয়েল, বুলবুলি, ফিঙে, বউ-কথা-কও, নীলকণ্ঠ, কোকিল, বাবুই, চাতক, শালিক। মানে সব জাতের পাখি, যারা গান গাইতে পারে।'

'দ্যাখো দাদা, অমন দুই দুই কোরো না : সব পাখিই ঈশ্বরের সৃষ্টি। ওই দিন একঝাঁক ছাতারে যদি ধরতে পারি, সভা একেবারে জমে যাবে।'

'প্লিজ মেজো, ছাতারে আমদানি করিসনি। ভীষণ ঝগড়াটে পাখি। চিল্লে বাজার মাত করে দেবে।'

'আরে, ভোজসভা একটু সরগরম না হলে মানায় ! বিয়েবাড়িতে দ্যাখোনি যত না খাওয়া হয় তার চেয়ে বেশি হয় চিৎকার।'

মাসিমা তাড়া লাগালেন, 'তোমরা দয়া করে টেবিল ছেড়ে উঠবে ? রাত ক'টা হল খেয়াল আছে ?'

বড়মামা করুণ মুখে বললেন, 'তুই সব সময় অমন অসহযোগিতা করিস কেন কুসী ? তোর সামান্য একটু সহানুভূতি পেলে, আমরা দু'ভাই পৃথিবী জয় করতে পারি !'

'থাক, তোমাদের আর পৃথিবী জয় করে কাজ নেই। সব মাথায় তুলে এখন জন্মদিন হচ্ছে। তাও কী রকম জন্মদিন, না পশু-ভোজন। লোকে শুনলে তোমাদের দু'জনকেই পাগলা গারদে দিয়ে আসবে।'

মেজমামা বড়মামার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উঠে পড়ো বড়দা। এখানে বিশেষ সুবিধে হবে না। কুসীটার মাথায় কোনও আইডিয়া নেই। একেবারেই স্টিরিও।'

দুই মামা ছাদে এসে ঢাউস দুটো বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে বসলেন। মাথার উপর একআকাশ তারা। কোণের দিকে একফালি চাঁদ ঝুলছে। মনে হচ্ছে, কে যেন ছবি এঁকে রেখেছে। মাঝে মাঝে বাতাস বইছে। দূরে, বহুদূরে একপাল কুকুর চিৎকার করছে।

মেজমামা বললেন, 'বড়দা, শুনছ ! এই গ্রামে ওই রকম কয়েক পাল কুকুর আছে।'

'তুই ওদের নেমন্তন্ন করবি নাকি ?'

'নিশ্চয়। তাছাড়া তুমি কুকুর পাবে কোথায় ?'

'ওরা তো লেড়ি রে ?'

'তোমার বড়দা বড় জাতিভেদ। বর্ণবৈষম্য দূর করো। ভগবানের রাজত্বে সবাই সমান।'

'ওদের স্বভাব তুই জানিস না মেজো, ম্যানেজ করতে পারবি না। শেষে পুলিশ ডাকতে হবে।'

'হ্যাঃ, পুলিশ ডাকতে হবে ! কী যে তুমি বলো বড়দা ! স্রেফ ইট মেরে ভাগিয়ে

দোব।'

'গোরু আর ছাগলের জন্যে তাহলে কী করবি ?'

'নিমন্ত্রণপত্র ছাড়ব। বয়ানটা আমি এখুনি লিখে দিচ্ছি। ভাগনে !'

'বলুন মেজমামা ?'

'লেখ তো।'

কাগজ আর কলম নিয়ে বসতেই মেজমামা বলতে শুরু করলেন ঃ

সবিনয় নিবেদন,

আগামী পয়লা আষাঢ় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস পালিত হবে মদীয় ভবনে সাড়ম্বরে, যথোচিত উৎসব সহযোগে। উক্ত পুণ্যদিবসে এই উপলক্ষে আয়োজিত পশুভোজসভায়, স-শাবক আপনার গৃহপালিত গোরুছাগলকে উপস্থিত থাকার জন্যে ও প্রীতিভোজে অংশগ্রহণের জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই। উপহারের বদলে আশীর্বাদই প্রার্থনীয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি-নিয়ন্ত্রণবিধি অনুসারেই ভোজের আয়োজন করা হবে। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘজীবন কামনা করে তাঁকে জনসেবার সুযোগ দান করুন।

ভবদীয় শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

নির্ঘণ্ট ঃ প্রাতে সানাই সহযোগে উৎসবের সূচনা। স্নান, পূজাপাঠ, হোম। অনুষ্ঠান মণ্ডপের উদ্বোধন, মাঙ্গলিক সংগীত। পক্ষী-উৎসব। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় স্বহস্তে পক্ষিভোজন করাবেন। ক্ষণ বিরতি। দ্বিপ্রহরে, গো ও ছাগ উৎসব। সাড়ম্বরে, গোরু ও ছাগলদের সুখাদ্য বিতরণ করা হবে। রাতে কুকুরসেবা। স্বস্তিবাচন। উৎসবের পরিসমাপ্তি।

নিমন্ত্রণপত্র লেখা শেষ হল। বড়মামা গদগদ স্বরে বললেন, 'বাঃ, চমৎকার ! তোর মাথাটা মেজো বেশ ভালই খেলে। সাধে তুই নামকরা অধ্যাপক !'

'নাও, এখন শুয়ে পড়ো। বড় বড় হাই উঠছে। কাল সকালে ভোলাবাবুকে প্রেসে দিয়ে আসতে বোলো, আর বেশি সময় নেই। শ-দুয়েক কপি ছাপালেই হবে।'

মেজমামা গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ঘরের দিকে চলে গেলেন।

শ্যামল হাজরার খড়ের গোলা। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। হাজরামশাই ধুনোর ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার করে, গদির ওপর পা তুলে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন। সামনে লাল ক্যাশ বাক্স। মেজমামা আর আমি দোকানে ঢুকতেই, হাজরামশাই ভদ্র হয়ে বসতে বসতে বললেন, 'আসুন, আসুন মেজবাবু, কী সৌভাগ্য আমার।'

হাজরামশাই কাশতে লাগলেন। একঢোক ধুনোর ধোঁয়া গিলে ফেলেছেন।

মেজমামা গদির ওপর ঝুলে বসলেন। চোখ জ্বালা করছে। মেজমামা বললেন, 'আপনার কাছে একটা খবরের জন্যে এলুম।'

bengalidownload.com

হাজরামশাই কাশি সামলে বললেন, 'কী খবর মেজবাবু ?'

'আচ্ছা, আপনার গোলা থেকে যাঁরা খড় নেন, তাঁদের নাম-ঠিকানা সব আমায় দিতে পারেন ?'

হাজরামশাই সন্দেহের চোখে তাকালেন, 'কেন বলুন তো ? আমায় ভাতে মারতে চান ?'

'ভাতে মারতে চাইব কেন ?' মেজমামা আশ্চর্য হলেন।

'বলা যায় না, হয়তো পাশাপাশি আর একটা গোলা খুলে বসলেন !'

'পাগল হয়েছেন ! প্রোফেসারি ছেড়ে গোলা খুলতে যাব কোন্ দুঃখে ?'

'বলা যায় না মেজবাবু। ছেলে-চরানো আর গোরু-চরানো প্রায় এক জিনিস। শেষে হয়তো ভাবলেন বিদ্যার বদলে খড় দেওয়াই ভাল। অনেক সহজ কাজ !'

মেজমামা হাসতে হাসতে বললেন, 'তা যা বলেছেন ! ব্যবসা করতে জানলে তাই করতুম। না, সে কারণে নয়। আমি জানতে চাইছি অন্য কারণে।'

মেজমামা সব ভেঙে বললেন। বড়মামার অভিনব জন্মদিন পালনের কথা। গোরুদের সবান্ধবে নিমন্ত্রণ করতে হলে গোরুর মালিকের নাম-ঠিকানা জানা দরকার। সব শুনে হাজরামশাই হাঁ হয়ে গেলেন।

'মেজবাবু, আপনি রসিকতা করছেন না তো ? এ-রকম কথা কেউ কখনও শোনেনি।'

'আমার দাদা পশুভক্ত। সারাজীবন গোরু, ভেড়া, ছাগলেরই সেবা করে গেল। সাত-সাতটা কুকুর। সেই ভালবাসা পরিবারের বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া আর-কি ! বুঝলেন না হাজরামশাই !'

'সবই বুঝলুম, তবে এই দুর্মূল্যের বাজার। মানুষই খেতে পাচ্ছে না।'

'তাহলে বুঝুন, পশুরা কী অবস্থায় আছে। ক'টা গোরু ভালভাবে খেতে পায় ? ক'টা ছাগল খাবার পর পরিতৃপ্তির ঢেকুর তোলে ? ক'টা ছাড়া কুকুরের খাবার স্থিরতা থাকে ? পশু বলে কি তারা মানুষ নয় !'

হাজরামশাই হাসলেন। হাসতে হাসতে মোটা একটা খাতা খুললেন, 'নিন, আমি বলে যাই, আপনি লিখে নিন। চা খাবেন মেজবাবু ?'

'তা একটু হলে মন্দ হয় না।'

হাজরামশাই কর্মচারীকে ডেকে চায়ের হুকুম দিলেন। নাম-ঠিকানা লেখা চলতে লাগল। অনেকেরই গোরু আছে। মেজমামার খুব আনন্দ। আমাকে ফিসফিস করে বললেন, 'গোরুতেই মাত্ করে দেবে। কুকুরের আর দরকার হবে না। বাড়িটা বৃন্দাবন হয়ে যাবে। দাদা আমার রাখালরাজা হয়ে গো-সেবা করবে।'

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের পাগলামির দিনটা তাহলে কবে ঠিক হল ?'

বড়মামা আর মেজমামা দু'জনেই বসে ছিলেন। একসঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'পাগলামি মানে ? জীবসেবা মানে শিবসেবা। পড়িসনি ?'

'পড়েছি দাদা। তবে এখন পড়েছি পাগলের হাতে। দিনটা কবে সেইটা শুধু বলে দাও। তার দু'দিন আগে আমি পালাব।'

'পালাবি মানে ! বাড়িতে এতবড় একটা কাজ। শুধু কাজ নয়, সামথিং নিউ। তুই পালালে আমরা যাব কোথায় ? তুই আমাদের অনুপ্রেরণা !'

'আমার ভূমিকা ?'

'দর্শক। তুই হবি দর্শক। খবরের কাগজের লোক আসতে পারে। এমন তো হয়নি কখনও। তাদের একটু আদর-আপ্যায়ন করবি। 'পশুপ্রেমী বড়দা' বলে আমরা একটা পুস্তিকা ছাপাচ্ছি। সেইটা জনে জনে বিতরণ করবি। মনে রাখবি—এটা সাধারণ বাড়ি নয়। তপোবন। আশ্রম।'

মাসিমা মুচকি হেসে চলে গেলেন। বড়মামা বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'আমাদের পাগল বলে গেল !'

'আরে এ-পাগল সে-পাগল নয়। এ হল আদরের পাগল। প্রেমিক পাগল। যে-কোনও ভাল কাজ, অভিনব কাজের সূত্রপাতে লোকে পাগলই বলে। তোমার সেই ব্যাঙ-নাচানো সায়েবের গল্প মনে পড়ে ? পাগলামি থেকে এল বিদ্যুৎ। পাগলামি থেকে এল বসন্তের টিকে। নাও, এসো, চিঠিগুলো খামে ভরে ফেলা যাক। রোজই নিমন্ত্রণে বেরোতে হবে। বেশি সময় নেই।'

'তুই কি সত্যিই 'পশুপ্রেমী বড়দা' ছাপাবি ?'

'ছাপাবি কী ? ছাপতে চলে গেছে।'

'কী লিখলি, আমাকে একবার দেখালি না ভাই !'

'ছেপে আসুক। পড়লে তুমি অবাক হয়ে যাবে। শুরুটা আমার লাইন-দুয়েক মনে আছে—পশু না হলে পশুকে ভালবাসা যায় না। আমাদের পশুপ্রেমী বড়দা আশৈশব পশুপক্ষীর সঙ্গে বিচরণ করতে করতে এখন পশু-ভ্রাতা কি পশু-পিতার স্তরে চলে গেছেন।'

'এই সব লিখলি ? লোকে আমাকে ভুল বুঝবে না তো ?'

'কেন, ভুল বুঝবে কেন ?'

'ওই সব লিখে আমাকেই তো পশু বানিয়ে দিলি।'

'মানুষের আর কোনও গৌরব নেই দাদা। এখন পশু হওয়াই গৌরবের। গোরু তবু দুধ দেয়। পাখি তবু গান গায়। কুকুর তবু পাহারা দেয়। তোমার মানুষ কী করে দাদা ? শুধু বদমাইশি।'

'তা ঠিক, তা ঠিক।' বড়মামা খামে চিঠি ভরতে লাগলেন আপনমনে।

সন্ধ্যেবেলা আমি আর মেজমামা বেরিয়ে পড়লুম, ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ি-বাড়ি

banglidownload.com

ঘুরতে। বেশ মজা লাগছে। প্রথম বাড়ি। মেজমামা ডাকলেন, 'হরিদা আছেন, হরিদা ?'

হৃষ্টপুষ্ট, কালো চেহারার হরিদা বেরিয়ে এলেন। দেখলেই মনে হয় ডেলি সের দুয়েক দুধ খান। খাবেন না কেন ? বাড়িতে তিন তিনটে গোরু। হাম্বা হাম্বা ডাক ছাড়ছে। ভদ্রলোকের দু'হাতের কনুই পর্যন্ত কুঁচো-কুঁচো খড় লেগে আছে। মেজমামাকে দেখেই বললেন, 'আরেব্বাবা, কী সৌভাগ্য ! মেজবাবু যে !'

'হরিদা, নিমন্ত্রণ করতে এলুম। আগামী পয়লা আষাঢ় দাদার শুভ জন্মদিন।'

'বাঃ বাঃ, ডাক্তারবাবুর জন্মদিন ! নিশ্চয় যাব। সপরিবারে সবান্ধবে।'

'হরিদা, নিমন্ত্রণ আপনাকে নয়, আপনার তিনটি গোরুকে !'

'অ্যা, সে আবার কী ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, দুপুরবেলা আপনার গোরু তিনটিকে বেশ সাজিয়েগুছিয়ে অনুগ্রহ করে নিয়ে আসবেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ রইল। বলেন তো গোয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথামত ওদেরও বলে যাই।'

'মানুষের ভাষা যে ওরা বুঝবে না মেজবাবু !'

'আপনি তাহলে ওদের বলে দেবেন। চিঠির তলায় অবশ্য লেখাই আছে, পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়। আপনি তাহলে ঠিক সময়ে ওদের নিয়ে যাবেন, কেমন ?'

'আমার গোরু তিনটে মেজবাবু ভিন্-জাতের। একটু ভাল খায়।'

'কী খায় হরিদা ?'

'পাঁচ কেজি ছোলা এক-একজন...।'

'পেট ছেড়ে দেবে !'

'আজ্ঞে না, ওইটাই ওদের খোরাক, সম-পরিমাণ খোল-ভুষি আর খড়ের কুঁচো, এবেলা-ওবেলা মিলিয়ে এক ডজন ভিটামিন ট্যাবলেট।'

'অ্যাঁ, বলেন কী ! মরে যাবে যে !'

'আপনি আপনার পেটের মাপে দেখছেন মেজবাবু। গোরুর পেট তো পেট নয়, জালা। বিদেশী গোরু মেজবাবু, খোরাকটি ঠিক রাখলে তবেই না দুধ ছাড়বে ! এবেলা-ওবেলা ষোল-সতের কেজি।'

'এই সাংঘাতিক খোরাক ম্যানেজ করেন কী করে ?'

'দুধ বেচে মেজবাবু।'

'আচ্ছা চলি তাহলে—' বলে মেজমামা আমার হাতে টান মারলেন। উৎসাহ যেন মন্ত্রে এসেছে। শ্যামল সাঁপুই বাড়ির রকে বসে কড়রমড়র করে লেড়ো বিস্কুট দিয়ে চুমুকে চুমুকে চা খাচ্ছিল। মেজমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'শ্যামল, তোমার ক'টা গোরু ?'

'সে তো একবার আমি বলে দিয়েছি, আবার কেন ?'

'কাকে বলেছ ?'

'কেন, ওই যে সরকারের লোক এসেছিল, কী বললে- সেনসাস না কী হচ্ছে। পশুগণনা।'

'আমি গণনা করতে আসিনি। নেমন্তন্ন করতে এসেছি। দাদার জন্মদিনে তোমার গোরুদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি।'

শ্যামল সাঁপুই হেসেই অস্থির। ভাবলে, আমরা পাগল হয়ে গেছি। 'এক-আধটা গোরু ! আমার সাত-সাতটা গোরু। সব ক'টাকে নিয়ে যাব ? দুটো বাছুরও আছে !'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সপরিবারে, সবান্ধবে যাবে।'

রাত দশটার সময় ক্লান্ত হয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলুম। বড়মামা ডিসপেনসারি বন্ধ করে ছোট ছাদে বসে বাতাস সেবন করছিলেন। আর গুনগুন করে গান গাইছিলেন—'নেচে নেচে আয় মা শ্যামা—'

মেজমামা ধপাস করে বেতের চেয়ারে বসে বুকপকেট থেকে নোটবুক বের করে, বিড়বিড় করে যোগ করতে শুরু করলেন, একশো তিন। বুঝলে বড়দা।'

'আমি যে তোর সঙ্গে যাব...অ্যাঁ, কী বললি ?'

'হান্ড্রেড থ্রি, দিশি বিলিতি মিলিয়ে। ধরে নাও শ-খানেক গোরু আসবে। ইয়া-ইয়া সব চেহারা। খোরাক শুনলে তুমি লাফিয়ে উঠবে।'

'ভালই তো, ভালই তো। পেটপুরে সব খাওয়াব।'

'খোরাক শুনবে ? পারহেড পাঁচ কেজি ছোলা, সম-পরিমাণ খোল-ভুষি, ছোলার চুনি, কুঁচো বিচিলি, ডেলি গুড়—আখের গুড় হলেই ভাল হয়। বারশো ভিটামিন ট্যাবলেট।'

'হ্যাঁ, কোথা থেকে শুনে এলি, এসব চালিয়াতির কথা ! মানুষ দু'বেলা খেতে পায় না, গোরু খাবে ছোলা, ভিটামিন ট্যাবলেট, এরপর বলবি, ছাগলে রাবড়ি খাচ্ছে।'

'যাদের গোরু তারা বলেছে। আমি গোরুর কী জানি বল ? একজন বললে, আমার গোরু আধ মাঠ কচি দুব্বো খায়, তা না হলে কনস্টিপেশান হয় !'

'ওসব চালের কথা, রাজনীতি করছে রে মেজ। আমাদের জব্দ করতে চায়। যে যাই বলুক, আমরা আমাদের মেনু অনুসারে খাওয়াব।'

'তা হয় না বড়দা। মানুষ হলে হত। লুচি, ছোলার ডাল, মাছের কালিয়া, পাঁপরভাজা। পশুদের এক-এক শ্রেণীর এক-এক প্রকার খাদ্য। যার যা খাবার তাকে তো তা দিতে হবে। কুকুরকে আলোচাল দিলে খাবে ? ছাগলকে তার নিজের মাংস দিলে ছোঁবে ? অশান্তি হয়ে যাবে বড়দা।'

'তাহলে তাই হবে। ছোলা কত লাগবে ?'

'ধরো, ছশো কেজি। ছশো কেজি খোল, ভুষি, ছোলার চুনি, একশো কেজি ডেলি। বাইশটা বড় ছাগল আর বিয়াল্লিশটা ছানা আসবে। কুকুর আসবে ষাট-সত্তর, বিলিতি

banglainternet.com

আরও দশ-বারোটা। ছটা তার মধ্যে অ্যালসেশিয়ান। বাকি ছটা স্পিৎস। দু'দল, না তিনদল। তিনদলের তিন রকম ব্যবস্থা। স্পিৎস খাবে কিমা। অ্যালসেশিয়ান খাবে খাবা-খাবা মাংস, লেড়ি খাবে হাড়গোড়, ছাঁটছুট। ছাগলের জন্যে চাই পুরো একটা কাঁঠালগাছ আর বটগাছ।'

বড়মামা বেশ যেন নার্ভাস হয়ে গেছেন, 'মেজ, খরচের কথা বাদ দে। সে যা হবার হবে। কিন্তু জায়গা লাগবে বিশাল।'

'ম্যানেজ করার জন্যে অনেক লোকও লাগবে। শ-খানেক কাঠের ডাবর চাই, গোরুর জন্যে।'

'আচ্ছা মেজ, আজকাল তো সবাই খাওয়াবার ভার ক্যাটারারকে দিয়ে দেয়।'

'সে মানুষ হলে হত। পশুদের জন্যে ক্যাটারার নেই, সাপ্লায়ার আছে।'

'কাল ভেটেরিনারি হসপিটালের ডাঃ সাহানাকে একবার ফোন করব। দেখি উনি কী ভাবে সাহায্য করতে পারেন।'

সাড়ে এগারোটার সময় সভা ভেঙে গেল।

বড়মামা সকালের চায়ে চিনি গোলাতে গোলাতে বললেন, 'ডিফিট, গ্রেট ডিফিট।'

মেজমামা এক চুমুক চা খেয়ে বললেন, 'আমি সারারাত ভেবে দেখলুম, ব্যাপারটা অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো হয়ে যাবে। সামলানো যাবে না। লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে পারে। বিশাল জায়গা চাই, বহু লোকজন চাই। আইডিয়াটা ভাল ছিল। কাজে লাগানো গেল না, এই যা দুঃখ।'

মাসিমা বললেন, 'যাক বাবা, বাঁচা গেছে। ক'দিন ধরে ভগবানকে আমি কম ডেকেছি! যাই, পুজোটা দিয়ে আসি, মানত করেছিলুম।'

মেজমামা বললেন, 'ঝট করে আর-একটা নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপিয়ে ফেলি। আপনার গৃহপালিত পশু নয়, সপরিবারে আপনারই নিমন্ত্রণ। ভাগ্‌নে!'

'আজ্ঞে।'

'ঝট করে দু'লাইন লিখে নাও। সবিনয় নিবেদন, অনিবার্য কারণে আগামী পয়লা আষাঢ় আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ডাঃ সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছে। পশুসেবার পরিবর্তে সন্ধ্যায় এক প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রীতিভোজে আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি। ভবদীয়।'

বড়মামা খুঁতখুত করে বললেন, 'অ্যাঃ ব্যাপারটা গেঁজে গেল যে মেজো।'

আজ পয়লা আষাঢ়।

ভোর পাঁচটা থেকে সানাই শুরু হয়েছে। ভোরের সুর বাজছে। বাইরের বিশাল

মণ্ডপ ফুলে-ফুলময়। কাল রাতে একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল। আজ একেবারে ঝলমলে রোদ। পুরোহিতমশাই এসে গেছেন। পুজোপাঠ, হোম-অর্চনা শুরু হল বলে। বড়মামার স্নান হয়ে গেছে। পরনে পট্টবস্ত্র, গায়ে উত্তরীয়, রূপ একেবারে খুলে গেছে। কাল থেকে চিঠি আর টেলিগ্রাম আসতে শুরু করেছে, দূর-দূরান্ত থেকে। সকলেই দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন।

মাসিমা পুজোর আয়োজন করছেন। ভোরবেলাতেই বাজার এসে গেছে। বড় বড় মাছ শুয়ে আছে রকের একপাশে। পুঁচকে একটা বেড়াল মাছের আকার দেখে ভয়ে থমকে পড়েছে, দেয়ালের একপাশে।

হালুইকর ব্রাহ্মণ হাতা, খুন্তি, ঝাঁঝরি, লটবহর নিয়ে এসে গেছেন। অ্যাসিসটেন্টরা উনুনে আগুন দিয়েছেন। বাগানের দিকে আকাশে ধোঁয়া উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে।

ইলেকট্রিকের লোক এসে টুনি ঝোলাতে শুরু করেছে। তিনজন ঝাড়ুদার খচরমচর করে ঝাড়ু দিতে শুরু করেছে চারপাশে। আজ সব ছবির মতো হয়ে যাবে।

বেলার দিকে ফুলের তোড়া আসতে শুরু করল। হাসপাতাল থেকে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে। বড়মামার হাসি-হাসি মুখ। ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কপালে চন্দনের টিপ। দুপুরে মাছের মুড়ো দিয়ে ভাত খাবেন। ছোট্ট একবাটি ঘি খাবেন চুক করে চুমুক দিয়ে। সানাই মাঝে-মাঝে থামছে, মাঝে-মাঝে বেজে উঠছে। রান্নার শব্দ ভেসে আসছে। বাতাসে সুবাস ছড়াচ্ছে।

সন্ধ্যে হতে-না-হতেই পুটুস-পুটুস করে আলোর মালা জ্বলে উঠল চারপাশে। তেমন গুমোট গরম নেই। ভিজে-ভিজে বাতাস বইছে। জুঁই, বেল, রজনীগন্ধার সুবাস। একে একে নিমন্ত্রিতরা আসতে শুরু করলেন। সাড়ে সাতটার মধ্যে প্যাণ্ডেল কানায় কানায় ভরে গেল। বড়মামা, মেজমামা অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। 'আসুন, আসুন, নমস্কার, নমস্কার' এই চলছে সন্ধ্যে থেকে। কারুর হাতে চা, কারুর হাতে ঠাণ্ডা জলের বোতল। আমি বিতরণ করে চলেছি 'পশুপ্রেমী বড়দা'। জাফরানি রঙের মলাট। গোটা গোটা অক্ষর। কেউ পড়ছেন। কেউ মুড়ে রাখছেন।

টেবিলে টেবিলে পাতা পড়ে গেল। পাশ দিয়ে গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে খাবার ছুটছে। রাধাবল্লভী, ফিসফ্রাই। বিরিয়ানি গন্ধে পাগল করে দিচ্ছে। বড়মামা আর মেজমামা হাতজোড় করে সকলকে বলতে লাগলেন, 'এবার আপনারা অনুগ্রহ করে আহারে বসুন।'

সভা একেবারে পরিপূর্ণ। কবি করুণাকিরণ মাঝের একটি আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শুরুর আগে আমি একটি কবিতা পড়তে চাই, "আজি তব জন্মদিনে, হে রাখাল/বীণা তব বাজে/ জীবনের জয়গানে/ থেমে থেমে/ সেবার মূর্তি তুমি/ তোমারে চুমি/ শতবর্ষ পার করে/ হেসে হেসে/ তুমি যবে যাবে অমর্তলোকে/ অশ্রুজলে সিক্ত হবে/ রিক্ত ধরণী।"

bengalidownload.com

ফটাফট ফটাফট হাততালি।

হঠাৎ কোণের দিকে এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। বাজখাঁই গলায় বললেন, 'ওয়াক আউট। আপনারা সকলে প্রতিবাদে এখুনি এই সভা পরিত্যাগ করুন।'

'কেন ? কেন ? সমবেত কণ্ঠে প্রশ্ন।

'কেন ? আপনারা এই পুস্তিকাটা একবার পাতা উলটে দেখেছেন ?'

'কী আছে, কী আছে ?'

'এই যত কিছু আয়োজন, সবাই আমাদের অপমানের কৌশল। এক জায়গায় জড়ো করে পাইকারিদরে জুতো মারার বড়লোকি চাল।'

'কেন ? কেন ?'

'একটা অংশ পড়ে শোনালেই বুঝতে পারবেন আপনারা। পড়ছি, শুনুন।'

'শিবজ্ঞানে জীব-সেবা যার জীবনের ব্রত, শৈশব থেকেই পশুপ্রেমে সে উতলা। গোরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল, গাধা, কুকুর, পাখি, এদের নিয়ে জীবন কাটাতে পারলে আমার পশুপ্রেমী বড়দা আর কিছুই চায় না। মানবদরদী আমরা দেখেছি, এমন পশুপ্রেমী আমাদের দেশে কদাচিৎ চোখে পড়ে।

সেই পশুপ্রেমী বড়দার অভিনব জন্মদিনের অভিনব আয়োজন এই পশুভোজসভা। একদিকে গোরু, আর একদিকে ছাগল, অন্যদিকে পাল-পাল কুকুর সেবা করছে, আর তারই জয়গান গাইছে সমস্বরে।'

'অপমান, অপমান !' সভা চিৎকার করে উঠল।

মেজমামা চেঁচাচ্ছেন, 'ছি ছি, ভুল বুঝবেন না, প্রোগ্রাম চেঞ্জ করেছে, প্রোগ্রাম চেঞ্জ করেছে।'

বড়মামা বলছেন, 'এ কী বলছেন, এ কী বলছেন, আমি কখনও অপমান করতে পারি ! ভুল লেখাটা হাতে পড়েছে।'

কে কার কথা শোনে ! সব লণ্ডভণ্ড করে নিমন্ত্রিতরা বেরিয়ে গেলেন। সানাই তখনও বাজছে করুণ সুরে। রাধাবল্লভীর মহাশ্মশানে দুই মামা হাঁ করে দাঁড়িয়ে।

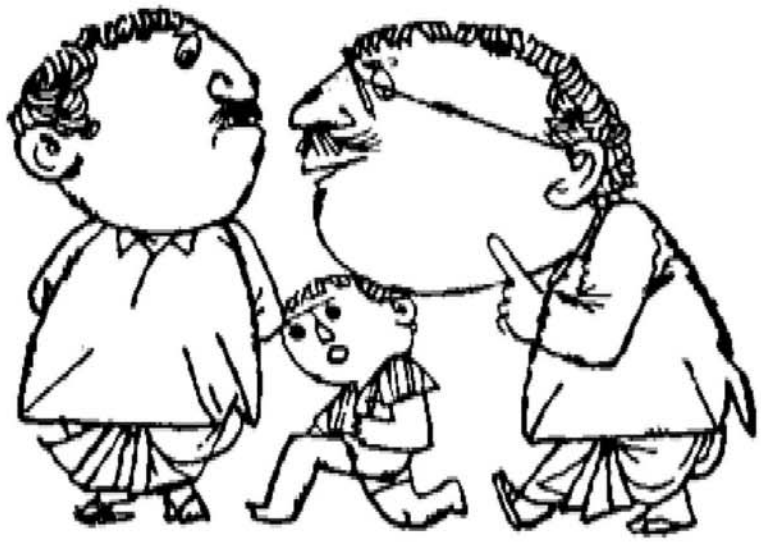

মাছ ধরলেন বড়মামা

বড়মামার ডাক্তারি এবার মাথায় উঠবে। রুগীরা ভীষণ অসন্তুষ্ট। যার পর পর তিনটে ইঞ্জেকশান পড়ার কথা তিনি একটা নিয়ে দিনের পর দিন আসছেন আর ফিরে ফিরে যাচ্ছেন। চেম্বারে ডাক্তারবাবু নেই! সেদিন একজন স্পষ্টই বললেন, কুলপুরোহিত আর পরিবারের ডাক্তারকে যদি সময়মতো পাওয়া না যায়, তাহলে অন্য ব্যবস্থার কথা ভাবতেই হয়।

মেজমামা বললেন, "অ্যাদ্দিন ছিল ডাকসাইটে ডাক্তার, শেষ বয়সে হয়ে গেল জেলে। কার বরাতে কখন কী যে হয়ে যায়। তাও যদি দু-একটা মাছের মুড়ো পাতে দেখা যেত! এমন নিরামিষ বৈষ্ণব জেলে খুব কমই দেখা যায়!"

যে যাই বলুন, আমার ভীষণ মজা। দিন বেশ কাটছে। বড়মামাকে ওই জন্যেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। যখন যা মাথায় ঢোকে তখন তাই করে ফেলেন। কারুর পরোয়া করেন না। ঠিক আমার মতো। লাট্টু ঘোরাব তো সারাদিন লাট্টুই ঘোরাব। অঙ্কে গোল্লা। দুটো দিক তো একসঙ্গে সামলান যায় না। সেবার গুলিতে পেয়েছিল। ইতিহাসে কোনোরকমে টায়ে-টায়ে তিরিশ। মেজমামা রেজাল্ট দেখে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলেন। বড়মামা বললেন, "ব্যাটা আমার সাচ্চা ভাগনে।"

এবারে পরীক্ষায় কী হবে মা সরস্বতীই জানেন। বড়মামা যেভাবে নাচাচ্ছেন, আমি কী করব! গুরুজনের কথা কি অমান্য করা চলে। সকলে বলবে, বড় অবাধ্য! উঠোনের একপাশে মামা-ভাগ্নে থেবড়ে বসে আছি। ভীষণ কেরামতি চলেছে। দু'পাউন্ড রুটি পিঁপড়ের ডিম দিয়ে চটকান হয়ে গেছে! বিশু রান্নাঘরে কুঁড়ো আর খোল ভাজছে। গন্ধে বাড়ি ম-ম করছে। এক বোতল তাড়ি ভীষণ অসুবিধেয় ফেলেছে। গন্ধটা তেমন সুবিধের নয়। নারকেলের মালায় কেঁচো কিলবিল করছে। আস্ত একটা বোলতার

bengalidownload.com

চাক ডিমসুদ্ধ খবরের কাগজে শুয়ে আছে। কাগজটা মনে হয় আজকের। কারণ মেজমামা অনেকক্ষণ দোতলায় 'কাগজ কাগজ' করে অস্থির হচ্ছেন। মেজাজ ক্রমশই চড়ছে মাসীমা শান্ত করার চেষ্টা করছেন ; বলছেন "আজকাল কাগজ দিতে খুব দেরি করে। লোডশেডিং হয় তো।"

বড়মামা বললেন, "আমার নাকে রুমালটা বেঁধে দে তো, তাড়ি ঢালব !"

বিশুদার কুঁড়োভাজা এসে গেছে। গন্ধে আমার জীবেই জল এসে যাচ্ছে, মাছের যে আজ কী অবস্থা হবে ! মেজমামা ঠিকই বলেন, ডাক্তারের ভিটামিনযুক্ত টোপ খেয়ে মাছেরা স্বাস্থ্যবান হচ্ছে। এর পর ডাক্তারকে আর মাছ ধরতে হবে না, মাছেরাই ডাক্তারকে ধরবে।

তারপর শেষ হল। বিশুদা বাইরে থেকে এসে বললে, "একজন রুগী খুব হম্বিতম্বি করছেন, বলছেন, স্ত্রী মরো-মরো, না গেলে ঠেঙাবে।"

বড়মামা বললেন, "ঠেঙাবে কী রে ?"

"হ্যাঁ বাবু, ঠেঙাতেও পারে। আজকাল রুগীরা ডাক্তারদের কথায় কথায় দ্যাখমার করছে।"

"কী হবে বিশে ! আমার তো আর দেরি করা চলে না। তুই বরং এক কাজ কর, আমার জামার বুক-পকেট থেকে দশটা টাকা নিয়ে ওকে দিয়ে বল, ভোলা ডাক্তারকে ধরে নিয়ে যেতে। আমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমার কী হয়েছে বিশু ?"

"আজ্ঞে হার্ট অ্যাটাচ।"

"গর্দভ, অ্যাটাচ নয়, অ্যাটাক।"

বিশু চলে যেতেই বড়মামা বললেন, "নে নে, তৈরি হয়ে নে। মাছের খাবার তো হল, এবার আমাদের সারাদিনের ব্যবস্থা। কুসী, কুসী !"

বড়মামা মাসীমার খোঁজে ভেতরে চলে গেলেন।

ন'টার সাইরেন বাজতে-না-বাজতেই আমাদের যাত্রা শুরু হল।

বড়মামার মাথায় শোলার টুপি। কাঁধে বিলিতি ছিপ। সে ছিপ আবার ইচ্ছেমতো বড় ছোট করা যায়। মোটরবাইকে যাওয়া চলবে না। শব্দে রুগীরা টের পেয়ে যাবেন। ডাক্তার বেশ ভালই আছেন। সাইকেলটা আমাদের বাহন। নিঃশব্দে পাড়া ছেড়ে একবার বড় রাস্তায় পড়তে পারলে আমাদের আর পায় কে ! বড়মামার সাইকেল চালানোর ভঙ্গি দেখলে মনে হবে, আমরা যেন কুখ্যাত আলকাট্রাজ জেল ভেঙে পলাতক দুই আসামী।

পুকুর না বলে দীঘি বলাই ভাল। বলা নেই কওয়া নেই বড়মামা ইজারা নিয়ে বসে আছেন। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে বেওয়ারিশ পড়ে আছে। পাঁচিল-টাচিল দিয়ে

কোনও দিনই ঘেরা যাবে না,এত বিশাল ব্যাপার ! চারপাশে গাছ-পালা আছে। আম, জাম, কাঁঠাল, জামরুল, তাল, খেজুর, সুপুরি। মেজমামা বলেছিলেন, "জমা নিচ্ছ নাও, তবে মাছ আর আমাদের চোখে দেখতে হবে না, পাবলিকেই ফাঁক করে দেবে।"

বড়মামা বলেছিলেন, "নিজের জন্যে তো অনেক দিন বাঁচা গেল, এবার না-হয় পরের জন্যে কিছু দিন বাঁচি।"

সাইকেল থেকে জিনিসপত্র নেমে এল। শতরঞ্জি, জলের ফ্লাস্ক, মাছের খাবার, আমাদের খাবার, এক জোড়া ছিপ, জল থেকে মাছ তোলার জাল, একটা রঙবেরঙের ছাতা, মোটা একটা লাঠি, একতাল দড়ি।

আমরা যে-জায়গায় বসব সেই জায়গায় লাঠি পুঁতে ছাতাটাকে বেশ করে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। একটু ছায়া চাই। চারপাশে রোদ খাঁ খাঁ করছে। ভিজে-ভিজে ঘাসের ওপর ডোরাকাটা শতরঞ্জি পড়ল। চারে মাছ না এলেও চোখে ঘুম এসে যাবে। কাল তাই হয়েছিল, একপাশে মামা, আর একপাশে ভাগনে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে. তেঠেঙার ওপর ফড়িং ঝিমোচ্ছে। মাছেদের সেই অবস্থা, তাড়িচটকা চার খেয়ে বেহুঁশ হয়ে শুয়ে রইল দীঘির তলায় পাঁকের বিছানায়।

বড়মামা বললেন, "নে চার কর। আমি একটু চা খেয়ে নি। প্রকৃতি যেন হাসছে রে, প্রকৃতি যেন খিলখিল করে হাসছে। কাল থেকে একটা তাকিয়া আনতে হবে।"

"সাইকেলে কি আর তাকিয়া আনা যাবে ?"

"খুব যাবে। চীনদেশে সাইকেলে সংসার বয়ে বেড়ায়। সাহস চাই, কায়দা জানা চাই।"

কৌটো খুলে জলে চার ফেলতে লাগলুম। একটা ব্যাঙের তেমন পছন্দ হল না। তিড়িক করে লাফ মেরে জলে চলে গেল। ব্যাঙ ভাল সাঁতার জানে। মাঝ পুকুরে কে ঘাই মারল।

বড়মামা আনন্দে আটখানা হয়ে বললেন, "আসছে, আজ আমাদের ওইটাই টার্গেট। ঘাই দেখে মনে হচ্ছে কেজি দশেক হবে। মৃগেল। মাথাটা মেজকে দোব, কী বলিস ? কুসীকে ন্যাজাটা। মেয়েরা ন্যাজা খেতে ভালবাসে।"

"আজ পর্যন্ত একটাও তো ধরতে পারলেন না বড়মামা।'

"দাঁড়া মাছেদের লজ্জা ভাঙুক। মাছেরা একটু লাজুক হয়। তাছাড়া জানিস তো, মনে হিংসে থাকলে জীবজগৎ দূরে সরে যায়। মাছভাজা খাব, মাছভাজা খাব—এই লোভ নিয়ে বসলে, মাছ কেন, একটা ব্যাঙও তোমার চারে আসবে না।"

"তাহলে আজ আমরা আলু-ভাতে খাব, আলু-ভাতে খাব—এই ভাব নিয়ে বসি।"

"কোনো রকম খাবার চিন্তা মাথায় আনবি না। মনে কর আমরা উপবাসী ব্রাহ্মণ কিম্বা রোজা-করা মুসলমান।"

বড়মামা খুব কায়দা করে মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে ছিপ ফেলতে গেলেন।

bengalidownload.com

আমডালে বঁড়শি আটকে ছিপ হাতছাড়া হয়ে গেল। হাত দুয়েক ওপরে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো ছিপ দুলছে। হুইলটা তো কম ভারী নয়!

আমাদের হাইজাম্পের মহড়া চলছে। নিতাই গৌর রাধেশ্যাম দু'হাত তুলে মারো লাফ। আমপাতা, আমডাল, সবসুদ্ধ নিয়ে ছিপ আবার ফিরে এল মালিকের হাতে।

বড়মামা বললেন, "বড় শুভ লক্ষণ। আম্রপল্লব শিকার করে উদ্বোধন। এবার যখন ছিপ ফেলব, তুই তখন মাথার দিকটা একটু সামলে দিস তো। আকাশের ওপর আমাদের কোনও অধিকার নেই!"

"তাহলে আপনি একটু বাঁপাশে সরে আসুন। মাথার ওপর এক গাদা ডালপালা ঝুলছে। আবার আটকে যাবে।"

বড়মামা সরে আসতে আসতে বললেন, "গাছের স্বাধীনতা আকাশে।"

ঘুরিয়ে ছিপ ফেললেন। এবার বেশ ফেলেছেন। সুতোয় টান মেরে ফাতনাটা সোজা করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা ফড়িং এসে বসে পড়ল।

বড়মামা আয়েস করে বসে পড়লেন, "নে আয়, এবার স্যান্ডউইচ খাওয়া যাক।"

"এরি মধ্যে খেয়োখেয়ি শুরু করবেন? সারাটা দিন পড়ে আছে।"

"থাক না, এটা তো টেষ্ট কেস। কুলী কেমন করেছে দেখতে হবে না। চোখের দেখা নয়, চেখে দেখা। বুঝলি, আমি ভাবছি।"

"কী ভাবছেন বড়মামা?"

"এই মাছধরা আর রুগী-দেখাটা একসঙ্গে চালালে কেমন হয়, রথ দেখা আর কলা বেচার মতো।"

"তাহলে এই দীঘিটাকে তো চেম্বারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে হয়।"

"ধ্যার বোকা! চেম্বারটাকে এখানে তুলে আনব। ঘর বানাব না, একটা সাদা তাঁবু খাটাব। কিছু রোজগারও তো চাই। এই দ্যাখ না, কখন মাছ ঠোকরাবে কেউ জানে না। তুই চোখ রাখলি ফাতনার দিকে, আমি দেখতে লাগলুম রুগী।"

"আমি আবার অঙ্কও কষতে পারি।"

"ওঃ, তাহলে তুই মেঘনাদ বধ হয়ে যাবি রে!"

"আজ্ঞে মেঘনাদ সাহা।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা আমার প্রায়ই গুলিয়ে যায়। নে, স্যান্ডউইচ নে, তাড়াতাড়িতে বেশ ভালই বানিয়েছে। আজকে ওই বড় মাছটা পাবই। ওটা পেলে, কাল মাছের পুর দিয়ে কচুরি করিয়ে আনব। মাছ ধরার কম ধকল! রোগা না হয়ে যাস।"

বড়রা প্রায়ই বলেন, দুঃখের রাত শেষ হতে চায় না। এ দেখছি মাছ ধরার দুপুরও সহজে সন্ধ্যে হতে চায় না। বড়মামা মাঝে মাঝে বঁড়শি তুলে বলছেন 'যাঃ টোপ খেয়ে গেছে। নে কৌটোটা খোল। টোপ দে। এবার একটু কেঁচো দে। এবার একটু বোলতার ডিম ছাড়। মাছেদেরও মুখ আছে। মাঝে মাঝে মুখ পালটে দিতে হয়।'

গরমের দুপুরের ঝিম ধরেছে। জল থেকে একটা গরম-ঠাণ্ডা ভাপ উঠছে। মাঝে-মাঝে পানকৌড়ি ছোঁ মেরে জলের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ওপারে গোটাকতক হাঁস প্যাঁকোর-প্যাঁকোর করছে। শরীর ভারী হয়ে আসছে। ঘুম চোখে জড়িয়ে এল।

হুইলের ভীষণ শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল। ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলুম। বিরাট মাছ পড়েছে। যাক, এতদিনে বড়মামার হাতযশ দেখা গেল। মেজমামা এবার কাত। উত্তেজনায় বড়মামার চোখ বড়-বড়। মাছ যে ভাবে সুতো টানছে, হুইল শেষ হয়ে এল বলে।

পুকুরের দিকে তাকালুম। এ কী, জল স্থির। মাছ তো জলেই খেলবে! বড়মামার ছিপ কোথায়! ছিপ এরিয়েলের মতো শূন্যে খাড়া। পিঠের দিকে বেঁকে আছে ধনুকের মতো। মাছ কি তাহলে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে ছুটছে? কী মাছ রে বাবা!

মাঠের দিকে তাকিয়ে চক্ষুস্থির।

"ও বড়মামা, আপনি কী ধরেছেন?"

"কেন, মাছ!"

"মাছ তো আপনার পেছনে দিকে মাঠ ভেঙে ছুটছে।"

"সে কী রে! মেঠো মাছ নাকি?"

"আজ্ঞে না, একটা দামড়া গোরু।"

"আর ঠিক সেই মুহূর্তে এক টানে ছিপটা হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। গোরু ছুটছে, ছিপ ছুটছে, আমরা ছুটছি।"

সন্ধো হয়-হয়, আমরা বাড়ি ফিরে এলুম। দেখার মতো চেহারা হয়েছে আমাদের। লোকে মাছ ধরে বাড়ি ফেরে, আমরা ফিরলুম গোরু ধরে। গোরু আমাদের সঙ্গেই এসেছে। গোরুর মালিকও আছেন। বঁড়শি কেটে বসে গেছে। অস্ত্রোপচার করে বের করতে হবে।

মেজমামা বললেন, "কী কায়দায় এমন করলে!"

বড়মামা বললেন, "ফাতনাটা নড়তেই মেরেছি টান। গোরুটা মনে হয় পেছনে চরে বেড়াচ্ছিল। বঁড়শি গেঁথে গেল পিঠে। গোমুখ্যু মেরেছে ছুট। যত ছোটে, বঁড়শি তত পিঠে ঢোকে। বিশে, বিশে!"

বড়মামার হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল।

গোরু ধরে বড়মামার আবার সুমতি ফিরে এল। রুগীরা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। সকলেই বলাবলি করছেন এ আমাদের সেই পুরনো মুকুজ্যে-ডাক্তার, যাকে যমেও ভয় পায়।

যমে ভয় পেলে কী হয়, বড় দুঃখু, মাছে ভয় পায় না।

banglainternet.com

বড়মামার মোটর সাইকেল

বড়মামা সকাল থেকেই পেয়ারের কুকুর লাকির ওপর ভীষণ রেগে গেছেন। পাশের ঘর থেকে শুনছি আমরা। চা-বিস্কুট খেতে খেতে হচ্ছে, 'বেরিয়ে যাও ইডিয়েট, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে। তোমার মুখ আমি দেখতে চাই না জানোয়ার, রাসকেল। একটা বিস্কুট দেওয়া আমার ডিউটি, এই নাও। গেট আউট, গেট আউট। না না, ডোন্ট টাচ্ মাই বডি। উঁহু উঁহু, আদর নয়, আদর নয়। যাও, যাও। মোহন! মোহন! ইডিয়েট মোহন!'

মেজমামা আর আমি এ ঘরে বসে, চা খেতে খেতে গল্প করছিলুম। মেজমামা আমাকে আবিসিনিয়ার কাফ্রীদের গল্প বলছিলেন। এমনভাবে বলছিলেন যেন এইমাত্র ঘুরে এলেন। কথা বলতে বলতে মেজমামার খুব হাত পা নাড়ার অভ্যাস। দুবার কাপ উল্টে যাবার মতো হয়েছিল। গল্পের গভীরে ঢুকে গেলে তখন আর কাপ ডিশের খেয়াল থাকে না। বড়মামা যখন পাশের ঘর থেকে 'মোহন মোহন' করে চিৎকার করছেন, মেজমামা তখন বর্শার ফলায় মানুষের মুণ্ডু গেঁথে নাচাচ্ছেন। বড়মামার চিৎকারে ভীষণ বিরক্ত হয়েছেন। গল্প বলার মেজাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাকে বললেন, 'বলে এসো তো, মোহন মারা গেছে আর বলে এসো, ডোন্ট শাউট।'

মেজমামার হাত থেকে ছাড়া পাবার সবচেয়ে বড় সুযোগ। সকাল বেলাই সারা ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়ে ছেড়ে দেবেন। মাঝে মাঝে উটকো প্রশ্ন করে আমার জ্ঞান পরীক্ষা করবেন। না পারলেই মিনিটখানেক ছি ছি শব্দ করে বলবেন, যাও, এনসাইক্লোপিডিয়ার ছ' ভল্যুমটা নিয়ে এসো, নিয়ে এসো বারো, কি সাত। প্রত্যেকবার টুলে উঠে উঠে ভারি-ভারি বই পাড়ো, ধুলো ঝাড়ো। আর পাতার পর পাতা রিডিং পড়ো! গরমের ছুটিতে মামার বাড়িতে কি জন্যে আসা? এসেছি বাগানের আম, জাম, জামরুল,

ফলসা খেতে।

বড়মামার ঘরের দরজার সামনে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল। ভেতরের দৃশ্যটা দেখার মতো। দরজার পর্দাটা একপাশে সরানো। জানলার কাছে ছোট টেবিলে দরজার দিকে পিছন ফিরে বড়মামা বসে আছেন। টকটকে লাল সিল্কের লুঙ্গি। গায়ে ধবধবে সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি। পৈতাটা দেখা যাচ্ছে। পৈতার সঙ্গে বাঁধা চাবি কোমরের কাছে দুলছে। ফর্সা চেহারা। চওড়া পিঠ। নধর মাংসল দুটো হাত।

চেয়ারের হাতলের ওপর সামনের দুটো পা তুলে দিয়ে লাকি লাল মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সারা গা-ভর্তি সাদা-সাদা বড় বড় লোম। মুখটা ভারী মিষ্টি। ঝুমকো-ঝুমকো লোমের ভেতর থেকে চকচকে দুটো চোখ উঁকি মারছে। লাকি চেষ্টা করছে বড়মামার সঙ্গে ভাব করতে। মুখটাকে ছুঁচলো করে ফোঁস ফোঁস করে শুঁকছে। মাঝে মাঝে জিভ বের করে বড়মামার হাতের ওপর দিকটা চুক চুক করে চেটে দিচ্ছে। লাকি যত কাছাকাছি সরে আসার চেষ্টা করছে, বড়মামা ততই শরীরটাকে ডানদিকে মুচড়ে মুখ ঘুরিয়ে বোঝাতে চাইছেন, লাকির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। আর ডানদিকে ঘোরানো সেই মুখ অনবরত চিৎকার করে চলেছে, 'মোহন, মোহন!'

আমি ঘরে ঢুকতেই লাকি নেমে পড়ল। মুখ নিচু করে আমার কাছে এসে ফোঁস ফোঁস করে বার কতক আমাকে শুঁকে, বুকের ওপর দুটো পা তুলে জিভ বের করে হ্যা হ্যা করল কিছুক্ষণ। বড়মামা তখনও মুখ ঘুরিয়ে আছেন। কুকুরের মুখ দেখবেন না। বড়মামা ভেবেছেন, মোহন এসেছে। বেশ রেগেই বললেন, 'কোথায় থাকিস রাস্কেল! ইডিয়েটটাকে ঘর থেকে বের করে দে, বলে দে, আমার সঙ্গে ওর আর কোন সম্পর্ক নেই। কোনো সম্পর্ক নেই।'

'কেন বড়মামা?'

আমার গলা পেয়ে বড়মামা খুব লজ্জা পেয়ে ঘুরে বসলেন। হাসতে গিয়েও হাসলেন না। হাসলেই লাকি দেখে ফেলবে। মুখটাকে বেশ চেষ্টা করে গম্ভীর রেখেই বললেন, 'ও তুমি! আমি ভেবেছিলুম মোহনানন্দ। সকাল থেকে তিনি কোথায় আনন্দ করতে লাগলেন?'

লাকিটা এমন করছিল, মাথায় হাত রেখে একটু আদর না করে পারলুম না। বড়মামা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'ওর সঙ্গে একদম মিশবে না। একেবারে বখে গেছে। উচ্ছন্নে গেছে!'

'কেন বড়মামা?'

'ওকেই জিজ্ঞেস করো।'

সে আবার কী! ওকে জিজ্ঞেস করব কী! বড়মামার কুকুর কথা বলে নাকি!

'ও কী করে বলবে বড়মামা? ও কি কথা বলতে পারে?'

'সব পারে, সব পারে, ওর মতো পাকা সব পারে! শুনবে ওর কীর্তি?

bengalidownload.com

অকৃতজ্ঞতায় ও মানুষের ওপর যায়, এমন কি, তোমার মেজমামাকেও ছাড়িয়ে যায়।'

আবার মেজমামাকে ধরে টানাটানি কেন ? মেজতে বড়তে ভাবও যেমন, ঝগড়াও তেমন। গতকাল রাতে খেতে বসে আম নিয়ে ঝগড়ার জের চলেছে বুঝলাম। বড়মামা কবে নাকি গোলাপখাস বলে নার্সারী থেকে একটা আমগাছ খুব ঢাক ঢোল পিটিয়ে বাগানে বসিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সিরাজউদ্দৌলার বাগানেই খালি এই আম হত, এইবার হবে সুধাংশু মুকুজ্যের বাগানে। সেই গাছে এবছর প্রথম আম ধরেছে। আর সেই আম খাওয়া হচ্ছিল কাল রাতে। মেজমামা ঘন দুধে আম চটকে এক চুমুক খেয়েই ব্যালাব্যাম বলে মুখের শব্দ করে বাটিটা নামিয়ে রেখেই বললেন, 'বড়দা, এই তোমার গোলাপখাস ! এর নাম ভেঁতুলখাস। দুধটাই নষ্ট হয়ে গেল। কী ক্ষতিই যে হল ? দুধ না খেলে আমার আবার সকালে ভীষণ অসুবিধে হয়।'

বড়মামা ততক্ষণে আমটা চেখেছেন। বড়মামার মুখের চেহারাও ভীষণ করুণ। কিন্তু মেজর কাছে হেরে গেলে চলবে না। বললেন, 'জীবনে রিয়েল গোলাপখাস তো খাসনি। সে খেয়েছি আমরা। গোলাপখাস একটু টকমিষ্টিই হয়। তবেই না তার টেস্ট। তোর মতো নাবালকের বোম্বাই-টোম্বাই খাওয়া উচিত।'

রাত এগারোটা পর্যন্ত এঁটো হাতে দু'ভাইয়ে আম নিয়ে খুব দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেল। শেষ সিদ্ধান্ত হল, বড়মামার গাছ বড়মামারই থাক, মেজমামা ল্যাংড়াই খাবেন। গোলাপ ফুল ভদ্রলোক হয়ত সহ্য করতে পারে, তবে গোলাপখাস ভদ্রলোকের আম নয়। শিশুরা খেতে পারে, কারণ শিশু আর ছাগল একই জাতের জিনিস।

বড়মামা লাকির অকৃতজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে মেজমামার সঙ্গে তুলনা করলেন। করে বললেন, 'কুকুর কখনও মানুষ হয় না, বুঝেছ ? মানুষ কিন্তু কুকুর হতে পারে।'

কথাটা শুনে কিনা জানি না, লাকি বারকতক ভেউ ভেউ করে উঠল। বড়মামা বললেন, 'ওকে চুপ করতে বলো। এখানে কাজের কথা হচ্ছে।'

আমাকে বলতে হল না। বুদ্ধিমান কুকুর নিজেই বুঝতে পেরেছে। সামনের থাবায় মুখ রেখে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বড়মামা আড়চোখে একবার দেখে আবার শুরু করলেন, 'মাসে কুড়ি টাকার বিস্কুট। সত্তর টাকার মাংস। পঞ্চাশ টাকার দুধ। তিন কৌটো পাউডার। পঁচিশ টাকার ওষুধ। পনর টাকার সাবান। সব, সব ভস্মে ঘি ঢালা। সেই অকৃতজ্ঞ কুকুর আজ আমাকে অপমান করেছে। নিজের ভাই অপমান করলে সহ্য হয়, প্রতিবেশী লাথি মারলেও হজম করে নিতে হয়। নিজের কুকুর অপমান করলে সহ্য হয় না। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে।'

বড়মামা লাকির দিকে সামান্য ঝুঁকে বেশ জোরে জোরে বলে উঠলেন, 'বুঝেছিস ? আত্মহত্যা, আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। নো, নো ন্যাজনাড়া, ন্যাজ নাড়লে আমি আর ভুলছি না। তোমার ন্যাজের খেলা আমার জানা হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। নো সম্পর্ক।'

লাকি সামনের থাবায় সেই ভাবে মুখ রেখে, চোখ বুজিয়ে বুজিয়ে পটাক পটাক করে গা নাড়ছে।

এতক্ষণ অনেক কথা হল, বড়মামার রাগের কারণটা কিন্তু বোঝা গেল না। কাল রাতে শুতে যাবার আগে, আম নিয়ে মেজমামার সঙ্গে রাগারাগি হয়ে যাবার পর খোলা বারান্দার ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে কুকুরকে পেটের উপর ফেলে বড়মামা যেসব কথা বলছিলেন তার কিছু কিছু তো এখনও মনে আছে। বুরুশ বোলানো হচ্ছে কুকুরের লোমে আর কথা হচ্ছে 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানুষের চেয়ে তুই ফার, ফার, ফার, ফার বেটার। অ্যাই কী হচ্ছে কী, নাল লেগে যাচ্ছে না মুখে! উঁহু উঁহু, আর না, আর না। দেখি পেটের দিকটা, চিৎ হও। কী হল, কাতুকুতু লাগছে?'

সেই কুকুর কী এমন করল! এই সাতসকালে ঘন্টাখানেকের মধ্যে! মেজমামা ওদিকে হাঁকাহাঁকি শুরু করেছেন, 'কী হল হে তোমার? এখানে জ্ঞানের কথা হচ্ছে, ভাল লাগবে কেন? গিয়ে পড়লে কুকুরের খপ্পরে।'

বড়মামার কপালটা একটু কুঁচকে গেল। আমাকে বললেন, 'জিজ্ঞেস করো তো কুকুর কি জ্ঞানের জগতের বাইরে। দর্শনশাস্ত্রটাই জ্ঞান, প্রাণী-তত্ত্বটা জ্ঞান নয়, ফেলনা জিনিস? জিজ্ঞেস করো তো পৃথিবীতে কত রকমের কুকুর আছে জানে কি না। ওর জ্ঞানের দৌড় জানা আছে। পৃথিবীটাই জানা হল না, উনি ঈশ্বর, ভগবান, এই সব নিয়ে ভেবে মরে গেলেন।

দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললুম, 'এখুনি আসছি, মেজমামা।'

'ধ্যাৎ! তোর আঠারো মাসে বছর। আসতে আসতেই আমার কলেজ যাবার সময় হয়ে যাবে। ভেবেছিলুম পৃথিবীর একটা পার্ট শেষ করে যাব।'

কথা শেষ করেই মেজমামা, 'মোহন মোহন' করে চেঁচাতে আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বড়মামারও মনে পড়ল মোহনের কথা। দু'জনে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন, 'মোহন, মোহন।'

লাকিটা বকুনি-টকুনি খেয়ে বেশ ঘুমিয়েই পড়েছিল। চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে পড়ে, ছোট্ট একটা ডন মেরেই বড়মামার মুখের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বার কতক ভেউ ভেউ করে, রাস্তার দিকের জানালায় পা দুটো তুলে দাঁড়াল।

আমি এক কদম এগিয়ে ব্যাপারটা দেখে নিলুম কেন কুকুরটা ওরকম করছে। সামনের বাড়ির বারান্দায় ঠিক লাকির মতো আর একটা কুকুর এ জানালার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর পুটুক-পুটুক ন্যাজ নাড়ছে। ও কুকুরটা কিন্তু এটার মতো কেঁউ কেঁউ করছে না বা পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি করছে না। দেখলেই মনে হয় কুকুরটা একটু দুষ্টু ধরনের। আমার বন্ধু অরুণের মতো। পড়ার ঘরে বেশ মন দিয়ে হয়ত পড়তে বসেছি, বাইরের জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। মুখে একটা কথাও নেই। মুচকি মুচকি হাসি, স্থির দৃষ্টি। চোখের পাতা নাচিয়ে যা বলার বলে

গেল—বইপত্তর মুড়ে উঠে আয়, পড়ার সময় অনেক পাবি, এমন সকাল পাবি কোথায় ! অমনি, এই লাকির মতোই মনটা আঁকুপাঁকু করতে লাগল। বাইরের চুপচাপ লাকি ভেতরের বন্দী লাকিকে ডাকছে।

'আজ সকাল থেকে তুমি এই করছ।' বড়মামার তর্জন-গর্জন থামেই না দেখি, 'সকালেই তোমাকে আমি ভাল কথায় বুঝিয়েছি বাইরে যাওয়া চলবে না। বাইরের কুকুরের সঙ্গে মেশা চলবে না। বাগান আছে, তুমি বাগানে ঘোরো ; ছাদ আছে, ছাদে কাঠের বল নিয়ে খেল। আমি যতক্ষণ আছি, আমার সঙ্গে ঘোরো, খেলা করো। কিন্তু মিত্তিরদের বাড়ির ওই নোংরা কুকুর দেখে তোমার মাথা খারাপ করা চলবে না। ওরা আমাদের তিনপুরুষের শত্রু।'

'এই যে মোহন', বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন। ফিরে দেখলুম মোহন মেজমামার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে। 'ফার্স্ট আমি ডেকেছি, তুই আগে আমার কাছে আসবি।'

মেজমামা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, 'ফার্স্ট সেকেন্ডের কি আছে রে ? তুই আগে আমার ওষুধ তৈরি করে দিয়ে তারপর যেখানে যেতে হয় যাবি।'

বড়মামা বললেন, 'বা হে বাঃ, খলে ঘষে ঘষে তোমার কবিরাজী ওষুধ তৈরি করে ও সকালটা কাটিয়ে দিক, এদিকে আমি বসে থাকি হাঁ করে। কুকুরের জন্যে কিমা না আনলে ও দুপুরে খাবে কী, উপোস করে থাকবে ?'

'কিমা ! কুকুরের কিমা !' মেজমামা এমনভাবে হাসলেন যেন বড়মামা অদ্ভুত উদ্ভট কোনো কথা বলেছেন। তারপর বড়মামার চোখের সামনে আঙুল নাচিয়ে বললেন, 'জানো না, রাস্তায় সব গাড়ির আগে যায় অ্যামবুলেন্স আর ফায়ার ব্রিগেড। এমার্জেন্সি, বুঝেছ, এমার্জেন্সি। যা মোহন, প্রথমে ঘষবি দারু হরিদ্রা, তাতে দিবি গোলপ্তর জল, বড়িটাকে ১৫ মিনিট খলে ঘষবি মধু দিয়ে, তারপর সব এনে হাজির করবি আমার টেবিলে। চলো ভাগনে !'

আমি কিছু প্রতিবাদ করার আগে মেজমামা আমাকে প্রায় হাতে হাতকড়া লাগাবার মতো করে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন, 'মূর্খ হয়ে থাকতে চাস ! জানিস পৃথিবীতে কত কী শেখার আছে ! এক জীবনে মানুষ সব পারে না।'

আমি বললুম, 'তাই তো হাঁসের মত দুধ আর জল থেকে শুধু জলটা তুলে নিতে চাই।'

'উল্টে গেল হে, উল্টে গেল', কথা বলতে বলতে মেজমামা আলমারি খুলে একটা বুলওয়ার্কার বের করলেন—'বুঝেছ, যারা মাথার কাজ করে তাদের একটু করে ব্যায়াম করা উচিত।' মেজমামা জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে বুলওয়ার্কার টানতে লাগলেন। যতটা না টানছেন তার চেয়ে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছেন।

একটা মোটর সাইকেল সশব্দে বাড়ির সীমানা থেকে উল্কার মতো বেরিয়ে গেল। বড়মামা এমনিই জোরে চালান, আজ আবার রেগে আছেন। নিজেই বেরিয়ে পড়েছেন

দেড়মাইল দূরের বাজার থেকে কিমা কেনার জন্যে। জাফরের দোকান ছাড়া মাংস কেনা চলবে না, তা না হলে কাছাকাছি আরও একটা দোকান ছিল।

দু'মামা আর এক মাসীর কাণ্ডকারখানা চলছে এ বাড়িতে। বড়মামা ডাক্তার। মেজমামা প্রফেসার। মাসী সকালের স্কুলের টীচার। বাড়িতে গোরু আছে, পাখি আছে, কুকুর আছে, বাগান আছে, একগাদা কাজের লোক আছে। মাঝে-মাঝেই বড়মামা মেজমামার লড়াই আছে, গলায় গলায় ভাব আছে। নেই কেবল মামীমা। বুড়ি দিদিমা ছেলেদের উপর রাগ করে কাশীবাসী।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল বড়মামা ফিরছেন না। স্নানের পর গায়ে পাউডার মাখতে মাখতে মেজমামা বললেন, 'খাব্বা! বড়বাবু কি ব্যারাকপুর থেকে খিদিরপুর গেলেন কুকুরের কিমা কিনতে! কুকুর কুকুর করেই ডাক্তারবাবু কাবু হয়ে গেলেন। তুমিই বলো, ওষুধ আগে না কুকুর আগে?'

কী আর বলব, চুপ করে শুনছি। ছবির বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছি, মাসী এসে গেলে তবু আর একবার মুখরোচক খাবার-দাবার জুটত!

মেজমামার জামাকাপড় পরা হয়ে গেল। জানালা দিয়ে উত্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভাবালে দেখছি, উঁহু ভাল ঠেকছে না হে। এতক্ষণ দেরি হবার তো কথা নয়। বাবু রেগেমেগে যেভাবে বেরিয়ে গেলেন! এসব রাস্তায় এত জোরে গাড়ি চালানো কি ঠিক! না ফিরলে বেরোতেও পারছি না। এদিকে প্রথম ক্লাসের সময় হয়ে এলো, লণ্ডে করে গঙ্গা পেরোতেই তো আধঘন্টা লেগে যাবে।'

হঠাৎ দূরে মোটর বাইকের শব্দ হল। ভীষণ বেগে আসছে। আমরা জানালার কাছে সরে এলুম। মেজমামা বললেন, 'মনে হচ্ছে বড়বাবু!' হ্যাঁ বড়বাবুর লাল ঝকঝকে মোটর সাইকেল। পরনে লাল লুঙ্গি। গায়ে গোলগলা গেরুয়া গেঞ্জি। উল্কার বেগে বড়মামা বাড়ির সামনে দিয়ে পশ্চিমে বেরিয়ে গেলেন। মাথার ঝাঁকড়া চুল হাওয়ায় উড়ছে নটরাজের জটার মতো। বড়মামার দশ হাত পেছনে ব্যারাকপুরের বিখ্যাত ভোলা। সেও খ্যাড়াখ্যাট্ খ্যাড়াখ্যাট্ করতে করতে বেরিয়ে গেল। ভোলা হল ইয়া এক তাগড়া ষাঁড়। বাজার অঞ্চলে, ভোলা-ভক্তের সংখ্যা কম নয়।

মেজমামা বললেন, 'সেরেছে! বড়বাবুকে দেখছি গঙ্গার জলে না ফেলে দেয়। একে ভোলা, তায় লাল মোটর বাইক, তার ওপর লাল লুঙ্গি, তার ওপর পিলে-ফাটানো শব্দ। কে বাঁচাবে বড়বাবুকে!'

মেজমামা চিন্তিত মুখে ঘর থেকে রাস্তার দিকের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। আমি পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। বলতে কী, দারুণ মজাই লাগছিল। রেসটা বেশ জমেছে। বড়মামা হারেন, কি ভোলা হারে। রাস্তাটা সামনে গিয়ে গোল একটা প্যাঁচ মেরে আবার ফিরে এসেছে। বেশ জটিল ট্র্যাক। বড়মামা ঘুরে আসছেন, এবার বেগ আরও বেশি। ভোলার স্পীডও যেন বেড়ে গেছে। ভোলা ভীষণ রেগে গেছে, বড়মামাকে

banglainternet.com

হারাতে পারছে না কিছুতেই।

বাড়ির সামনে দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যেতে যেতে বড়মামা চিৎকার করে বললেন 'শান্তি, ষাঁড়টাকে কোনরূপে গ্যারেজ করে দে।'

মেজমামা চিন্তিত মুখে বললেন, 'কী করে ষাঁড় গ্যারেজ করি বলো তো! ষাঁড় তো আর গাড়ি নয়।' দু'জনে নেমে রাস্তার পাশে এলুম। কাজের লোকজন কাজ ফেলে এসেছে। মোহনের নানা প্ল্যান। সে একটা লাঠি এনেছে। ষাঁড়কে ল্যাঙ মেরে ফেলে দেবে। অতই সহজ! নিজেই ছিটকে পড়বে নর্দমায়! মজা দেখার জন্যে আশেপাশের বাড়ির জানালা দরজায় বড় ছোট মুখ। মিত্তিরদের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি কিশোর হুইসেল বাজাচ্ছে।

বড়মামা ওদিকের গোল রাস্তা দিয়ে আবার এদিকে তীরবেগে আসছেন। পেছনে ল্যাজ তুলে ভোলা। এদিকে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় বড়মামা বললেন, 'একটা কিছু কর, তেল ফুরিয়ে আসছে। আর পারছি না।' বড়মামা আসতেই মিত্তিরদের বাড়ির ছেলেটা ফুরুর ফুরুর করে বাঁশি বাজাল। সমস্ত জমায়েত পাশে দাঁড়িয়ে হো হো করে হেসে উঠল।

পশ্চিমের দিক থেকে বড়মামা আবার আসছেন। বড়মামা বেশ ক্লান্ত, বিব্রত। বড়মামা বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভেতর থেকে আমাদের পাশ দিয়ে তীরবেগে সাদামতো কী একটা রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ল—বড়মামার কুকুর লাকি। ভয়ে আমরা চোখ বুজিয়ে ফেলেছি। দু'গজ দূরে বিশাল ভোলা লাফাতে লাফাতে আসছে। লাকি একলাফে ভোলার মুখের ওপর লাফিয়ে উঠল। ভোলার চোখ চাপা পড়ে গেছে, লাকি নাক কামড়ে ধরেছে! ভোলা এক ঝটকা মেরে লাকিকে ফেলতে ফেলতেই বড়মামা ঘুরে এসেছেন, মোহন লাঠি বাগিয়ে তেড়ে গেছে। এইবার উল্টো রেস—ভোলা ছুটছে আগে, বড়মামা তাড়া করে পেছনে।

আমরা দৌড়ে গেলুম লাকির কাছে। একটা বাড়ির রকের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। যে মেজমামা কুকুর দেখলে দশ হাত দূরে পালান, সেই মেজমামা কলেজে যাবার ধবধবে পোশাকে লাকিকে কোলে তুলে নিয়েছেন। চোখ দুটো ছলছলে। ভোলাকে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে, বড়মামা ফিরে এসে বাইকটাকে কোন রকমে ফেলে রেখে, ধারা গলায় 'লাকি লাকি' করছেন। মাসীও এসে গেছেন।

দেখতে দেখতে বাড়ি হাসপাতাল। বড়মামার বন্ধু পশুচিকিৎসক ডাক্তার বরাট এসে গেছেন। দুই মামারই বারেবারে এক প্রশ্ন, 'বাঁচবে তো, বাঁচবে তো!'

বরাট বলছেন, 'বেশ একটু শক লেগেছে। সারতে সময় লাগবে কয়েক দিন। আমি ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেলুম।'

সন্ধ্যেবেলা লাকি বড়মামার নরম বিছানায় পাখার তলায় ঘুমোচ্ছে। মাসী চিঁড়ে ভাজছেন। মেজমামা ইজিচেয়ারে বসে বিশাল একটা মোটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন।

মুখটা খুব বিষণ্ণ। মাঝে মাঝে পিট পিট করে লাকির দিকে তাকাচ্ছেন। বড়মামা দুপুর থেকে লাকির পাশে সিস্টারের মতো বসে আছেন।

হঠাৎ বড়মামা বললেন, 'বুঝলি শান্তি! রাগ চণ্ডাল।'

মেজমামা বললেন, 'তুমি ঠিক বলেছ। আমরা দু'জনেই ভীষণ রাগী।'

বড়মামা বললেন, 'বাবা ভীষণ রাগী ছিলেন।'

মেজমামা বললেন, 'মা-ও তাই। বরং বেশিই ছিলেন!'

বড়মামা বললেন, 'আসছে বার কুকুর হয়ে জন্মাব।'

মেজমামা বললেন, 'আমিও। লাকিকে দেখে আজ আমার জ্ঞান হল।'

বড়মামা মেজমামার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'হাত মেলা।' দু'মামার করমর্দন, আর ঠিক সেই সময়ে সারাদিন পরে লাকি প্রথম দু'বার শব্দ করল—ভুক, ভুক। সঙ্গে সঙ্গে দু'মামার উল্লাসের চিৎকার, 'লাকি, লাকি!' লাকি বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠে ডাক ছাড়ল, 'ভৌ-ঔ-ঔ।'

bengalidownload.com

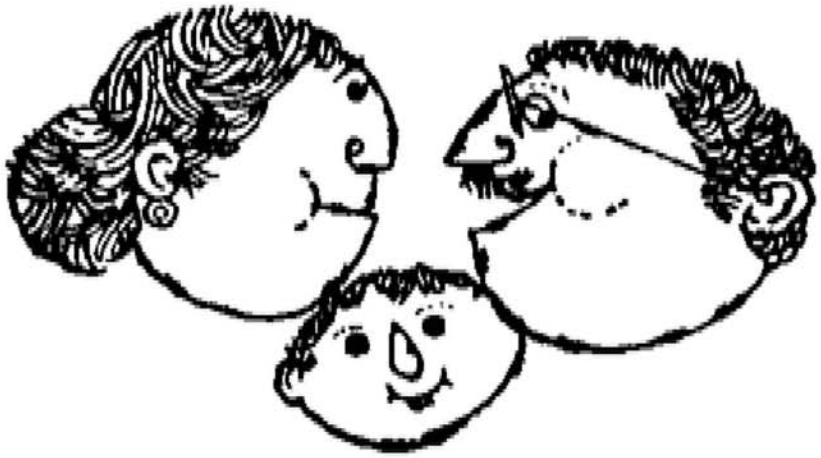

বড়মামার সাইকেল

বড়মামা সাইকেলের বল বেয়ারিং-এ তেল দিচ্ছিলেন। মেজোমামা রকে জলচৌকির উপর আয়না রেখে ছোট মতো একটা কাঁচি দিয়ে গোঁফ ছাঁটছিলেন। আমি একটা বেতের মোড়ায় বসে বড়মামার সবচেয়ে বড় খরগোশটার অপকর্ম দেখছিলাম। সেটা একটা জুতো পরিস্কার করার বুরুশ কুড় কুড় করে খাচ্ছিল। ভেবেছিলাম সরিয়ে নেবো। তারপর মনে হল কাজটা ঠিক হবে না। এ বাড়ির পশুদের স্বাধীনতায় বাধা দেবার মতো ডিকটেটার যখন কেউ নেই, আমি তো একটা নেহাৎ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার।

তেল দেওয়া শেষ। বড়মামা চাকা দুটোকে বাঁই বাঁই করে বারকতক ঘুরিয়ে সাইকেলটাকে দেওয়ালে ঠেসিয়ে রাখলেন। তেল দেবার কেলে ডিবাটাকে পাঁচিলের ফোকরে রাখতে রাখতে বললেন—'সাইকেল চাপবে সব ব্যাটা, তেল দিয়ে মরবে সুধাংশু ব্যাটা। কেন ? কেন শুনি ?' বুঝলাম কথাটা বলা হচ্ছে মেজমামাকে শুনিয়ে শুনিয়ে। মেজমামার হাতের কাঁচির কুট্ কুট্ শব্দ থেমে গেছে। কান দুটো খাড়া। কাঁচিটা চৌকির উপর রেখে বললেন—'তেল ছাড়াই সাইকেল চলে। তেল দেওয়া যাদের অভ্যাস তারা কিছু না পেলে সাত সকালে সাইকেলেই তেল দেবে। মানুষের নেচার তো আর পাল্টানো যাবে না।'

কিছুদূরে কলতলায় বড়মামা হাতে সাবান ঘষতে ঘষতে কথাটা শুনলেন। শুনে সাবান দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন—'গোঁফ ছাঁটছিস ছাঁট। সুধাংশু মুকুজ্জের চরকায় তেল দিতে আসিসনি। সুধাংশু মুকুজ্জে কবে কাকে তেল দিয়েছে রে ! আই অ্যাম এ সেলফ্ মেড ম্যান।'

মেজমামা কাঁচিটা হাতে তুলে নিলেন। ফুঁ দিয়ে কুঁচো ওড়াতে ওড়াতে

বললেন—'মিথ্যে বলো' না। এইমাত্র সাইকেলে তেল দিচ্ছিলে। বরং বলতে পার আমি একটা লোক যে কাউকে তেল দেয় না, এমন কি সাইকেলেও নয়।'

মেজমামার কথার কেরামতির সামনে বড়মামা প্রায়ই একটু অপ্রতিভ মতো হয়ে পড়েন। ঠিক পেরে ওঠেন না। আজও তাই হল। সত্যই তো তেল দিচ্ছিলেন সাইকেলে। এই মাত্র, একটু আগে। নিজেই মেজোকে শুনিয়ে বলেছিলেন—'তেলের ব্যাপারটা তাঁরই।' বড়মামা কলের তলায় হাত পেতে চারদিকে ছেলেমানুষের মতো খানিক জল ছিটোলেন, তারপর তারে-ঝোলা তোয়ালের এক কোণে হাত মুছতে মুছতে দেরিতে হলেও জবাবটা যেন খুঁজে পেলেন : 'তুইও একটি জায়গায় তেল দিস এবং ভাল করেই দিস।'

মেজমামার হাতের কাঁচি আবার থেমে গেল। অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন— 'আমি! আই নেভার টাচ অয়েল।'

'হ্যাঁ, তুমি।' বড়মামা গলাটা একটু বিকৃত করে বললেন, 'তুমি রোজ সকালে চানের আগে তোমার নাইকুণ্ডুলে আধবাটি তেল ঢালো। সকলে জানে। জিজ্ঞেস করে দেখ তুমি সকলকে!'

'সে তো নিজের শরীরে, স্বাস্থ্য রক্ষার্থে। তেল কি সে তেল নাকি? অয়েলিং মাই ওন মেশিন।'—'ওই হল রে। নিজেকে নিজে যারা তেল দেয় তারা ভয়ঙ্কর লোক। ভয়াল, ভয়ঙ্কর, অজগর সর্প। বড়মামা মুখটাকে হাঁ মতো করে হাত-পা নেড়ে মেজমামার ভয়ঙ্কর চরিত্রটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

এইবার বড়মামার নজর পড়ল আমার দিকে। মোড়ার ওপর পা গুটিয়ে বসে বসে দেখছিলাম খরগোশটা জুতো ঝাড়া বুরুশটাকে টানতে টানতে প্রায় পায়ের কাছে এনে তিনের চার অংশই মেরে দিয়েছে! গোঁফের সঙ্গে বুরুশের চুল জড়িয়ে আছে।

'তা এখানে বসে চোরের মতো কি করছিস? তোকে আমি সেই সকাল থেকে গোরু খোঁজা খুঁজছি।'

'আমি তো সারা সকাল এখানেই বসে আছি। দেখতে পাননি!' 'দেখার কি উপায় আছে। অতবড় একটা পর্বতের আড়ালে বসে আছিস। তিন ঘন্টা ধরে শুধু গোঁফই ছেঁটে যাচ্ছে। গোঁফের জন্যে জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল।'

মেজমামা হাঁটু খুলে মেঝে থেকে উঠতে উঠতে একটু টাল খেয়ে পড়ে যাবার মতো হলেন। অনেকক্ষণ পা মুড়ে বসে থাকার জন্যেই বোধ হয়। সেই টাল খাওয়া অবস্থাতেই মেজমামা বললেন, 'তুমি গোঁফের মর্ম কি বুঝবে বল? তোমার তো সব চাঁছাছোলা—প্লেন। পুরুষের মতো পুরুষ যারা তাদের সব ইয়া ইয়া গোঁফ। গোবর, গামা, বড়ে গোলাম আলি, আখতার সিং, স্বর্ণ সিং। তুমি সুধাংশু মুকুজ্জে, তোমার না আছে গোঁফ, আর না আছে দাড়ি।' মেজমামা বেকায়দা অবস্থা থেকে কথা বলতে

banglainternet.com

বলতে সটান উঠে দাঁড়ালেন, এক হাতে আয়না অন্য হাতে কাঁচি। এতক্ষণ আমার উপর নজর পড়েনি, এইবার পড়ল।

'তুইও আমার মতো গোঁফ রাখবি। গোঁফ না রাখলে পুরুষ মানুষকে মেনি বেড়ালের মতো দেখায়।'

বড়মামা জুতো পরছিলেন। এক পায়ে জুতো, অন্য পা রকের কোণায় ঘষে ঘষে ধুলো ঝাড়ছিলেন। মেজমামার মন্তব্যে উত্তর না দিয়ে পারলেন না, 'ডাক্তারদের তোর মতো গুঁপো হলে চলে না বুঝেছিস। আমার মুখ দেখে রোগীদের আদ্দেক অসুখ সেরে যায়। আমার মুখখানা দেখেছিস ! অনেকটা যিশুর মতো। এ মুখ দেখলে মানুষ ভরসা পায়, তোর মুখ দেখলে ভিরমি যায়।'

মেজমামা একটা প্রাণখোলা হাসি হাসলেন, তারপর একখানা সংস্কৃত ছাড়লেন—'অমৃতং বাল ভাষিতং।' দুম্ দুম্ করে এগিয়ে গেলেন কলের দিকে, যাবার সময় একহাত দিয়ে তার থেকে তোয়ালেটা টেনে নিলেন ! গোটা কয়েক হ্যাণ্ডার ঝুলছিল। পাকা আমের মতো টপাটপ পড়ে গেল। বড়মামার কুকুর লাকি এক পাশে মৌজ করে শুয়েছিল। একটা পড়ল তার ঘাড়ে। সে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। খরগোশটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালাল।

জুতো পরা শেষ। বড়মামা বললেন—'চল।' তাড়াতাড়ি পা নামিয়ে নিলুম। 'কোথায় যাবেন ?'

'চল চল। বলে যাবো। সাইকেলের কেরিয়ারে বসতে পারবি তো ?'

'কেন পারবো না !'

মেজমামা মুখে জল থাবড়াতে থাবড়াতে বললেন, 'কেন ছেলেটাকে খানায় ফেলবে। তোমার তো ব্যালেনস নেই। বেশ বসে আছে চুপচুপ। কেন সুখে থাকতে ভূতে কিলোবে।'

বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে অভিযোগের সুরে বললেন—'যাবি না তুই ?'

মহাবিপদে পড়লাম, কার কথা শুনি ! আমি কিছু বলার আগেই মেজমামা বললেন, 'না না, তোমার সঙ্গে ও কোথায় যাবে ! ওর জীবনের দাম আছে।'

বড়মামা গম্ভীর গলায় বললেন—'উত্তরটা আমি ওর কাছ থেকেই শুনতে চাই। নট ফ্রম এনি থার্ড পার্সন।' বড়মামা আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'আশু ময়রার বাড়িতে কল আছে। এই বড় বড় সন্দেশ খাওয়াবে। একলা আর কত খাবো। তুই তবু কাছে থাকলে খাওয়ার ব্যাপারে আমাকে একটু হেলপ্ করতে পারবি। চল উঠে পড়। রোদ চড়ে যাচ্ছে।'

মোল্লার চকে আশু ময়রার বিখ্যাত মিষ্টির দোকান। লোভ সামলানো খুব মুশকিল। উঠে পড়তে হল। মেজমামা বললেন, 'ডাক্তার আমি অনেক দেখেছি, তবে পেটুক ডাক্তার বড় একটা দেখা যায় না। সেদিক থেকে তুমি অবশ্যই দর্শনীয় বস্তু। ডাক্তার

নাকি ?'

'সাইকেলে বসে কেউ ঘুমোয় নাকি ?'

বড়মামা হাসলেন, 'আমি তখন তোর মতো ছোট। বাবার সাইকেলের পেছনে বসে তুই যেমন চলেছিস, আমিও চলেছি বাবার সঙ্গে কলে। সময়টা কেবল তফাত। সকাল নয়, রাত্রি। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। হাত আলগা হয়ে ধপাস ! ওদিকে বাবাও চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। টের পাননি আমি পড়ে গেছি। বাবার আবার ভীষণ ভুলো মন। রুগীর বাড়ি গিয়ে খেয়ালই হয়নি যে আমি সঙ্গে ছিলুম। রুগীটুগি দেখে ঘর পথে বাবা বাড়ি ফিরে এসেছেন। মা জিজ্ঞেস করলেন—ন্যাড়াকে কোথায় রেখে এলে ? বাবা তখন খেতে বসতে যাচ্ছেন। লাফিয়ে উঠলেন—তাই তো ?

ঝগড়া করতে করতে দুটো কুকুর সাইকেলের সামনে চলে এসেছে। বড়মামা কায়দা করে কাটাতে গেলেন। ভীতু কুকুরটা পালাল। মোটা কেলে কুকুরটা সামনের চাকায় এসে পড়ল। তারপর কি হ'ল বোঝা গেল না, কুকুরটার একটা পা জড়িয়ে গেল স্পোকের সঙ্গে। বড়মামা, আমি এবং কুকুর তিনজনেই ডিগবাজি খেয়ে রাস্তার ধারের ঘাসের উপর পড়ে গেলুম। সাইকেলটা ঘাড়ের উপর শুয়ে পড়ল।

শুয়ে শুয়েই বড়মামা বললেন—'আমার দোষ নেই। দেখলি তো কেলে ব্যাটা চাকায় জড়িয়ে গেছে। তুই বলতে পারবি না যে আমি ফেলে দিয়েছি।' বড়মামা প্রথমে উঠলেন ধুলোটুলো ঝেড়ে। আমাকে হাত ধরে টেনে তুললেন। সাইকেলের চাকায় পা জড়ানো অবস্থায় কুকুরটা তখন মর্মান্তিক আর্তনাদ করে চলেছে।

রাস্তার ধারে উবু হয়ে বসে বড়মামা কুকুরটার অবস্থা ভাল করে দেখলেন। আমি বড়মামার চেয়ে আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখলুম, ডান পা-টা চাকার স্পোকে পাকিয়ে গেছে, 'বড়মামা ?'

'বল।'

'দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ তো ছাড়ানো যাবে না। ছাড়াতে গেলেই কামড়ে দেবে।'

'হুঁ, বলেছিস ঠিক। এ রকম ঘটনা আগে কখনো দেখেছিস ?'

'না বড়মামা। এ জিনিস দেখা যায় না। পা'টা বোধ হয় অ্যামপুট করতে হবে।'

বড়মামা কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, 'কি যে বলিস ! ডাক্তার হয়েছি কি করতে ? দেখেছিস কুকুরটার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে !'

'তুমি ওর চিৎকারটা বন্ধ করতে পার ?'

বড়মামা উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে আবার দুটো লজেন্স বেরোলো। একটা আমার একটা বড়মামার। লজেন্সটা চুষতে চুষতে বড়মামা বললেন—'আমার কেরামতিটা একবার দেখ।'

'হাত দেবেন নাকি ?'

'দেবো, তবে একটু পরে !'

bengalidownload.com

'সাইকেল থেকে ডাক্তারী ব্যাগটা খুলে নিলেন। ব্যাগ থেকে বেরোলে ইঞ্জেকসানের সিরিঞ্জ; ওষুধের অ্যামপুল। শুনেছি, কুকুরে কামড়ালে পেটে ইঞ্জেকসান নিতে হয়। ভাবলুম, বড়মামা বোধ হয় আগেই নিজের পেটে ছুঁচ ঢুকিয়ে তারপর কুকুরটাকে ধরবেন। কারণ ধরা মাত্রই কুকুর কামড়ে ছিঁড়ে দেবে।

না। বড়মামা করলেন কি, কুকুরটার পাছায় পুট্ করে ছুঁচটা ঢুকিয়ে দিলেন।

'কি লাগালুম বল তো? মরফিয়া, ঘুমিয়ে পড়বে দেখবি।'

কিছুক্ষণের মধ্যে কুকুরটা লটকে পড়ল। বড়মামা আস্তে আস্তে পা'টা বের করে আনলেন। শোচনীয় অবস্থা। পা'টা পেঁচিয়ে গেছে।

'একটা গাছের ডাল্ ভেঙে আনতে পারিস?'

দূরে একটা বেড়ার ধারে জিওল গাছ হয়েছিল। একটা ডাল তৎক্ষণাৎ ভেঙে নিয়ে এলুম। বড়মামার ব্যাগ থেকে চওড়া ব্যাণ্ডেজ বেরোলো। ডাল দিয়ে টাইট করে কুকুরটার পা ব্যাণ্ডেজ করা হল।

'নে, ধর।'

চ্যাংদোলা করে একটা ঝোপের ধারে কুকুরটাকে শুইয়ে দেওয়া হল। কখন জ্ঞান হবে কে জানে। বড়মামা বললেন—'চড়া ডোজ দিয়েছি। বিকেলের আগে জ্ঞান হবে বলে মনে হয় না।'

সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা বেঁকে গিয়েছিল। সামনের চাকার উপর ঘোড়ার মতো বসে দু'হাত দিয়ে বড়মামা হ্যাণ্ডলটা ঠিকঠাক করলেন। সাদা প্যান্টে খাবলা খাবলা ধুলো। বড়মামাকে তখন ডাক্তার নয়, মিস্ত্রীর মতো দেখাচ্ছিল।

'বিকালে আবার কুকুরটাকে দেখে যেতে হবে। জায়গাটা মনে রাখিস। কালভার্টের ধারে ভাঁট ফুলের ঝোপ।'

বড়মামার সাইকেল এবড়েখেবড়ো রাস্তার উপর দিয়ে হুড়মুড় করে চলল। আমি ভয়ে সিঁটকে বসে রইলুম। একবার আছাড় খেয়েছি আর একবার খেতে কতক্ষণ! হাঁটুর কাছটা ছড়ে গেছে, বেশ জ্বালা করছে। ঘাড়টা মটকে গিয়ে ভীষণ ব্যথা করছে।

'তোর কোথাও লেগেছে নাকি রে?'

হাসি হাসি গলা করে বললুম—'না বড়মামা। খুব একটা লাগেনি।'

'লাগবে কি করে বল, আমরা তো আস্তে আস্তে ঘাসের উপর শুয়ে পড়লুম, তাই না? মেজোকে কিন্তু একটা কথাও বলবি না। বললে হৈ হৈ করে বাড়ি মাথায় করবে।'

একটা লাল রকওলা বড় বাড়ির সামনে বড়মামা সাইকেল থেকে নামলেন। মার্বেল পাথরের ফলকে লেখা, 'পণ্ডী লজ'। রকের পাশে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা বাচ্চা ছেলে আমের আঁটি চুষছিল। বড়মামাকে দেখে, 'ডেক্তার এসেছে, ডেক্তার এসেছে'—বলে বাড়ির ভেতর দৌড়োল। বড়মামা সাইকেলটা ঢোকাচ্ছেন, বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন, মিশকালো বিশাল মোটা এক ভদ্রলোক। বেঁটে, মাথার

চুল কাঁচাপাকা, পালোয়ানের মতো ছাঁটা। পাকা পুরুষ্ট দু'জোড়া গোঁফ ঠোঁটের উপর কাঠবেড়ালীর ল্যাজের মতো বসে আছে। পরনে লাল গামছা, গায়ে একটা হলদেটে রঙের ফতুয়া। ভুঁড়িটা ঠেলে উঁচু হয়ে আছে। খালি পা।

'এস এস, ডাক্তার এস', গরিলার থাবার মতো দুটো হাত তুলে বড়মামাকে সাইকেল সুদ্ধ প্রায় জড়িয়ে ধরেন আর কি ! বড়মামা কোনো রকমে রক্ষা পেলেও আমি পেলুম না।

'খোকাটি কে ?' যেই বড়মামা বললেন, 'ভাগে' ভদ্রলোক আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে জমি থেকে ফুটখানেক উপরে তুলে দুম করে ছেড়ে দিলেন। 'কোনো ওজন নেই ডাক্তারবাবু। একেবারে দুবলা। খায় টায় না নাকি।'

সাইকেলটা উঠোনের কোণে দাঁড় করাতে করাতে বড়মামা বললেন, 'আর বলবেন না, আমাদের বংশের কলঙ্ক। খাচ্ছেদাচ্ছে, কোথায় যে সব যাচ্ছে। গায়ে কিছুই লাগছে না। ব্যাটার পেটে বোধ হয় ক্রিমির বংশ আছে। দাঁড়ান না, আমার পাল্লায় পড়েছে, ক্রিমির বংশ ধ্বংস করে দিচ্ছি।'

'ক্রিমি !' আশুবাবু শব্দটাকে এমনভাবে উচ্চারণ করলেন যেন তাঁর পায়ের কাছেই গোটাকতক ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'রোজ সকালে এক গেলাস করে নিমপাতার রস খাওয়ান না। আমার ছোট নাতিটার হয়েছিল। সারাদিন খাই-খাই করত, এখন রোজ দশটার বেশি সন্দেশ খায় না।'

আশুবাবুর সারা গায়ে একটা টকটক জলের গন্ধ। ছানার জিনিস সুস্বাদু, কিন্তু গন্ধ সহ্য করা শক্ত।

'কার অসুখ ?' এবার ডাক্তারের মতো গম্ভীর গলা বড়মামার !

আশুবাবু হাত কচলে অপরাধীর মতো গলায় বললেন, 'আমার অসুখ !'

চলমান পাহাড়ের মতো আশুবাবুর গামছা আর ফতুয়া পরা শরীরের দিকে বড়মামা অবিশ্বাসীর চোখে তাকিয়ে রইলেন। আশুবাবু বড়মামার চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝলেন, ডাক্তারবাবু বিশ্বাস করছেন না।

উঠোনের চারিদিকে চওড়া লাল রক, চকচকে তেলা। একদিকে গোটাকতক দামী পুরু সোফা। আশুবাবু বড়মামা আর আমাকে নিয়ে সেইদিকে এগিয়ে গেলেন। বসতে বসতে বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে কি ?'

'মেয়েরা বলছে ভূত ধরেছে, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে অন্য রকম। ওরা সব রোজাও এনেছিল। ওই ব্যাটা দক্ষিণ পাড়ার পরশুরাম। অনেক টাকা ধার খেয়ে রেখেছে আমার দোকান থেকে। সেই ঝালটাই আমার উপর রোজা সেজে ঝাড়ল। কি ঝাঁটাই যে পিটেছে আমার পিঠে, এই দেখ ডাক্তার।' আশুবাবু ছলছল চোখে পিঠ খুলে বড়মামাকে দেখালেন।' কালো কুচকুচে চওড়া পিঠে দাগড়া দাগড়া ঝাঁটার দাগ।

'ঝাঁটাটা নতুন ছিল না পুরানো ?' বড়মামার অন্য ধরনের প্রশ্ন।

banglaDownload.com

'পুরোনো ঝ্যাঁটা ডাক্তার। একেবারে মুড়ো খ্যাংরা! আমার নিজের পরিবার উঠোনের কোণ থেকে নিজে হাতে করে সেই শয়তানটার হাতে তুলে দিলে। এও এক প্রতিশোধ।'

পিছনে দরজার পাশে চুড়ির শব্দ হল প্রথমে, তারপর শোনা গেল একখানা গলার মতো গলা। মনে হল, আট রকমের বাদ্যযন্ত্র একসঙ্গে আট রকমের সুরে বাজছে, 'বুড়ো বয়সে ভীমরতিতে ধরেছে। প্রতিশোধের কি? আমায় ভয় করলে, ভালর জন্যে রোজা ধরে আনলুম। কথা দেখ! বলে যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর।'

'শোনো ডাক্তার, তুমিই এর বিচার কর।'

আশুবাবু চোখের জল মুখে তেড়ে মেড়ে উঠলেন, 'তুমি তিথ্যি করতে যাবার জন্যে টাকা চেয়েছিলে—হাঁ কি না!' সওয়াল জবাব শুরু হয়ে গেল।

বড়মামা বিচারকের আসনে।

উত্তর এল দরজার পাশ থেকে—'হ্যাঁ।'

'আমি কি বলেছিলুম?'

'হাতে টেকা নেই, তিথ্যি এখন মাথায় থাক। গঙ্গার ধারে শিবের মন্দিরে জল ঢাল। তারপর গুন গুন করে গ্যান গেয়েছিলে গয়া গঙ্গা পেভাসাদি ক্যাশী কাঞ্চি কেরা চায়।'

'কিপটে বুড়ো, মলে ট্যাকা কি সঙ্গে যাবে?'

'আর কি বলেছিলে?'

'আর কিছু বলিনি।'

'বল নি? মিথ্যেবাদী। এই নারায়ণের মাথায় হাত রেখে বল তো, আর কিছু বলিনি।' আশুবাবু সোফা থেকে আমাকে খামচে তুলে ধরে দরজার দিকে ঠেলে দিলেন। অন্য সময় হলে রেগে যেতুম, যেহেতু নারায়ণ বলেছেন তাই রাগলুম না।

দরজার সামনে দাঁড়াতেই ভদ্রমহিলা বললেন, 'আর বলেছিলুম চোরের ধন বাটপাড়ে খায়!'

'আমি চোর!'—আশুবাবু সপ্তমে চিৎকার করে উঠলেন। বড়মামা চোখ বুজিয়ে ছিলেন। আচমকা চিৎকারে চমকে উঠলেন। হাত থেকে বুক-দেখা যন্ত্র ছিটকে পড়ল। বড়মামা উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে বললেন—'বাস্ বাস্, নো মোর।'

বিচারকের গলায় ইংরেজী শুনে আশুবাবু শান্ত হলেন। আমি দরজার কাছে ভোঁদার মতো দাঁড়িয়ে ছিলুম। বড়মামা ডাকলেন, 'চলে আয়।' বড়মামা দাঁড়িয়ে ডাক্তারী ব্যাগ খুললেন। বেরোলো অ্যালুমিনিয়ামের চকচকে একটা কৌটো। আশুবাবু আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, 'পান নাকি ডাক্তার, জর্দা দেওয়া?'

বড়মামা খুব রেগে আছেন মনে হল, কোন উত্তর নেই। কৌটো হাতে আবার সোফার উপর চেপে বসলেন। পান খাবার লোভে আশুবাবুর চোখ চকচক করছে।

'একটা দেবে নাকি ডাক্তার ?'

কৌটো খুলতে খুলতে বড়মামা বললেন, 'দেবার জন্যেই তো এসেছি।'

কৌটো থেকে পান বেরোলো না, বেরোলো ইঞ্জেকসানের সিরিঞ্জ। আশুবাবু যে এত ভাল দৌড়তে পারেন জানা ছিল না। নিমেষে একটা কালো তাল উঠোনের ও মাথায় বাথরুমের দিকে গড়িয়ে গেল। দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল। বড়মামা সিরিঞ্জের পেছনে ধীরে ধীরে পিস্টনটা পরালেন। মুখে একটা লম্বা ছুঁচ ফিট করে উঠে দাঁড়ালেন। বড়মামার চোখ দেখে মনে হল যেন বাঘ শিকারে যাচ্ছেন। দরজার দিকে মুখ করে বেশ ভারী গলায় আশুবাবুর পরিবারের উদ্দেশ্যে বললেন, 'কথাটা শোনা আছে নিশ্চয়—পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য। ইঞ্জেকসানটা তাহলে আপনাকেই নিতে হচ্ছে। কত্তা তো ভয়ে বাথরুমে পালালেন।' বড়মামার কথা শেষ হবার আগেই দুটো মোটা হাত দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে বিদ্যুতের গতিতে ছিটকিনি তুলে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—'নাও হোয়াট টু ডু ? সহজে ছাড়ছি না। ডাক্তার ডেকে ইয়ার্কি ! এক ইঞ্জেকসানে ভূত ছাড়িয়ে দোবো।' বড়মামা বন্ধ বাথরুমের দরজার কাছে সিরিঞ্জ হাতে এগিয়ে গেলেন। আশুবাবু বাথরুমে বন্ধ। দরজায় একটা টোকা মেরে বড়মামা বললেন, 'কতক্ষণ বসে থাকবেন ? আমিও রইলুম বাইরে দাঁড়িয়ে, ইঞ্জেকসান আপনাকে নিতেই হবে।'

'আমার কিছু হয়নি ডাক্তার। মিছিমিছি বলেছিলুম।'

'কি বলেছিলেন শুনি ?'

'ওই পরিবারকে জব্দ করার জন্যে। একমাস কথা বন্ধ করে দিয়েছিল কেন ? তাই তো বলেছিলুম।'

'কি এমন বলেছিলেন যে রোজা ডাকতে হল ভূত ছাড়াবার জন্যে ?'

'বলেছিলুম, রোজ রাতে ঘর অন্ধকার করে শুলেই কে যেন কানের কাছে বলছে, আশু, আর কেন তোর দিন তো শেষ হয়ে এল রে ! আর বলেছিলুম কানের কাছে অষ্টপ্রহর কে যেন কাঁসর ঘন্টা বাজাচ্ছে। সব মিথ্যে কথা ডাক্তার। ভয় দেখাবার জন্যে বলেছিলুম।'

'সব বুঝেছি, এখন দয়া করে বেরিয়ে আসুন, পিঠের যা অবস্থা, পাঁচলাখ পেনিসিলিন ঠুকে না দিলে বিষিয়ে মারা যাবেন।'

'ইঞ্জেকসান আমি নেবো না ডাক্তার, তোমার পায়ে পড়ি। ইঞ্জেকসানে আমার ভীষণ ভয়। আমার বাবা ওইতেই মারা গিয়েছিলেন।'

'তা বললে তো চলবে না। দেখেছি যখন আমায় ডাক্তারের কর্তব্য করতেই হবে।'

'তোমাকে আমি ডবল ফী দেবো ডাক্তার। একমাস বিনা পয়সায় বড় বড় সন্দেশ খাওয়াবো, যত পার।'

'ঘুষ আমি খাই না আশুদা।'

bengalidownload.com

আশুবাবু ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন, 'দয়া কর ডাক্তার। তোমার আর কি ? তুমি আছ ফাঁকা হাওয়ায়, আমি এদিকে গরমে, গন্ধে মারা যেতে বসেছি।'

'সেইজন্যেই তো দাঁড়িয়ে আছি। বেরোনো মাত্রই ফ্যাঁস।'

আশুবাবুর আর সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। বড়মামা আমার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালেন। বাথরুমের ভেতরে ভারী কিছু একটা পড়ে যাবার শব্দ হল।

'কি হল বল তো !'

'বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।'

'হার্টফেল করেনি তো !'

'দেখতে তো পাচ্ছি না বড়মামা, তবে ভয়ে অনেকে হার্টফেল করে।'

'সে কি রে ! পুলিশ কেস হয়ে যাবে যে ! চল পালাই।' বড়মামা ছুটে সাইকেলের কাছে গেলেন। আমিও ছুটলুম পেছনে পেছনে।

বড়মামার সাইকেল ছুটেছে হাওয়ারে বেগে। ঝড় ঝড় ঝড় ঝড় শব্দ করছে। ইঁট পড়ে মাঝে মাঝে বেমক্কা লাফিয়ে উঠছে। কোনো রকমে কেরিয়ারে ঝুলে আছি।

কিছুদূরে গিয়ে বললেন, 'কোথায় যাই বল তো ! চল্ পালাই। একটু পরেই তো পুলিশ আসবে। তারপর অ্যারেস্ট। ওরে বাবারে ! বাবারে বলা মাত্রই বড়মামা টাল সামলাতে না পেরে সাইকেল উল্টে পড়ে গেলেন। আমিও কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়লুম।

ধুলোর ওপর শুয়ে শুয়েই বড়মামা বললেন—'চল থানায় গিয়ে সারেণ্ডার করি। তুই আমার সাক্ষী। উল্টোপাল্টা কিছু বলবি না। আমি যা বলব তাতেই সায় দিয়ে যাবি। বেধড়ক মারলেও অন্য কিছু বলবি না।'

ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। মনে হল গলা ছেড়ে মেজমামা-আ বলে চিৎকার করি।

থানা অফিসার টেবিলে মোড়া রুল-কাঠ ঠুকতে-ঠুকতে বড়মামার বক্তব্য শুনলেন। কিছু বুঝলেন বলে মনে হল না। ব্যাপারটাকে বোঝার জন্যে আগা-গোড়া নিজেই একবার বলে গেলেন—'আশু ময়রা বাথরুমে ঢুকেছে। বেশ, ঢুকলো। ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। ছুটে গেল কেন ? ও বুঝেছি। ভীষণ বেগ এসেছিল। আসতেই পারে, আমারও আসে, সকলেরই আসে। ভারী কিছু পড়ে যাবার শব্দ শুনলেন ? ভারী, ভারী।' ভারীর জায়গাটায় এসে অফিসার খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর চিন্তা দেখে আমরাও কাঠ হয়ে বসে রইলুম।

হঠাৎ অফিসার চিৎকার করে উঠলেন, 'বুঝেছি। বেগ যখন প্রবল তখন শব্দও তো ভারী হবে। দুই আর দুয়ে চার। সেই শব্দ শুনে ব্যাগ-ট্যাগ ফেলে আপনি দৌড়ে চলে এলেন থানায়। কেন এলেন ?'

বড়মামা বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে, আশুবাবু ইজ ডেড।'

'ডেড ?' অফিসার হো হো করে হেসে উঠলেন 'বাথরুমে আশু ডেড। বেশ, ডেড। ধরে নিলুম ডেড। এতে আশুর অপরাধটা কোথায় ? অ্যারেস্ট করার মতো অপরাধটা সে কি করেছে ? আমি তো মশাই কিছুই বুঝছি না। এতে পুলিশ আসে কোথা থেকে ?'

বড়মামা বোকা বোকা মুখে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ কোনো তরফেই কোনো কথা নেই। শেষে অফিসার হাসি হাসি মুখে বললেন, 'পাবেন না, কিচ্ছু খুঁজে পাবেন না। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের কোথাও লেখা নেই—বাথরুমে ছুটে যাওয়া অপরাধ, কিম্বা শব্দ করে মলত্যাগ করা অপরাধ। ইনডিসেন্ট বলতে পারেন। তাই বা বলি কি করে—নেচারস্ কল।' অফিসার উঠতে যাচ্ছিলেন, বড়মামা বললেন, 'আর একটু। আর একটা কথা। অফিসার বসে পড়লেন, 'বলুন। তবে যা-ই বলুন, কোর্টে প্রমাণ করতে পারবেন না। আশুকে জব্দ করতে চান, অন্যভাবে করুন, বাথরুম থেকে কায়দা করে বের করে এনে রাস্তায় দাঁড় করান, আইনে ফেলে দেবো।'

বড়মামা বললেন, 'সে কথা নয়। ধরুন, কেউ এসে বলল, আশুবাবুকে আমি মেরে ফেলেছি। তা হলে ?

অফিসার রুল নাড়া বন্ধ করলেন—'সে তো মশাই সাঙ্ঘাতিক কথা ! না, দাঁড়ান, হঠাৎ লোকে এমন কথা বলবে কেন ? আর বললেই বা আমি বিশ্বাস করব কেন ? আমরা কি কান-পাতলা লোক ?'

'না, ধরুন যদি বলে ?'

'বললেই হল ! আচ্ছা বেশ, বলল। তখন আমরা ইনভেসটিগেশানে যাব। দেখবো কি ভাবে মার্ডার করেছেন। পোস্ট-মর্টেমে পাঠাবো। ফরেনসিক্ রিপোর্ট আসবে। ফিঙ্গার প্রিন্ট নেবো। সেই প্রিন্টের সঙ্গে আপনার হাতের প্রিন্ট মেলাবো। মার্ডারের জায়গায় দেখবো খুনী কিছু ফেলে গেছে কি না ! মার্ডার কি মশাই ছেলেখেলা নাকি ! অনেক জল ঘোলা করে তবে খুন হয়। অত সোজা নয় মশাই। ও সব আপনার কম্ম নয়। ভুলে যান ওসব।' কথা শেষ করে অফিসার একটা হাঁক ছাড়লেন, 'রাম খেলোয়ান !' দূর থেকে উত্তর এল, 'যাই হুজুর।'

'টিফিন কেরিয়ার লে আও, আমি ফ্রাঙ্কলি বলছি মশাই, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে, খেতে বসব, আর আমাকে বিরক্ত করবেন না।'

বড়মামা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালেন—'একটা কথা।'

'একটা একটা করে অনেক কথা সেই থেকে বলে গেলেন, আর একটাও কথা নয়।'

'না না, কথা নয়। একটা পারমিশান। আমরা এই থানার কাছে ঘুরে বেড়াতে পারি ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘুরুন না, যত খুশি ঘুরুন। কত চোর ছ্যাঁচোড় ঘুরছে, আপনারা তো

boiRboi.blogspot.com

সৎ নাগরিক।'

আমরা দু'জনে রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম। কিছু দূরেই একটা বটতলা। বটতলায় এসে আমরা পাশাপাশি বসলুম। পাশে সাইকেলটাকে দাঁড় করানো রইল। বড়মামা আমার কানে কানে বললেন, 'কোনো আশা নেই রে। নির্ঘাত প্রমাণ হয়ে যাবে। আমার ব্যাগটা আশুর বাড়িতে ফেলে এসেছি।' আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, আমার চটি দু'পাটি ফেলে এসেছি।

'বড়মামা, এখানে বসে থেকে কি হবে?'

'তুই বুঝছিস না। যে কোনো মুহূর্তে আশুর বাড়ির লোক থানায় এসে যেতে পারে। এলেই আমি অফিসারের কাছে আত্মসমর্পণ করবো। এতে সাজা অনেক কমে যাবে।' বটতলায় বসে বসে দেখছি, লোকজন আসছে যাচ্ছে। গাড়ি বেরোচ্ছে ঢুকছে। সারাদিন খাওয়া নেই দাওয়া নেই। খিদেতে পেট চুঁই চুঁই করছে। বড়মামার পকেটে লজেন্সও আর নেই। সূর্য ক্রমশ পশ্চিমে ঢলে পড়ল। বটের ডালে ডালে পাখিদের কিচির-মিচিরও থেমে গেল।

'বড়মামা, আর কতক্ষণ?'

'আর একটু দেখি রে। বলা যায় না। প্রথমে দরজা ভেঙে হাসপাতালে নিয়ে যাবে, তারপর ওই ঝ্যাটার দাগ। দেখবি আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দেবে। সাংঘাতিক ডাঁহাবাজ মেয়েছেলে। একটা দিন একটু কষ্ট কর না আমার জন্যে। আমি ওই গারদে ঢুকলেই তুই চলে যাবি। তোর সঙ্গে আবার দেখা হবে সাক্ষীর কাঠগোড়ায়, কোর্টে।'

থানার পেটা ঘড়িতে দশটা বাজল। আমি বোধ হয় বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। বড়মামা বোধহয় ঢুলতে ঢুলতে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। পেটা ঘড়ির কানফাটানো শব্দ আর মেজমামার ডাক ও ধাক্কায় ধড়মড় করে উঠে বসলুম। প্রথমে ঘুম চোখে বুঝতেই পারছিলুম না কোথায় আছি! বড়মামা ভেবেছেন ভোর হয়েছে, শুয়ে শুয়েই চোখ না খুলে বললেন—'রেখে যা।'

'কি রেখে যাবে—?'

'তুই চা নিয়ে এলি কেন? কষ্ট করে তোকে আবার কে আনতে বললে?'

'চা নয়, চা নয়, উঠে বোসো।' মেজ ধাক্কা মারলেন।

বড়মামা ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, 'সারেণ্ডার।' মেজমামার কাছে সারেণ্ডার করায় মেজমামা খুব খুশী হলেন। আমি তো জানি ব্যাপারটা কি।

মেজমামা বললেন, 'সারেণ্ডার করে ভালই করলে; কিন্তু তোমার আক্কেলটা কি? বটতলায় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছ, এদিকে আমরা ভেবে মরি। আশু ময়রা সেই দুপুর বেলাই লোক দিয়ে তোমার ব্যাগ, ফী'র টাকা, এক চ্যাঙারি ইয়া বড় বড় সন্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছে। লোকটি বললে, ডাক্তারবাবুর বড় বাইরে পেয়েছে বলে তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন! তোর চটি দুপাটিও দিয়ে গেছে। কি হয়েছিল তোমাদের? থানায়

ডায়েরী করতে এসেছিলুম, অফিসার বললেন, খুঁজে নিন কাছাকাছিই আছেন। বড়টির মাথাটা গেছে, ছোটটাকে বোবা বলেই মনে হল।'

বড়মামা লাফিয়ে উঠে বললেন,'আশু বেঁচে আছে ?'

'বেঁচে আছে মানে ? বহাল তবিয়তে আছে। আসার সময় দেখে এলুম গরম গরম রসগোল্লা ছাঁকছে। বেশি না, গোটা আষ্টেক খেলাম। বেশি মিষ্টি খাওয়া ভাল নয়। সকালে ওই সন্দেশ থেকে গোটা আষ্টেক খেয়ে ফেলেছি খাবো-না খাবো-না করে।'

বড়মামা করুণ চোখে তাকালেন। 'বড্ড খিদে পেয়েছে রে মেজো।'

'চল, বাড়ি চল, কিছু জোটে কিনা দেখি।'

বড়মামা জুতো খুলে রেখেছিলেন। দাঁড়াবার আগে পা গলাতে গিয়ে লাফিয়ে উঠলেন, 'আমার জুতো !' ঝুঁকে পড়ে আমরা সবাই দেখলুম, জুতো নেই, মিসিং। এর পরের লাফটা আরো বড়, 'আমার সাইকেল !' বটতলাটা গোল হয়ে প্রদক্ষিণ করা হল, সাইকেলও নেই।

'বুঝেছি !' বড়মামা বললেন, আমরা না বুঝে হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। মেজমামা বললেন, 'কি বুঝলে ?' উত্তর পাওয়া গেল না, বড়মামা হন হন করে থানায় গিয়ে ঢুকলেন। আমরা পেছনে পেছনে। অফিসার চেয়ারে একটা পা তুলে ভীষণ চিৎকার করে ফোনে কথা বলছিলেন—'দুটোর মাথা ঠুকে দে। পেটে গোটাকতক রুলের গোঁত্তা মার।' কথা আর শেষ হতেই চায় না। ফোন নামাতেই বড়মামা বললেন, 'আমার জুতো আর সাইকেলটা দিন স্যার, এইবার বাড়ি যাই !'

অফিসারের মুখের নীচের চোয়ালটা ঝুলে পড়ল। জীবনে আমি কাউকে এমন অবাক হতে দেখিনি। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বড়মামার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি কালই ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছি। দয়া করে আমায় মুক্তি দিন। সকালে ছিল খুন, এখন জুতো আর সাইকেল। আমাদের সারাদিন বড্ড খাটতে হয়, সব সময় ইয়ার্কি ভাল লাগে না।'

বড়মামা অফিসারের বিনয়ে একটু ঘাবড়ে গেলেন, 'না ঠিক ইয়ার্কি নয়, সাইকেল আর জুতোটা পাচ্ছি না। ঘুমোচ্ছিলুম তো, তাই ভাবলুম যদি তুলে রেখে থাকেন।'

'আমাদের কি দায় পড়েছে মশাই ধরে ধরে লোকের জিনিস তুলে রাখবো ? কাল সকালে এসে খুঁজে নেবেন। আজ অন্ধকার তো।'

বড়মামা বললেন, 'তাই হবে।'

থানার বাইরে এসে বড়মামা বললেন, 'জুতোটা না হয় বুঝলুম ছোট জিনিস। কুকুরেও নিতে পারে। কিন্তু সাইকেল একটা বড় জিনিস। সেটা কেন খুঁজে পাচ্ছি না ? কাল ভোরে এসে দেখতে হবে।' উত্তরে মেজমামা খুক্ খুক্ করে একটু কাশলেন।

বড়মামা খুব নিরীহের মতো প্রশ্ন করলেন, 'কি রে, ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি ? কতদিন তোকে বারণ করেছি পুকুরে স্নান করিসনি। বড়দের কথা শুনবি না তো।'

banglainternet.com

মেজমামা বললেন, 'ঠাণ্ডা নয়। গলাটা কেমন জ্বালা করছে। অনেক মিষ্টি খেলাম তো সারাদিনে।'

ছ'ফুট লম্বা বড়মামা আগে চলেছেন খালি পায়ে। আমরা পেছনে। মেজমামা বললেন, 'নেবে নাকি আমার এক পাটি জুতো? তোমার ডান পায়ে কড়া, আমার বাঁ পায়ে। ভালই হয়েছে। ভাগাভাগি করে পরি।'

'দে ভাই। বড্ড লাগছে।' বড়মামার করুণ গলা। দু'মামা ভাগাভাগি করে জুতো পরলেন। বড়র ডান পায়ে, মেজোর বাঁ পায়ে জুতো।

'তোকে তখনই বলেছিলুম, বলিনি সকালে, বাড়িতে থাক, কথা শুনলি না। শুনে রাখ, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।' মেজমামার উপদেশ শেষ হওয়ামাত্র বড়মামা হেঁসে উঠলেন, 'যাবার পথে আশুকে আমি দেখে নেবো।'

'থাক, খুব হয়েছে। একবার তো দেখেছ, এখন ক্ষান্তি দাও। সে বেচারা দোকান বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে। যাই বল, আশু হল জাত শিল্পী। যেমন রসগোল্লার হাত, তেমনি সন্দেশ। আমাদের পেনেটি গ্রামের গর্ব। হাত দুটো সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া উচিত।'

'রাখ রাখ।' বড়মামা অন্ধকার থেকে উত্তর দিলেন।

'সুধাংশু মুকুজ্জের নাম ক'টা লোক মনে রাখবে? আমাদের আশু ময়রা অমর।'

মনে হল বড়মামার চলার গতি বেড়ে গেল। এক পায়ে জুতো; এক পা খালি। হাঁটাটা তাই অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

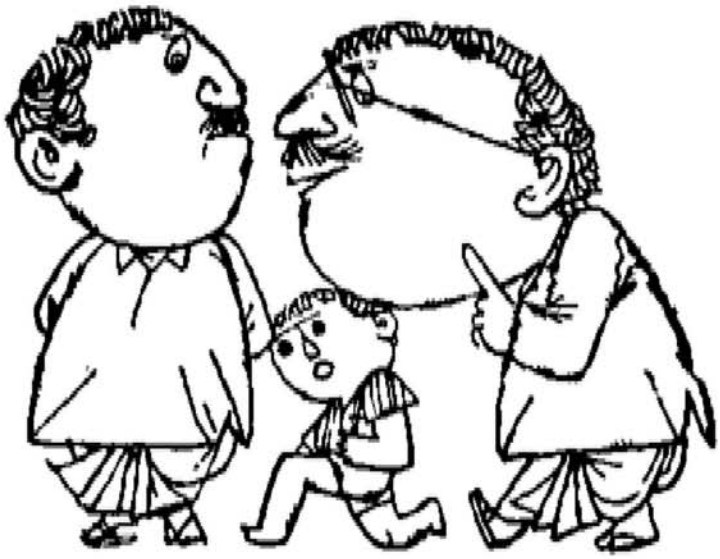

বড়মামার বেড়াল ধরা

বড়মামা মিলের হাসপাতালের ডাক্তার। রসুল সেই হাসপাতালের ওয়ার্ডবয়। বড়মামার ডান-হাত বাঁ-হাত। প্রাইভেট সেক্রেটারি। যেমন ইঞ্জেকসান দিতে পারে তেমনি ভাল কাটলেট ভাজতে পারে। ফোঁড়াও কাটে। কচাকচ মুরগীও কাটে। মিল এলাকায় মুরগীর ছড়াছড়ি। বড়মামার ইদানীং আবার মুরগীতে অরুচি। হিসেব করে দেখেছেন হাজারখানেক মুরগী খেয়েছেন। এখন একটু মালপো-টালপোয় রুচি এসেছে। গোবিন্দভোগ চালের ভাত। একটু গাওয়া ঘি। আলুভাতে। ঘন দুধ। আমসত্ত্ব। আচার। পাঁপর। একটু বৃন্দাবন বৃন্দাবন ভাব। রসুলের মহা দুঃখ। ডাক্তারবাবু মুরগী খাবেন বলে মিল কোয়ার্টার থেকে আগে যখন তখন একটা করে ধরে এনে জবাই করত। এখন সে উপায় নেই। রসুল বলছে, 'কেন এমন হল ডাক্তারবাবু ? একটু ওষুধ-টষুধ খেয়ে দেখুন না। মুরগী না খেলে শরীর থাকবে কি করে ?'

বড়মামা বললেন, 'দূর বেটা, তুই এসবের বুঝবি কি ? আমি বৈষ্ণব হয়ে গেছি। মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, রসুনের নাম আমার কাছে করবি না। পারিস তো এক টিন ভাল গাওয়া ঘি যোগাড় কর। দেখ কে দেহাতে যাচ্ছে, আমার নাম করে বলে দে।' রসুল মনমরা হয়ে লম্বা টেবিলের কাছে গিয়ে চা বানাতে শুরু করল। ডাক্তারবাবু সারাদিন বার পঞ্চাশ চা খান।

বড়মামা এইমাত্র একটা অ্যাক্সিডেন্ট কেস অ্যাটেণ্ড করে নিজের চেম্বারে এসে বসেছেন। আজকাল মেডিকেল লিটারেচার খুব কমই পড়েন। ড্রয়ারে একটা ঢাউস ভাগবত রেখেছেন। সময় পেলেই টেবিলের তলায় পা নাচাতে নাচাতে ভাগবত পড়েন। হাসপাতালের ওয়ার্ডে যে ক'টা বেড়াল ঘোরে সবক'টাই বড়মামার বন্ধু।

তাদের একটার গোটা চারেক বাচ্চা হয়েছে। বেড়ালটা সবক'টাকে বড়মামার চেম্বারে এনে তুলেছে। কোণের দিকে ওষুধের একটা খালি পেটি ছিল। সেইটা হয়েছে বাসা। বাচ্চা ক'টার চোখ ফুটেছে। অনবরত মিউ মিউ করে। মা'টার দেখা পাওয়াই ভার। সব সময় রান্নাঘরের সামনে ওত পেতে বসে আছে। বাচ্চা সামলাবার ভার বড়মামার। চোখ ফুটেছে। জগৎ দেখতে শিখেছে। প্যাকিং বাকস ভাল লাগবে কেন? প্রায়ই খচখচ করে গা বেয়ে বেয়ে একটা দুটো করে মেঝেতে ডিগবাজি খেয়ে পড়ছে। সারাঘরে থৈ থৈ সাদা বেড়াল। খেলছে, ছুটছে, লাফাচ্ছে। যেন বেড়ালদের নার্সারী। বড়মামা পা নাচিয়ে নাচিয়ে ভাগবত পড়ছেন। রসুল দুধ গুলছে। বাচ্চা চারটে টেবিলের তলায় বড়মামার পায়ের কাছে গুলতানি করছে। মোটা মোটা দুটো বুড়ো আঙুলের ওপর তাদের নজর। মাঝে মাঝেই লাফিয়ে উঠে আঙুলের মাথাটা কুড়কুড় করে কামড়াচ্ছে। যেই বড়মামার সুড়সুড়ি লাগছে অমনি পা'টা ঝাড়া দিয়ে বলছেন, 'ডোণ্ট ডিসটার্ব'। বেড়ালগুলো ছিটকে মিউ মিউ করে উঠছে। বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, 'আহা লাগল নাকি? রসুল, 'সবক'টাকে এক চামচে করে দুধ দে।' রসুল সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করে আবার নতুন করে দুধ গুলছে। এই রকম বার চারেক হবার পর রসুল বিরক্ত হয়ে বাচ্চা চারটেকে প্যাকিং বাকসে ভরে ঢাকা বন্ধ করে দিল যাতে বেরিয়ে আসতে না পারে। বাচ্চাগুলো তারস্বরে মিউ মিউ করছে। বাকসর ভেতরটা আঁচড়াচ্ছে। বড়মামা ভাগবতে মশগুল হয়ে বলছেন, 'রসুল, দুধ দে, দুধ দে।' রসুল চারবারের চেষ্টায় এই একবার দুধে চায়ে এক করতে পেরেছে। সে বলছে, 'দিয়েছি তো, দিয়েছি তো।'

'দিয়েছিস তো চেঁচাচ্ছে কেন? আরো দে।'

'দুধে হবে না বাবু, মাকে চাইছে।'

'রাসকেলটার কান ধরে নিয়ে আয়।'

'কামড়ে দেবে যে।'

'কামড়ায় কামড়াক। তুই একটা এ-টি-এস নিয়ে যা। আয়, দিয়ে দি।'

'না কামড়াতেই এ-টি-এস?'

'তুই তো বলছিস কামড়াবে! কতরকম কথা বলিস বেটা?'

রসুল বড়মামার টেবিলে চায়ের কাপ ধরে দিতে দিতে বললে, 'বেঠিক কিছু বলিনি বাবু। খেয়ে খেয়ে তার যা চেহারা হয়েছে! ইয়া তাগড়া।'

বড়মামা বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘাগরা আবার কি হবে?'

'ঘাগরা নয়, ঘাগরা নয়, তাগড়া।'

'কে তাগড়া?' বড়মামা আগের কথা ভুলে গেছেন। বড়মামার এই বড় দোষ। এমনি একটু অন্যমনস্ক, তার ওপর ভাগবতে মন।

রসুল বেশ জোরে জোরে ঘরফাটানো গলায় বললে, 'বেড়ালটা খেয়ে খেয়ে এই

ক'দিনে ইয়া তাগড়া হয়েছে !'

বড়মামা বই থেকে মুখ তুলে রসুলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'চেঁচাচ্ছিস কেন রাসকেল ? ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছিস কেন ? আমি কি কালা ?'

রসুল গলাটা আগের চেয়ে একটু খাটো করে বললে, 'আপনি যে শুনছেন না।'

'শুনছি না ? সব শুনেছি। তুই জানিস না। বেশি মোটা হয়ে যাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। হার্ট উইক হয়ে যায়। দেখিসনি গুপ্তবাবুর কি হয়েছে ? জেনেশুনেও যখন মোটা হচ্ছিস, হয়ে যা। আমার কি ? আমার কাঁচকলা। মরবি ব্যাটা তুই।' বড়মামা ফড়াস করে চায়ে চুমুক দিয়ে আবার ভাগবতের পাতায় চোখ নামালেন।

রসুল বললে, 'খুব শুনেছেন ! আমি মোটা হব কেন ? আমি তো আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে। দেখুন না, আমাকে কেউ মোটা বলবে ?'

বড়মামা মুখ না তুলেই হুঁ হুঁ করে একটু হেসে বললেন, 'আজ মঙ্গলবার কারুর চেহারায় নজর দিতে নেই, তবু যখন জিজ্ঞেস করলি বলতেই হচ্ছে, তুই যখন চাকরিতে ঢুকলি এই রোগা লিকলিকে ছিলিস, এখন ?'

বড়মামা আবার একটু হাসলেন, 'এখন তুই রিয়েলি ফ্যাট। ফ্যাট রসুল। রুগীদের খাবার চুরি করে করে আর দুধ সাবড়ে সাবড়ে ইয়া কেঁদো বাঘ। তুই ভাবিস আমি কিছু দেখি না, না ? ওরে আমার চোখ সবসময় খোলা। চারিদিকে আমার চোখ। মাথার পেছনেও আমার চোখ।'

রসুল বললে, 'কি মুশকিল ! হচ্ছে অন্য কথা, আপনি বলছেন আর এক কথা।'

বড়মামা বললেন, 'কার কথা ? তুই কি বলতে চাস আমি মোটা হচ্ছি ! তুমি চুরি করে করে কিচেন থেকে খাবার সাবড়াবে আর মোটা হব আমি, তাই না রাসকেল ! তোদের পাপ অপকর্মের ভাগ আমার ! ভুল ওষুধ দিবি, দায় আমার। হার্টার মাসকুলার ইঞ্জেকসান হার্টার ভেনাস করে দিবি, দায় আমার। আজ বলছিস, তুই চুরি করে খাবি মোটা হব আমি ! মামার বাড়ি পেয়েছিস, তাই না ! দিস ইজ হসপিটাল, দিস ইজ নট ইওর মামার বাড়ি।'

রসুল বললে, 'যাঃ বাবা !'

বড়মামা রসুলের কথার উপর দিয়েই মেল ট্রেনের মতো কথা চালিয়ে দিলেন, 'আমি মোটা হচ্ছি আমার নিজের পয়সায়। নিজের রোজগারের পয়সায় ঘি খেয়ে মোটা হচ্ছি। তাতে তোর এত চোখ টাটাচ্ছে কেন ? বেরো ! গেট আউট ! দূর হয়ে যা রাসকেল !'

রসুল বললে, 'ঠিক আছে আমি আবার প্রথম থেকে বলছি। একেবারে ফার্স্ট থেকে বলছি, তা না হলে আপনি সারাদিন চেঁচাতেই থাকবেন। আমি চা করছিলুম।' বড়মামা ভাগবত থেকে মুখ না তুলেই বললেন, 'কে তোকে চা করতে বলেছিল হতভাগা ? আমি জানি না ভাবো ? তুমি দুধ খাবার লোভে চা করতে আস। এক টিন দুধে

bengalidownload.com

এক কাপ চা হয় বল্ রাসকেল !'

'সে হিসেব পরে হবে সায়েব, আমি আগে ফার্স্ট থেকে বলি। প্রথমে আমি চা করছিলুম। জল ফুটছে। আমি দুধ গুলছি, এমন সময়ে চারটে বাচ্চা বাকস থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সায়েবের পায়ের আঙুল নিয়ে খেলা করছে। সায়েব মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে যেই না পা ছুঁড়ছেন বাচ্চাগুলো মিউ করে উঠছে। সায়েব অমনি বলছেন রসুল দুধ দে। আমি অমনি যেটুকু দুধ গুলেছিলুম দিয়ে আবার চায়ের জন্য নতুন করে দুধ গুলতে শুরু করলুম, সায়েব আবার লাথি মারলেন, বাচ্চাগুলো আবার মিউ মিউ করে উঠল, সায়েব আবার দুধ দিতে বললেন, আমি দিলুম, আবার নতুন করে গুলতে শুরু করলুম, সায়েব আবার লাথি মারলেন, বেড়াল বাচ্চা মিউ মিউ করে উঠল, সায়েব বললেন দুধ দিতে, আমি আবার দুধ দিলুম, দিয়ে নতুন করে দুধ গুলতে শুরু করলুম।'

বড়মামা একটু একটু করে মুখ তুলছিলেন এবার পুরো মুখ তুলে রসুলকে ধমকে উঠলেন, 'তুই আমার খাটাল দেখেছিস, তাই না ! তোর মামার বাড়ির দুধ। আমিও বললুম, তুইও দিয়ে দিলি ! অতবার দুধ খাইয়ে বেড়ালগুলাকে মারবার তাল করছিস : জানিস না বেশি দুধ খেলে বাচ্চাদের ইনফ্যানটাইল লিভার হয়।'

রসুল বললে, 'জানি বলেই তো বাচ্চাগুলোকে ধরে ধরে প্যাকিং বাকসে ঢুকিয়ে দিয়েছি। ঢুকিয়ে যাতে বেরোতে না পারে তার জন্যে মাথায় ঢাকনা লাগিয়ে দিয়েছি। তখন থেকেই শুরু হয়েছে মিউ মিউ। ওই যে শুনুন এখনো মিউ মিউ করছে।'

বড়মামা কান খাড়া করে শুনলেন। শুনে বললেন, 'সত্যি তো, ভীষণ মিউ মিউ করছে। একটু দুধ দে।'

রসুল বললে, না, দুধে হবে না। আগেও আপনি এই কথাই বলেছিলেন। তখন আমি বলেছিলুম দুধে হবে না বাবু, ওদের মাকে চাই ?'

বড়মামা বললেন, 'ঠিক বলেছিস। কোথায় সে রাসকেল ? বেটাকে কান ধরে নিয়ে আয় !'

রসুল বললে, 'তখনো আপনি এই কথা বললেন। আমি বললুম, সেটা খেয়ে খেয়ে অ্যায়সা তাগড়া হয়েছে কান ধরে টেনে আনতে গেলেই আঁচড়ে কামড়ে দেবে। তখন আপনি সব গুলিয়ে ফেললেন। কে মোটা, কেন মোটা, বেড়ালের মোটা থেকে আমি মোটা, আপনি মোটা, তারপর আমাকে চোর বলেছেন, গেট আউট করে দিয়েছেন, সাতবার রাসকেল বলেছেন।'

বড়মামা খুব চিন্তিত হলেন। চিন্তা-টিন্তা করে রসুলকেই প্রশ্ন করলেন, 'কেন এসব বলেছি বল তো ! যে ভাগবত পড়ে, যে আজ একমাস মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ স্পর্শ করেনি, তার মুখে এসব কথা কেন ? তার জানা উচিত কাউকে চুরি করতে না দেখে চোর বলা ভীষণ অপরাধ। তোকে তো আমি চুরি করতে দেখিনি। আমি শুনেছি রসুল চুরি করে। সেই শোনা কথা রাগের মাথায় তোর ওপর চালান করলুম

কেন ? এত রাগ তো ভালো নয়। যাক্‌গে, যা হয়ে গেছে গেছে। কিছু মনে করিস না বাবা। এখন কড়া করে দু'কাপ চা কর। আর বিসকুটের টিনটা খোল। যা ঝামেলায় ফেলেছিলি, সব জট পাকিয়ে গিয়েছিল। এর চেয়ে ডাক্তারী সোজা রে !'

বড়মামা আবার ভাগবতে চলে গেলেন। রসুল চলে গেল চায়ে। এদিকে প্যাকিং বাকসের ভেতরে দক্ষযজ্ঞ চলেছে। চারটে বাচ্চার মধ্যে দুটো হুলো। সে দুটো মাঝে মাঝে কর্কশ গলায় মিয়াও, মিয়াও করে উঠছে। বাকসর ধারগুলো খরচ-মচর করে আঁচড়াচ্ছে। ডালাটা খোলার জন্যে গোঁত্তা মারছে। বড়মামা আর থাকতে না পেরে করুণ গলায় রসুলকে বললেন, 'একটা কিছু করনা রে। আর তো পারা যায় না। কানের পোকা বের করে দিলে। তুই দেখ না চুক চুক করে লোভ দেখিয়ে, দুধের লোভ দেখিয়ে মা'টাকে যদি ধরে আনতে পারিস।'

রসুল চা আনছিল। কাপটা রাখতে রাখতে বললে, 'এ মা সে মা নয় সায়েব। বরং এক কাজ করি, বাকসটাকে বাইরে মাঠে ফেলে দিয়ে আসি দূর করে।'

বড়মামা আঁতকে উঠলেন, 'না না না। চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে ! মরে যাবে রে !'

'কিন্তু স্যার ডাক্তারখানায় বেড়ালছানার ডাক খুব ভাল শোনায় না। এই দিয়ে কিন্তু কমপ্লেন হতে পারে।'

'কমপ্লেন !' বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন, 'কে কমপ্লেন করবে রে ! কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে ! জানিস আমি ডক্টর-ইন-চার্জ ! মানুষ রুগী হতে পারে, বেড়াল পারে না !'

'পারে। তবে তার জন্যে তো পশুহাসপাতাল আছে স্যার। সেই কথা যদি কেউ বলে ?'

'বললে মারবো মুখে এক থাবড়া। এখানে দশ মাইলের মধ্যে পশু চিকিৎসালয় কোথা রে ? তুই যখন কমপ্লেনের ভয় দেখালি বেড়াল আমার চেম্বারেই থাকবে, যদ্দিন না বড় হয় তদ্দিন থাকবে। আর তোর মতো ওয়ার্থলেসের দ্বারা চা-ই হতে পারে, বেড়াল মানুষ হতে পারে না। আমি নিজেই যাচ্ছি ওদের মায়ের খোঁজে। করপোরেশান সাঁড়শী দিয়ে পাগলা কুকুর ধরতে পারে আর আমি ডাক্তার হয়ে একটা বেড়াল ধরতে পারবো না ! চ্যালেঞ্জ !'

এক চুমুকে চা শেষ করে বড়মামা উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই আবার বসে পড়লেন। বসে পড়ে বললেন, 'রসুল, আমি, আমি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছি তাই না ?' রসুল বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা একটু হয়েছেন বটে।'

'কেন হলুম ?'

'ওই বেড়াল স্যার ! অনবরত চেল্লাচ্ছে।'

'না, ঠিক নয়। সামান্য বেড়াল আমাকে উত্তেজিত করছে। ভেরি ব্যাড।

bengalidownload.com

ভাগবতের কোনো ফল পেলুম না রে ! দপ করে রেগে যাচ্ছি কথায় কথায়। রাগটা যেন আগের চেয়ে বেড়েই যাচ্ছে। এটা ঘি খেয়ে হচ্ছে বোধ হয়। ডাক্তার, কাল থেকে তোমার ঘি বন্ধ।' বড়মামা নিজেই নিজের ঘি বন্ধ করে আবার ভাগবত নিয়ে বসলেন।

রসুল বললে, 'এই যে বললেন বেড়াল ধরতে যাবেন !'

'বেড়াল ধরতে যাব মানে ? ইয়ার্কি পেয়েছিস ! ডাক্তারের কাজ বেড়াল ধরা, রাসকেল ?'

বড়মামা আবার রেগে গেলেন। রসুল বড়মামাকে হাড়ে হাড়ে চেনে। রসুল কিন্তু ঘাবড়ে গেল না। সে বললে, 'এমনি বেড়াল নয়। মা বেড়াল। বেড়ালের মা। বিললী কা মাতাজী !' প্রায় সব ভাষাতেই রসুল বোঝাতে চাইল। ইংরেজিটাই বাকী রইল। বললেই পারত, ক্যাটস্ মাদার বা মাদার অফ কিটেনস।

বড়মামা বললেন, 'দেখেছিস মাথার কি অবস্থা হয়েছে। এই বলছি, এই ভুলে যাচ্ছি ! ঘি খেলে আগে মানুষের স্মৃতিশক্তি বাড়ত। এখন উল্টোটা হয়, কমে যায়। ঘিয়ে ভেজাল আছে রে রসুল। লাগা আজ, লাগিয়ে দে বেশ ঝোল ঝাল।'

বড়মামার কথায় রসুলের চোখ চকচক করে উঠল। গত দু'মাস ভোরবেলা মুরগীর ডাকই খালি শুনছে, একটা ঠ্যাঙও চিবোতে পারছে না। রসুল লাফিয়ে উঠল, 'ইয়াসিন একটা দিয়েই রেখেছে স্যার। কাজে লাগাতে পারছিলুম না। প্রেসার-কুকারে মরচে ধরে গেল। আমি তাহলে এখুনি শুরু করে দি ? একবার মল্লার হাটে চলে যাই। ফাইন বাসমতী নিয়ে আসি। কিলোটাক আলু। মসলাও কিছু লাগবে। এখন আরম্ভ করলে সন্ধ্যে সাতটা-আটটার মধ্যে রেডি হয়ে যাবে।' রসুল ধড়ফড় করে পালাচ্ছিল।

বড়মামা বললেন, 'রোককে ! আগে বেড়াল তারপর অন্য কাজ।'

'বেড়াল তো আপনি ধরবেন স্যার। সেই রকমই তো বললেন।'

'ভুলে গেছিস বোধহয় তুই আমার অ্যাসিসটেন্ট। আমি যা করব সব সময় তুই আমার পাশে থাকবি পাঁঠা।'

বেড়াল ধরার সাজসরঞ্জাম অনেক। বড়মামার হাতে অফিসের ওয়েস্ট পেপার বাসকেট। রসুলের হাতে দুটো বিস্কুট, ক্লোরোফর্মের শিশি, একটা বড় ডাস্টার, একটা ইঁদুর ধরা কলে ছোট একটা নেংটি ইঁদুর। বড়মামার প্ল্যান একরকম, রসুলের প্ল্যান আর একরকম। কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। বড়মামা ঠিক করেছেন হাসপাতালের কিচেনের কাছে গিয়ে, মিনি, আয় মিনি করে চুকচুক করে বেড়ালদের গাদা থেকে আসল বেড়ালটাকে ডেকে এনে বিস্কুট খেতে দেবেন। বেড়াল যেই খেতে শুরু করবে ঝপ করে বাসকেটটা চাপা দিয়েই, ডাস্টারে খানিকটা ক্লোরোফর্ম ছড়িয়ে ওপরে চেপে ধরবেন। বেড়ালটা অজ্ঞান হয়ে যাবে তখন সেটাকে চ্যাংদোলা করে এনে বাচ্চাগুলোর কাছে চিৎপটাং করে শুইয়ে দেবেন।

রসুলের প্ল্যান অন্য। রসুল ইঁদুরের লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে বেড়ালটাকে ঘর পর্যন্ত টেনে আনবে। তারপর ঘরে ঢুকিয়ে ডাস্টার দিয়ে চেপে ধরে গলায় একটা দড়ি বেঁধে গ্রিলের সঙ্গে আটকে রাখবে। থাকো বেটা বন্দী হয়ে। ছেলেমেয়ে যদ্দিন না মানুষ হচ্ছে তদ্দিন তোমার মুক্তি নেই।

বড়মামা বলছে, 'মরবি রসুল। বেড়ালের গলায় কেউ কখনো ঘন্টা বাঁধতে পারেনি। ঘন্টা আর দড়িতে তফাত কতটুকু! তোর জন্যে দেখবি সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

দু'জনে দু'রকম প্ল্যান নিয়ে রান্নাঘরের সামনে। ছ'টা বেড়াল ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে। বড়মামা বললেন, 'কোন্‌টা বল তো? কোন্ রাসকেলটা রে?'

বেড়ালটা মাঝে মাঝেই আসে যায়! কেউই তেমন লক্ষ্য করে দেখেনি। ছ'টা বেড়ালের তিনটে সাদা। দু'টো সাদাতে কালোতে। একটা কুচকুচে কালো! কালোটা নয়। সাদা তিনটের যে কোনো একটা। কিন্তু কোন্‌টা? বড়মামা আবার রেগে গেলেন, 'তোর মতো গাধা আর দু'টো নেই রসুল। তুই একটা বেড়াল চিনতে পারিস না, রুগী চিনিস কি করে?'

রসুল বললে, 'মানুষের নাম আছে, কার্ড আছে। এক একটা মানুষকে এক এক রকম দেখতে। বেড়াল তো সব এক রকম। খালি যা একটু রংয়ের তফাত।'

বড়মামা বললেন, 'জানিস যখন এক, তখন চিহ্ন দিয়ে রাখিসনি কেন? গায়ে অফিসের একটা শীল মেরে দিতে কি হয়েছিল? সবেতেই ফাঁকিবাজি। আমি জানি না, আমার বেড়াল ধরে দাও।'

রসুল ইঁদুর-ধরা কলটা মেঝেতে নামিয়ে একবার চুকচুক করতেই ছ'টা বেড়াল দৌড়ে এল। একটা ফোঁস করে সামনের জালটা শুঁকছে, একটা কলের ওপরে থাবা মারছে। দু'টো পাছে শিকার হাতছাড়া হয়ে যায় সেই ভয়ে মুখোমুখি বসে ল্যাজ ফুলিয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। ফ্যাঁ ফ্যাঁ গড়র গড়র গড়র। দুজনেরই পিঠ ধনুকের মতো বেঁকে উঠেছে। বড়মামা পায়ে পায়ে পেছোতে পেছোতে কোণের দিকে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়েছেন। আর সরবার জায়গা নেই। কিছু করবারও নেই। একমাত্র রসুলকে গালগাল দেবার জন্যে মুখটাই যা খোলা আছে। দু'টো হাতই জোড়া।

বড়মামা বললেন, 'রাসকেল, তখনই বলেছিলুম কাঙালদের শাকের ক্ষেত দেখাসনি। একটা ইঁদুর ছ'টা বেড়াল। সামলা এবার ঠ্যালা ইডিয়েট, তোর মাথায় কবে যে ভগবান একটু বুদ্ধি দেবেন! ও, তোর তো আবার ভগবান নয়, আল্লা।'

রসুল বললে, 'ইঁদুরটাকে ছেড়ে দিয়ে দেখি।'

'তা দেখবে না! নেংটি ইঁদুরের দৌড় জানিস? ছাড়লেই দৌড়োবে, পেছন পেছন বেড়ালও ছুটবে। তখন ধরবি কি করে! এক বালতি জল এনে গায়ে ছিটো তাহলে যদি মারামারি থামে!'

'জল ছিটোলে বেড়ালের ঝগড়া বেড়ে যায় বাবু। ছেলেবেলায় দেখেছি তো, তার চেয়ে ইঁদুরটাকে নিয়ে ঘরে চলে যাই। তাহলে লোভে লোভে সব ক'টা চেম্বারে চলে আসবে আমাদের এরিয়ায়, তখন ঠিক ম্যানেজ করা যাবে।'

'পাগল হয়েছিস ? এর মধ্যে দু'টো হুলো আছে না ইডিয়েট, বাচ্চা চারটেকে সাবাড় করে দেবে। তুই ক্লোরোফর্ম ছিটো, সবক'টা অজ্ঞান হয়ে যাক। তারপর যা-হোক একটা কিছু করা যাবে।'

রসুল আর বড়মামা কথা কাটাকাটি করছেন, এদিকে ইঁদুরের সাক্ষী রেখে তিন জোড়া বিড়াল ফুলছে, গোঁ গোঁ করছে, মাঝে মাঝে থাবা তুলে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে উঠছে। বড়মামার এই দুঃসময়ের রণক্ষেত্রে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে প্রবেশ করলেন হাসপাতালের সিস্টার। সাদা কাপড়, সাদা টুপি। বড়মামার খোঁজে চেম্বার থেকে এই পর্যন্ত ছুটে এসেছেন। ব্যাপার দেখে মুখের কথা মুখেই আটকে গেছে। রসুল আর বড়মামাকে দেখে মনে হচ্ছে চাঁদে যাবেন। হাতে নানা ধরনের সরঞ্জাম। বড়মামা রসুলকে বলছেন, 'তোর তো মানুষ মারাই কাজ, সাহস করে যে কোন একটা সাদাকে চেপে ধরতে পারছিস না ব্যাটা !' রসুল একপা এগোয় তো দশপা পেছোয়। ইঁদুর কলে ইঁদুরটা ভয়ে সিঁটকে একেবারে ভিতরের দিকে ঢুকে বসে আছে। ছ'টা বেড়ালের গন্ধে আর শব্দে সে ভবিষ্যৎ বুঝে ফেলেছে—রক্তাক্ত মৃত্যু। সিস্টার বলছেন, 'ডাক্তারবাবু শিগ্‌গির চলুন, গুপ্ত সায়েবের অবস্থা আবার খারাপের দিকে। শ্বাস নিতে পারছেন না।'

বড়মামা বললেন, 'গুপ্ত সায়েবটা কে ? একে আবার কোত্থেকে আমদানী করলেন ?'

'ওই তো আমাদের ক্যাশিয়ার বাবু।'

'তার নাম তো গুপ্তো বাবু। গুপ্ত বলছেন কেন ? ইংরেজীর উচ্চারণ জানেন না বুঝি !'

'আজ্ঞে উনি যে ডবল ও লেখেন।'

'ডবল কেন, চার ডবল লিখলেও গুপ্ত ইজ গুপ্ত। সিঙ্গল ডিমের ওমলেটও ওমলেট, ডবল ডিমের ওমলেটও সেই ওমলেট।'

'গুপ্ত না বললে উনি রেগে যান। এই তো সেদিন যখন জ্ঞান ফিরে এল কে যেন দেখতে এসে বলেছিলেন গুপ্ত সাহেব, উনি চটেমটে বললেন, আই অ্যাম গুপ্ত, নট গুপ্তও ও। এত উত্তেজিত হলেন শেষে আপনি গিয়ে সেই আবার ঘুমের ইঞ্জেকসান দিলেন !'

বড়মামা দার্শনিকের মত বললেন, 'গুপ্ত আর গুপ্ত, মুখার্জি আর মুকার্জি, দাশ আর দশ চিতায় উঠলে সব সমান সিস্টার। কিন্তু আমি এখন যাই কি করে। দেখছেন তো আমার অবস্থা ! ভু ওয়ান থিং, অক্সিজেনের নলটা ঠেসে নাকে ঢুকিয়ে দিয়ে

রুম কুলারের ভল্যুমটা বাড়িয়ে দিন। অত খেলে মানুষ বাঁচে ? চারদিক থেকে চর্বি এসে হার্টটাকে চেপে ধরেছে। ডাক্তার কি করবে ! গবগব করে খাবার সময় গুপ্তর খেয়াল ছিল না দিন দিন আড়াইমণী কৈলাশ হচ্ছি ! যেতে দিন, যেতে দিন, যো যায়েগা যাউক, যো আয়েগা আউক।'

'আজ্ঞে যায়েগা যাউক বললে, আমাদেরই বিপদ। মাইনে হবে না এ মাসে। ক্যাশিয়ার ছাড়া মাইনে দেবে কে ?' বড়মামা এতক্ষণে একটু হাসলেন, 'পৃথিবীতে ক্যাশিয়ারের অভাব আছে সিস্টার ! এক যাবে আর এক আসবে। গুপ্ত গেলে, ঘোষ, বোস, মিত্তির যে কেউ একজন আসবে।'

'তা হলেও হাতের পাঁচ কি ছাড়া উচিত স্যার ? একে তো বাঁচাবার চেষ্টা করতেই হবে।'

'তা তো হবেই, খাবার জন্যে বাঁচাতে হবে। দেশে দুর্ভিক্ষ করার জন্যে এদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। চলুন দেখি।'

যাবার সময় রসুলকে বললেন, 'একটাকে পটকে ফেল, তারপর ওই ডাস্টার দিয়ে জড়িয়ে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে চেন দিয়ে টেবিলের পায়ার সঙ্গে বেঁধে ফেল।'

সিস্টার আর বড়মামা পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন। সিস্টার যেতে যেতে শুধু একবার প্রশ্ন করলেন, 'বেড়াল কি করবেন ডাক্তারবাবু ?' বড়মামার এক উত্তরে সব কথা বন্ধ, 'আমার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকে দান করা হবে।'

বড়মামা চলে যেতেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল ইয়াসিন। ইয়াসিনের বাড়ি বিহারে। এই হাসপাতালে রাঁধুনীর কাজ করছে বছর দশেক। থেকে থেকে বাংলা শিখেছে ! ভাঙা ভাঙা বাংলা বলে। গুণ্ডার সর্দারের মত বিশাল চেহারা। ইয়া মোটা লোমঅলা হাত, গর্দান। লাল গুলি গুলি চোখ। খাকি পোশাক, কাঁধে একটা হাত-টাত-মোছা তোয়ালে। ইয়াসিন একটা বিড়ি ধরিয়ে বেড়ালের যুদ্ধ কিছুক্ষণ দেখে রসুলকে জিজ্ঞেস করলে, 'ক্যা শুরু কর দিয়া। আরে মারো না ইয়ার এক লাথ।'

'মারো না ইয়ার এক লাথ'—রসুল ভেঙচি কেটে বললে, 'আর হামারা চাকরি চলা যায়'।

'আই বাপ্। চাকরি তুমহার যাবে কেন ? বিললী কো তো এইসি আদমী লাথাতা। দেখেগা, হাম ঝাড়েগা একঠো। এক লাথ সে ছেগোকা একসাথ চারদিওয়ারিকা উধার কম্পাউণ্ডমে ফেক দেঙ্গে। দেখেগা !' রসুল এমন একটা ভঙ্গী করল যেন হাবিব পেনালটি কিক নিতে যাচ্ছে।

রসুল বললে, 'লাথ মারতা হায় মারো লেকিন ইসমে ডাগদারবাবুকা একঠো সফেদ বিললী হায়, উ চলা যায় তো তুমহারা কেয়া হোগা, আল্লা মালুম।'

ইয়াসিন কোমর থেকে হাত নামিয়ে বললে, 'সাচ !'

'সাচ', রসুল বললে। এদিকে একটা কালো আর একটা সাদায় খুব জমেছে। সাদাটা

boiRboi.blogspot.com

একটা কোণ পেয়েছে। কালোটা ল্যাজ ফুলিয়ে একেবারে ধনুক। সাদাটাকে দু একবার থাবা চালিয়েছে। কোথা কোথা লোম খসে পড়েছে। নবাবী আমলের মুরগীর লড়াই দেখা পূর্বপুরুষের রক্ত ইয়াসিনের শরীরে। বেড়ালের লড়াই দেখে তার মহানন্দ! মুঠো পাকিয়ে ইয়াসিন কালোটাকে উৎসাহ দিচ্ছে, 'লাগা লাগা, মার এক থাবা, বহুত আচ্ছা। কালো বেটা জিতে যাবে।'

রসুল জানে, যে বেড়াল কোণ নিয়েছে তাকে হারাবার সাধ্য কারুর নেই। সে বললে, 'কালা জিতে তো দশ রুপীয়া বেট।'

ইয়াসিন বললে, 'সাদা জিতে তো বিশ রুপীয়া বেট। চলো, হো যায়।'

রসুল মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, 'হাঁ হো যায়।'

কালো দশ, সাদা কুড়ি। টাকার লড়াই হচ্ছে। একপাশে রসুল, একপাশে ইয়াসিন। মাঝে মাঝেই দু'জনে চিৎকার করে উঠছে, 'ইয়া, লাগা লাগা আওর থোড়া। আ-আ।' ইয়াসিন মাঝে মাঝে গোঁফ চুমড়ে নিচ্ছে। রসুলের সাদাটা ইয়াসিনের কালোটার চোখের কাছে একটা থাবা বসিয়ে দিতেই ইয়াসিন একটু চুপসে গেল। রসুলের ধেই ধেই নাচ, 'লাগা বাহাদুর, লাগা বাহাদুর।' ইয়াসিন কালোটাকে বলছে, 'মছলিকা বড় দাগা দেগা, মার এক থাবা, এক বাটি দুধ দেগা, মার এক থাবা।' রসুল বললে, 'ইয়াসিন, এটা কিন্তু অন্যায় হচ্ছে। তোমার হাতে রান্নাঘর বলে তুমি মাছের লোভ, দুধের লোভ দেখাচ্ছ। এভাবে জেতালে টাকা পাবে না।' রসুল এমনভাবে বলল বেড়াল যেন মানুষের কথা বোঝে। কালোটা হঠাৎ তেড়ে গেল। ইয়াসিন মছলি মছলি বলে দালান ফাটানো চিৎকার করতেই, রসুল কনডেনস মিলক, কনডেনস মিলক বলে তার সাদাটাকে লোভ দেখাল। রান্নাঘর থেকে এদিকে আরো অনেকে বেরিয়ে এসেছে। সকলেই রসুলের বিপক্ষে, কারণ ইয়াসিনের জেতার অঙ্ক অনেক বেশি।

কে জেতে কে হারে! সাদাটা কোণ নিয়ে অ্যায়সা বসেছে, কালোটা তেড়ে গেলেও সাদাটার ফ্যাঁস আর থাবার ভয়ে ঝটাপটি লটালটি করতে পারছে না। ঝটাপটি লটাপটি না হলে লড়াইয়ের ফয়সালাও হবে না। এইভাবে চললে সারারাত কাবার হয়ে যাবে। ইয়াসিন সেটা বুঝেছে। ইয়াসিন বলছে 'উসকো হুঁয়াসে নিকালো।'

'হুঁয়াসে নিকালো?' রসুল প্রতিবাদ করে উঠল, 'কাহে হুঁয়াসে নিকালবে? মামার বড়ি পা গিয়া! যে যে পোজিসানে আছে সেই পোজিসানেই লড়বে।'

ইয়াসিন বললে, 'ফুটবলমে পোজিসান চেঞ্জ হোতা নেই? আভি কালা আয়েগা উধার, সাদা জায়েগা ইধার। নেহিতো দোনো চলা আয়েগা পেনালটি পোজিসানে। এ হামীদ ভাই, উসকো খোঁচাও।'

অ্যাসিসটেন্ট হামীদ সত্যিসত্যিই সাদাটাকে খোঁচাতে গেল। রসুলের মেজাজটা এমনিই ভাল নয়। কথায় কথায় তার হাত ওঠে। রসুল বাঁ করে হামীদের কলার চেপে ধরে বললে, 'এক পা আগে বাড়ে তো হালত চেঞ্জ কর দেগা।' ইয়াসিন সঙ্গে

সঙ্গে রসুলের ঘাড় চেপে ধরে দু'বার ঝাঁকানি দিয়ে বললে, 'চোপরাও জমাদার।' এদিকে সাদাটা কালোটাকে আর একটা মোক্ষম থাবা ঝেড়ে দিয়েছে। রসুল জানে, জিততে হলে এখন তাকে গায়ের জোরে জিততে হবে।

রসুল হামীদের কলার ছেড়ে দিয়ে ইয়াসিনের চিবুকের তলায় একটা ঘুষি ঝেড়ে বললে, 'চোট্টা কাঁহাকা'। আর বেশি কিছু বলার সে সময় পেল না। মাটি থেকে অল্প একটু উঁচু হয়ে, জমির হাত খানেক ওপর দিয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে যে কোণ সাদা আর কালো বেড়াল দুটো বাজির লড়াই লড়ছিল সেই কোণে ঘাড় মুখ গুঁজড়ে বেড়াল দুটোর ঘাড় গিয়ে পড়ল। ক্লোরোফর্মের শিশিটা ভেঙে শিশির ভাঙা গলাটা বাঁ হাতের তালুতে বিঁধে গেল! সারা দালানে ক্লোরোফর্ম উড়ছে। একপাশে ডাস্টার, অন্যপাশে গড়াচ্ছে ওয়েস্ট পেপার বাসকেট। রসুলকে আর উঠতে হল না। ইয়াসিনের ঘুষি আর ক্লোরোফর্ম যে কোনো একটাই তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। একসঙ্গে দুটো! বেড়াল ছ'টারও সেই এক অবস্থা। বারকতক ফোঁস ফোঁস করে সবটাই পালাবার চেষ্টা করেছিল। কেউ একপা কেউ দু'পা গিয়ে লটকে পড়েছে। ইঁদুরটা খাঁচামুখে এসে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তার লম্বা ল্যাজটা ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

বড়মামা তখন গুপ্ত সাহেবকে নিয়ে হিমসিম। আজীবন নস্যি নিয়ে নিয়ে সায়েবের নাকের ছিদ্র দুটো কামানের নলের গর্তের মত। বড়মামা সিস্টারকে বলছেন, 'এ ছেঁদা ছোট না করলে অকসিজেন ভেতরে যাবে কি করে! সবই তো লিক করে বেরিয়ে আসবে। চারদিক থেকে প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে গোল করে বুজিয়ে আনতে হবে। এ কি আমাদের কম্ম! রাজমিস্ত্রী ডাকুন।'

স্লিপ নিয়ে সিস্টার-ইন-চার্জ এলেন। এমার্জেনসি কেস। তলার চোয়াল ঝুলে গেছে, খুলে গেছে বলেই মনে হয়। বাঁ হাতের তালু এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়। সেনসলেস। ভিকটিম নিজেই নিজেকে অ্যানেস্থেসিয়া দিয়েছে। সারা গায়ে মুখে অসংখ্য আঁচড়ের দাগ। দাগ দেখে মনে হয় বন্য জন্তুর আক্রমণ। অ্যাটেন্ডিং ফিজিসিয়ানের রিপোর্টটাই পড়লেন। পেশেন্টের নামটা দেখেও দেখলেন না। বড়মামা বললেন, 'চলুন দেখি। সুন্দরবন তো অনেক দূরে। বাঘে কামড়েছে বলে মনে হচ্ছে!'

সিস্টার-ইন-চার্জ বললেন, 'বুঝতে পারছি না ঠিক, তবে মুখটা ফালা ফালা করে দিয়েছে। চোয়ালটা কবজা ভাঙা বাকসর ডালার মত ঝুলে পড়েছে।'

বড়মামা একটু ভেবেচিন্তে বললেন, 'হতেও পারে। সার্কাস কিম্বা চিড়িয়াখানার বাঘ হয়তো। সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের অপারেশন টেবিলে রসুল মুখে ভেঙচি কেটে শুয়ে আছে। ডক্টর মিত্র ইতিমধ্যে বোতল ভাঙাটা বের করে ছোট বুরুশ দিয়ে ঝেড়ে ঝেড়ে কাঁচের টুকরো বের করেছেন। বড়মামা রসুলের মুখটা দেখেই বললেন, 'রাসকেল, অপদার্থ, তখনই বলেছিলুম ছ'টা বেড়াল একটা ইঁদুর, মরবি রসুল। বেড়াল হল বাঘের মাসী। ইস্ চোয়ালটা পর্যন্ত খুলে নেবার চেষ্টা করেছিল! মুখে মাংসর গন্ধ পেয়েছে।

bengalidownload.com

সবক'টা কামড়ে ধরে টানতে শুরু করেছিল বোধহয়।'

ডক্টর মিত্র বুরুশ দিয়ে কাঁচের টুকরো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'মাইনর ব্রুইজগুলো বেড়ালের। চোখটা জোর বেঁচে গেছে। আসল ঘটনা ইয়াসিনের ঘুষি। দৈত্যের ঘুষি। এক ঘুষিতেই চোয়াল খুলে গেছে। ক্লোরোফর্মটা কে ঢেলেছে বুঝতে পারছি না। চব্বিশ ঘন্টার আগে জ্ঞান হবে বলে মনে হয় না।'

ক্লোরোফর্মের রহস্য বড়মামা জানেন। বেড়ালের আঁচড়, তাও বুঝলেন। বুঝলেন না ইয়াসিনের ঘুষি। কুক ইয়াসিন রসুলকে ঘুষি মারবে কেন? চোরাই খাবারের ভাগ-বাটোয়ারা নাকি? জুনিয়ার ডক্টর মিত্রকে যা নির্দেশ দেবার দিয়ে বড়মামা কিচেনের দিকে চললেন। আহা কি দৃশ্য! চোখ জুড়িয়ে যায়। শ্রীক্ষেত্রের মত, বেড়াল ক্ষেত্র। ছ'টা তাগড়া তাগড়া বেড়াল ছ'দিকে ঠ্যাং ছড়িয়ে পড়ে আছে। রান্নাঘরে সকলেই আছে, ইয়াসিন আছে, বিশু আছে, গদাই আছে, একটা বড় রুই মাছ আছে, ছ'টা মুরগী আছে, এক ঝুড়ি ডিম আছে, ঘি আছে, তেল, শলা, নুন, মাখন সব আছে। তবে কথা বলার মত অবস্থায় কেউ নেই। ইয়াসিন সব্জি-কাটা লম্বা টেবিলে কাঁচকলা মাথায় দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে আছে। থামের মত একটা পা কিচেন র‍্যাকের ওপর। চায়ের একটা বড় কৌটা, দুটো জ্যামের টিন পায়ের দিকের মেঝেতে গড়াগড়ি। হামীদ ওই দিকেই উপুড় হয়ে আছে। সারা মাথায় চা পাতা। এক এক ভঙ্গীতে সকলেই গভীর ঘুমে। উনুনে কড়ায় একটা কিছু চাপান ছিল। কি বস্তু তা এখন বোঝার উপায় নেই। কড়াটা উনুনের তাতে ফেটে দু'চাকলা হয়ে দুদিকে সরে গেছে।

কাউকে ঘাঁটাবার সাহস বড়মামার হল না। সারা হাসপাতালের রুগী আর হাউস স্টাফের আজ উপবাস। সবক'টাকে দাওয়াই দিয়ে চাঙ্গা করতে হবে। ক্লোরোফর্ম সার্জিক্যাল ওয়ার্ড থেকে রান্নাঘরে আসে কি করে, রসুলকে তার জবাব দিহি করার জন্যে ফতোয়া জারি করতে হবে। পুরো ব্যাপারটার তদন্তের জন্যে কমিটি বসাতে হবে। চেয়ারম্যান বড়মামা—ডক্টর মুকার্জি। সব কিছুর মূলে বড়মামা—ডক্টর মুকার্জি, তার চারটি বেড়ালছানা আর ছ'টি বেড়াল।

চিন্তিত বড়মামা বেছে বেছে সাদা একটা বেড়াল বগলদাবা করে চেম্বারে ফিরে এলেন। একটা রবার-স্ট্যাম্প দিয়ে সারাগায়ে দেগে দিলেন। এবার আর গুলিয়ে যাবার উপায় নেই। বেড়ালটাকে মেঝেতে ফেলে মিউ মিউ বাচ্চা চারটেকে ছেড়ে দিয়ে ঘটনার নোট লিখতে বসলেন। রসুলকেও সাসপেন্ড করতে হবে, নিজেকেও সাসপেন্ড করতে হবে। বড়মামা একবারও লক্ষ্য করলেন না, মা বলে যে বেড়ালটাকে ধরে এনেছেন সেটা একটা বিশাল হুলো।

বড়মামার মিনেজারি

হাড়ের নস্যির ডিবে। আগে কখনো দেখিনি। পুরী থেকে স্পেশাল আমদানি। বড়মামার এক রোগী পুরী থেকে এনে প্রেজেন্ট করেছে, পুরস্কার। ভদ্রলোক একদিন বেদম হাসছিলেন। চোয়াল আটকে হাঁ হয়ে গেল। কোনো ডাক্তারেই কিছু করতে পারে না। শেষে বড়মামা। বড়মামা সেই সময় বাড়িতে সিল্কের লুঙ্গি পরে পোয়ারের কুকুর লাকিকে ওঠ-বোস করাচ্ছিলেন। ভদ্রলোক হাঁ করে রিকসা থেকে নেমে এলেন। ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে বড়মামাও হাঁ। ভদ্রলোকের বাড়িতে সেদিন মাংসের ঝোল হয়েছিল। চোয়াল আটকে গেলে খাওয়া যায় নাকি? দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। ঝোল জুড়িয়ে গেল, শেষ ভরসা বড়মামা।

লাকিও ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে হাঁ। আশে পাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও হাঁ। বড়মামা মিনিট খানেক কি ভাবলেন। তারপর ঠেসে এক চড় ভদ্রলোকের গালে। খুট্ করে একটা শব্দ হল। এক মুখ হাসি। বড়মামাকে জড়িয়ে ধরে সে কি আদর! বড়মামা যত বলেন, 'ছাড়ুন ছাড়ুন, কাতুকুতু লাগছে', আদর যেন ততই বেড়ে যাচ্ছে। শেষে লাকি যখন রেগে গর গর করে উঠল ভদ্রলোক তাঁর উচ্ছ্বাস সংযত করলেন।

'মশাই, পাঁচকড়ি বসে বসে তারিয়ে তারিয়ে আমার মাংস আমারই চোখের সামনে খেয়ে যাবে, বলুন সহ্য করা যায়!' পাঁচকড়ি ভদ্রলোকের বেকার ভাই। বড়মামা বললেন, 'আজকের দিনটা লিকুইড খেলেই ভাল হয়।' 'লিকুইডই তো, মাংসের ঝোলটাই তো বেশি, পাঁচশো মাংস আর ক'টা টুকরো বলুন। ঝোলের সঙ্গেই গিলে নেবো।' কড়কড়ে আটটা টাকা হাতে গুঁজে দিয়েই পাঁচকড়ির দাদা সাতকড়ি রিকসায় এলেন। চড় মারার ফি। সেই সাতকড়ি বাবুই নস্যির ডিবেটা

দিয়েছেন।

নস্যির ডিবেটা সিলকের লুঙ্গি দিয়ে পালিশ করতে করতে বড়মামা বললেন, 'তুই আমার কাছে শুবি। ফাস্‌ক্লাস তিন তলায় ঘর। বড় বড় জানালা। ফুর ফুর করে হাওয়া খেলে যাচ্ছে। দু'জনে মজা করে পাশাপাশি শোবো। গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বো।' বড়মামা এক টিপ নস্যি নিলেন সশব্দে। মেজমামা জানালার কাঁচ পালিশ করছিলেন। মেজমামার হল পরিষ্কার বাতিক। সব সময় কাঁধে ঝাড়ন নিয়ে ঘুরছেন। আসা-যাওয়ার পথে এটা ওটা সেটা ঝাড়ছেন। সিঁড়ির হাতল, খাটের মাথা, টেবিল, ফুলদানি। তখন পড়েছিলেন জানালার কাঁচ নিয়ে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শোবে শোও তবে অপঘাতে মরলে আমাদের দোষ দিও না।' আমি অবাক হয়ে বড়মামার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। বড়মামা ইশারায় নিজের মাথার উপর একটা আঙুল বার কতক গোল করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, মেজোর মাথার গণ্ডগোল আছে। জানালার কাঁচে বড়মামার হাত ঘোরানো মেজমামা দেখতে পেয়েছিলেন, ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ আমার গোলমাল তো হবেই, তোমার মাথাটা খুব ঠিক আছে, তাই তো! বাড়িটা তো একটা চিড়িয়াখানা বানিয়েছো। ছ'টা গরু, কোনোটার দুধ নেই। খাচ্ছে দাচ্ছে; নাদা নাদা হাগছে। মশার চোটে বাড়িতে টেকা যাচ্ছে না। চার চারটে কুকুর; ঠাকুর ঘরে চুরি হয়ে গেল! দুটো কাকাতুয়া সারাদিন চেল্লাচ্ছে। কার্নিসে একঝাঁক পায়রা অনবরত মাথায় পায়খানা করছে।' বড়মামা খুব রেগে গেলেন, 'তাতে তোর কি; তোর কি অসুবিধে হয়েছে?' মেজমামার কাঁচ পরিষ্কার বন্ধ হয়ে গেল, 'আমার কি? আমার কি তাই না? তোমার লাকি সকাল বেলা কার্পেট ভিজিয়েছে। তোমার গরু লক্ষ্মী, সকালে আমার বাগানে ঢুকে সব গাছ মুড়িয়ে খেয়েছে। তোমার কাকাতুয়া সকালে ডানার ঝপটা মেরে আমার চশমা ফেলে কাঁচ ফাটিয়ে দিয়েছে।'

বড়মামা আবার একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, "লাকি, লাকির পেচ্ছাপ গোলাপ জল, জানিস ও রোজ ডগ সোপ মেখে চান করে। তুই তো সাত জন্মেও চান করিস না।' মেজমামা কিছুক্ষণ বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইলেন তারপরই বিস্ফোরণ 'ওঃ গোলাপ জল তাই না! এবার থেকে বিয়ে বাড়িতে ওটাকে নিয়ে যেও, কাজে লাগবে। ভাড়া খাটাতে পার তো, গোলাপ জল ছিটিয়ে আসবে। কার্পেট তুমি পরিষ্কার করবে, আমি পারবো না।"

'আমার সময় কোথায়, জানিস আমার গর্জমান প্র্যাক্‌টিশ।' বড়মামা রোরিং-এর বাঙলা করলেন গর্জমান! প্রতিজ্ঞা করেছেন, যখন বাংলা বলবেন 'পিওর বাংলা' যখন ইংরেজী তখন খাঁটি ইংলিশ'। 'তোমার প্র্যাক্‌টিশ আমার জানা আছে, যত চড়-চাপড় মেরে বুদ্ধু লোকের কাছ থেকে টাকা বাগাও।' মেজমামা সেই সাতকড়ির চোয়াল আটকে যাবার কেসটা বললেন।

'তুই ডাক্তারীর কি বুঝবি। একি তোর ফিলজফি। বড়মামা মেজমামার দর্শন নিয়ে এম. এ. পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন।

'তোমার গরু যদি কাল আমার বাগানে ঢোকে, আমি খোঁয়াড়ে দিয়ে আসবো।' মেজমামা এইবার গরু দিয়ে বড়মামাকে কাবু করার চেষ্টা করলেন।

'ঠিক আছে ; খাঁটি ক্ষীরের মত দুধ হলে, তোকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবো।' বড়মামা লোভ দেখালেন।

'দুধ !' মেজমামা একখানা নাকটীয় হাসি ছাড়লেন। 'কার দুধ ?' লক্ষ্মীর দুধ। ওর পেটে দুধ ভরে বাঁটের কাছে একটা কল ফিট করে দিলে তবে যদি দুধ পড়ে বুঝেছো। ছ' বছরেও যে দুধ দিলে না, তার দুধ তুমিই খেও। ডুমুরের ফুল দেখেছো, সাপের পা দেখেছো, সোনার পাথর বাটি দেখেছো, কুমিরের চোখে জল দেখেছো ?' মেজমামা মনে হয় উপমার বন্যা বইয়ে দিতেন যদি না সেই সময় ঘরে ছোট মাসী ঢুকতেন !

ছোট মাসীর হাতে একটা শাড়ি। মেজাজ একেবারে সপ্তমে। 'বড়দা, এটা কি হয়েছে ?' শাড়িটার একটা দিক টুকরো টুকরো। মনে হয় কেউ চিবিয়েছে। বড়মামা নস্যির ডিবেটা নাচাতে নাচাতে বললেন, 'ছিঁড়ে ফেলেছিস ?'

বারুদে যেন আগুন লাগলো, 'আমি ছিঁড়েছি ! তোমার খরগোশের কীর্তি।'

'যাঃ খরগোশ তোর শাড়ি চিবতে যাবে কেন ?' বড়মামার অবিশ্বাস।

'যাবে কেন ? তোমার খরগোশ কোনো কিছু আস্ত রেখেছে ! স্টেনলেস স্টীলের বাসনগুলোও চেষ্টা করেছিল, পারেনি।' মেজমামা মনে হল বেশ খুশী। মেজমামা বললেন, 'খরগোশের পেটে সব কিছু যাবার আগে রোস্ট করে ওগুলোকে পেটে পুরে দে।' বড়মামা যেন শিউরে উঠলেন। 'কাপড় তুই যেখানে সেখানে ফেলে রাখিস কেন, কেয়ারলেসের মত যেখানে সেখানে !' মাসীমা তেড়ে এলেন, 'বাসকেটে রেখেছিলুম ছাড়া কাপড়ের সঙ্গে, সেখানে গিয়ে ঢুকেছে শয়তানগুলো।' 'বাসকেটে কেউ কাপড় রাখে ?' বড়মামা দোষটা মাসীমার ঘাড়ে চাপাতে চাইলেন। 'ছাড়া-কাপড় বাসকেটেই রাখে বড়দা, চিরকাল তাই রাখা হয়।' বড়মামা হালকা চালে বললেন, 'আর রাখিসনি। ছাড়া কাপড় একটু উঁচুতে রাখিস।' 'কড়িকাঠে ঝুলিয়ে রাখবো, কিম্বা মাথায় করে নিয়ে ঘুরবো এবার থেকে।' মাসীমা রেগে বেরিয়ে গেলেন।

মেজমামার আবার আক্রমণ, 'তোমার খরগোশ সেদিন আমার চটি জুতো খেয়েছে। বলো, চটি এবার থেকে মেঝেতে খুলে না রেখে মাথায় করে ঘুরে বেড়াস !' বড়মামা ফাইন্যালি এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন, 'দেখ মেজো, আমার বাবার বাড়িতে আমি যা খুশি তাই করতে পারি, তোমার পছন্দ না হয় আমার কিছু করার নেই। গরু আমার থাকবে, কুকুর আমার বিশ্বস্ত বন্ধু, বেটার দ্যান মেন, পাখি আমার

দাঁড়ে ঝুলবে, আমার ফ্রেন্ড।' মেজমামা কি বলবেন, একটু যেন ভেবে নিলেন, তারপর ছাড়লেন তাঁর উত্তর, 'বাড়িটা তোমার একলার নয়, বুঝেছো। জয়েন্ট ফ্যামিলিতে একটু মিলেমিশে থাকতে হয়। এবার তুমি একটা কেঁদো বাঘ আমদানি করবে, তারপর একটা বিটকেল ভাল্লুক। একদিন বাড়ি ফিরে দেখবে আমরা সব ক'টা চলে গেছি পেটে, হাড় ক'খানা পড়ে আছে। তোমার বাঘ ভাল্লুক বসে বসে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। তখন কি হবে! বলো, কি হবে!

'ঘোড়ার ডিম হবে', বড়মামার নির্বিকার উত্তর। বাঘ ভাল্লুক কেউ পোষে না, কথার কথা বললেই হল, না! আসলে তোরা ভীষণ মিন মাইন্ডেড, আত্মসুখী, তোদের কোনো ক্যারেকটার নেই।'

'কি বললে? আমরা চরিত্রহীন! তোমার ভারি চরিত্র আছে না? জোচ্চোর ডাক্তার। তুমি আর কথা বোলো না। রামকৃষ্ণ কি বলে গেছেন জানো, ডাক্তার আর উকিলরা কখনো সিদ্ধিলাভ করতে পারে না।' মেজমামা এক নিশ্বাসে কথা ক'টা বলে গেলেন। বলে যেন বেশ তৃপ্তি পেলেন।

বড়মামা এক টিপ নস্যি বেশ সশব্দে নাকে গুঁজে বললেন, 'পশুপক্ষী নিয়েই আমি থাকবো। তোরা হলি বিষাক্ত সাপ। তারপর আমাকে বললেন, 'তুই আমার একমাত্র ভাগ্নে। তুই এইসব নোংরা আদমীদের সঙ্গে একদম থাকবি না, আমার তিন-তলার ঘরে আরামে ফুরফুরে হাওয়ায় আমার পাশে ঘুমোবি, সকালে আমার সঙ্গে বেড়াবি। বিকেলে লাকির সঙ্গে খেলবি।' মেজমামা কান খাড়া করে ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ, 'ভাগ্নে তোমার একলার নয়, আমাদের সকলের, আমরা সকলেই তার ভাগ পাব। তুমি বেচারাকে তিন-তলার ঘরে পুরে সারা রাত ফুটবল খেলবে, তা হবে না, আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আই প্রোটেস্ট।'

'তোর প্রোটেষ্ট?' বড়মামা হাসলেন, 'তোর মত অমানুষদের হাতে একে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।'

অমানুষ বলায় মেজমামা ফিউরিয়াস। 'অমানুষ কাকে বলে জানো? পশুদের কাছাকাছি যারা থাকে তারাই অমানুষ। পশুদের নিয়ে এ বাড়িতে কে থাকে? তুমি থাকো। সুতরাং অমানুষ তুমি, আর তাই ছেলেটা তোমার হেপাজতে যাতে চলে না যায়, আমাদের দেখতে হবে!'

এইবার বড়মামার হাসবার পালা, 'তুই দেখবি! তোকে কে দেখে তার ঠিক নেই, তুই দেখবি! তুই সারা বাড়ির ধুলো আর নোংরা ছাড়া তো কিছুই দেখতে পাস না, আগের জন্মে বোধহয় ধাঙড় ছিলিস।' মেজমামাও ছাড়বার পাত্র নন, 'তোমার মত অপদার্থরা বাড়িতে থাকলে আমাদের মত পদার্থওয়ালাদের তো থাকতেই হবে। তোমার পাখি, তোমার পেয়ারের কুকুর, তোমার শুকনো গরু, তোমার বোকা রুগীর দল চব্বিশ ঘন্টা বাড়িটাকে ডাষ্টবিন বানিয়ে যাচ্ছে। আমি আছি বলে শ্বাস করতে

পারছো, চলে গেলে বুজবে ঠ্যালা। Cleanliness in next to Godliness, বুঝেছো। আমি হলুম সেই 'God'.

'God'! বড়মামার বিস্ময়। 'তুই হলি গিয়ে 'God' আর আমরা হলুম 'Demon', বড়মামার সে কি প্রাণখোলা হাসি। 'গায়ত্রী জপ করতে জানিস ? গলায় তোর পৈতে আছে ? সেটাকে তো বহুকাল ধোপার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিস।' বড়মামার কথা শেষ হবার আগেই মাসীমার তাড়া খেয়ে সবচেয়ে বড় খরগোশটা, যেটাকে আমরা পালের গোদা বলি, ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ঘরে এসে ঢুকলো। মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে ফেদার ডাস্টার তুলে সেটাকে পেটাতে যাচ্ছিলেন। বড়মামা খরগোশটাকে বুকে তুলে নিয়ে বললেন, 'এই যে God, জীবে দয়া করার কথাটা বুঝি তোর শাস্ত্রে লেখা নেই ! শুধু জিভে দয়াটাই বুঝেছিস, না ?'

বড়মামা এক বগলে খরগোশ অন্য বগলে আমাকে নিয়ে বাগানে চলে এলেন। বড়মামা জুট মিলের ডাক্তার। মিলের দুটো জোয়ান ছেলে বড়মামার চাকর কাম এডিকং কাম কনফিডেনসিয়াল এডভাইসার। একজনের নাম রতন আর একজনের নাম প্রফুল্ল। রতনের মুখের ডানদিকে একটা গভীর কাটা দাগ লম্বা হয়ে ভুরুর কাছ থেকে দাড়ি অবধি নেমে এসেছে। মিল এলাকায় কে যেন ছোরা মেরেছিল বছর ছয়েক আগে। বড়মামা খুব জোর চোখটা বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে রতনের ভগবান বড়মামা। প্রফুল্লরও তাই। প্রফুল্লর একবার কাটিং মেশিনে হাত ঢুকে প্রায় ছিঁড়ে গিয়ে কনুইয়ের কাছ থেকে ঝুলে গিয়েছিল। বড়মামা খুব কায়দা করে জোড়াতালি মেরে হাতটা বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

মেজমামার সখ ফুল বাগান। বড়মামার ফল বাগান। রতন আর প্রফুল্ল তার মালি। শ'খানেক নারকেল গাছ সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। কেরালার গাছ। মাথায় বেশি বড় হয় না। ছোট ঝাঁকড়া গাছ। কাঁদি কাঁদি ডাব নেমে এসেছে। রতন তারই একটায় উঠে, পাতার আড়ালে ঢুকে ছিল, পা দুটো খালি দেখা যাচ্ছিল। প্রফুল্ল ছিল বাগানে। কোদাল পেড়ে মাটি কোপাচ্ছিল। বড়মামার বাগানে আসা মানে তিনটে কুকুরও পেছন পেছন এসেছে। এর মধ্যে লাকি সবার আগে, কারণ সে হল পেয়ারের কুকুর। তার সাত খুন মাপ।

বড়মামা বললেন, 'ওই দ্যাখ, রতন তোর জন্যে ডাব পাড়ছে। এক একটা ডাবের কতটা জল জানিস, দু গেলাস, আর ইয়া পুরু নারকেল। তোর মেজমামার ক্ষমতায় কুলোবে, পারলে তোকে কেরালার ডাব খাওয়াতে ? ওই তো ওর বাগানের ছিরি ! কটি দোপাটি, কলা ফুলের ঝাড় ! 'প্রফুল্ল'—বড়মামা হাঁক ছাড়লেন। প্রফুল্ল কোদাল ফেলে, মিলিটারি কায়দায় এগিয়ে এল, 'শোন্ শিগগির মোল্লার হাটে চলে যা, দু কেজি ফাস্ ক্লাশ মাংস নিয়ে আয়, আর আনবি দই। জানিস কে এসেছে, হামারা ভাগনে।' প্রফুল্ল দৌড়ালো হুকুম তামিল করতে। বড়মামার এক মুখ হাসি, 'এবার

থেকে যখন ফিরে যাবি ; ওজন চার কেজি বাড়িয়ে তবে ছাড়বো। তোকে মালটি ভিটামিন খাওয়াবো, ফেরাডল খাওয়াবো, বোতলে ভরা লেবুর রস খাওয়াবো, দুধটা এবার খাওয়াতে পারবো না, গরুগুলো খুব শয়তানি করছে।' তারপর ফিস ফিস করে বললেন, 'মেজটার নজর লেগে দুধ শুকিয়ে যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, তার বদলে তোকে মোল্লার চকের দই খাওয়াবো।'

রতনের দাঁতে ছুরি, কোমরে দড়ি বাঁধা, হনুমানের লেজের মতো ঝুলে এসেছে। কাঁদি কাঁদি সবুজ ডাব দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিচ্ছিল।

মেজমামার যে কেন ঠিক এই সময়ে বাগানে আসার দরকার পড়ে গেল কে জানে। মেজমামার আবার সব ব্যাপারে নাক গলানো চাই। বিশেষত বড়মামার ব্যাপারে। দোপাটি গাছের চারায় বাঁশের কঞ্চির গোঁজ দিতে দিতে কাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বোঝা গেল না, 'এরা সব দেশের শত্রু, কচি কচি ডাব পেড়ে নষ্ট করছে। এদের জেল হওয়া দরকার। কেরালায় কচি ডাব পাড়া সরকার আইন করে বন্ধ করে দিয়েছে। ঝুনো হলে নারকেল হয়, ছোবড়া হয়। দেশের কাজে লাগে। তা না, বাবুরা ডাবের জল খাবেন। ডাবের জলে কি আছে ! ঘোড়ার ডিম আছে !'

বড়মামা বেশ বড় করে এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন, 'ঝুনো ফুল গাছ করেছিস, তাই নিয়ে থাক। ডাব নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমার ডাব আমি বুঝবো।'

'তোমার ডাব মানে ? গাছ আমাদের সকলের। জানো, তুমি কি অনিষ্ট করছ ? দেশের কত বড় ক্ষতি করছ ? নারকেল শুকিয়ে 'কোপরা' হয় সেই 'কোপরা' থেকে নারকেল তেল হয়। নারকেল তেলের কিলো জানো ?'

'যা যা, তোর কোপরা আর তেলের নিকুচি করেছে। ডাবের জল খেয়ে পেট ঠাণ্ডা হয়।' বড়মামা একটা কাঁদির গাছে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন। মেজমামা বললেন, 'মাথা জোড়া যার টাক, সে আর তেলের কি মর্ম বুঝবে ! ছোবড়া থেকে কতরকম শিল্প হয় জানো ? বিদেশে রপ্তানি করে কত টাকা রোজগার করা যায় জানো ?'

'আমার জেনে দরকার নেই। আমাতে আর আমার ভাগ্নেতে মিলে গেলাস গেলাস জল খাবো, দুরমো নারকেল খাবো ফুলো ফুলো মুড়ি দিয়ে।'

মেজমামা আগাছা পরিষ্কার করতে করতে বললেন, 'তাই নাকি ? বার করছি তোমাদের ডাব খাওয়া, আমি কোর্ট থেকে ইনজাংসান দেওয়াবো।'

'ইনজাংসান !' বড়মামা হৈ হৈ করে হেসে উঠলেন, 'পাগলের পাগলামি বাড়িতে চলে বুঝেছিস্, কোর্টে চলে না। ঘাস ওপড়াচ্ছিস ওপড়া, অন্যের চরকায় তেল দিতে আসিসনি।'

রতনের উপর হুকুম হল, 'যা, সমস্ত ডাব তেতলায় আমার ঘরে খাটের তলায়

নারকেল পাতা বিছিয়ে সাজিয়ে রেখে আয়। আর এখন থেকে বলে রাখছি তোর মেজবাবু যদি কোন দিন বলে, রতন পেট গরম হয়েছে রে, একটা ডাব কাটতো। সোজা বলে দিবি বাজারে গিয়ে খেয়ে আসুন। গাছের ডাব একটাও দিবি না। আমাকে আইন দেখাতে এসেছে!'

ব্যাপারটা কতদূর গড়াতো কে জানে, হঠাৎ বড়মামার এক রোগী এসে গেল। একটা বাচ্চা ছেলে নাকে ন্যাপথলিনের বল ঢুকিয়ে ফেলেছে। বড়মামা প্রথমে পাত্তা দিতে চাননি। 'ন্যাপথলিন, আরে ভালই তো, আস্তে আস্তে উড়ে যাবে, ভয়ের কি আছে।' ছেলের মা নাছোড়বান্দা, উড়ে যেতে যেতে ছেলের এদিকে প্রাণ যায়, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। হাতের কাছে ওসব রাখো কেন, বড়মামার ধমক। 'উপায় কি না রেখে। আমাদের যে ন্যাপথলিনের কারবার! সারা বাড়িতেই ছড়ানো।' বড়মামা বললেন, 'তাহলে বাড়িতে তো সব সময় একজন ডাক্তার রাখা উচিত, যেই বের করে দিয়ে আসবো পেছন ফিরতে না ফিরতেই তো আবার ঢোকাবে।' ছেলের মা করুণ গলায় বললেন, 'আর একবার ঢুকিয়েছিল, চিমটে ঢুকিয়ে বের করে দিয়েছিলুম, এবার আর বেরোচ্ছে না, আপনি একটু দয়া করুন, ছেলেটাকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, বড় হলে তারপর আনবো।'

পাড়ার কলে বড়মামা সিল্কের লুঙ্গির উপর একটা গেরুয়া পাঞ্জাবি পরেই বেরিয়ে পড়েন। রতন পাঞ্জাবি আর ডাক্তারী ব্যাগটা নামিয়ে আনলো। বাড়িরই সাইকেল রিক্শা রেডি ছিল, রহমতুল্লা চালায়। বড়মামা কলে বেরিয়ে গেলেন। বাগানে আমি একা। লাবিটা তখন শুঁকে শুঁকে আমাকে টেস্ট করছে, আমার স্বভাব কি রকম। শুনেছি কুকুরটা নাকি শুঁকেই বলে দিতে পারে মানুষটা চোর না সাধু।

মেজমামা আবার কুকুর দু'চক্ষের বিষ। নিজের ফুলবাগান থেকে হেঁকে বললেন, এদিকে আয়। একলা আসবি, ওই শয়তানটাকে আনবি না।' কুকুর যদি সঙ্গে সঙ্গে আসে আমার কি দোষ!' মেজমামা এক দাবড়ানি দিলেন, 'তোকেও এবার কুকুরে পেয়েছে! আমি কি করবো? পেছনে পেছনে আসছে যে!' 'ঠিক আছে তুই ওইখান থেকেই শোন, তুই কার দলে?'

কি উত্তর দেব, বললুম, 'নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্রও বলতে পারেন।'

'নিরপেক্ষ তো বড়র পেছনে ঘুরছিস কেন?' একটু ভেবে বললুম, 'ঘোরাচ্ছেন তাই ঘুরছি।' মেজমামা বললেন, 'ঘুরবি না চুপ করে বসে থাকবি ঘরে, তুই আমাদের কমন ভাগ্নে।' এমন জানলে কে আসতো মামার বাড়িতে! দরকার নেই বাবা, মামার বাড়ির আদরে। আমি যে এখন কোন্ দলে যাই। মাসীর কাছে যে ভিড়বো, তারও উপায় নেই। তিনি তো সারাদিন রবীন্দ্রসংগীত আর নাচ নিয়েই ব্যস্ত। আর মাঝে মাঝে সময় পেলেই খরগোশে লাথি। লাথি মারার মত খরগোশের অভাব বড়মামা রাখেননি।

BanglaDownload.com

সকালের খাওয়া যেমন গুরুপাক হল, রাতের খাওয়াও কিছু কমতি হল না। দুপুরে আবার গোটা ডাবের জল। সব মিলিয়ে টইটম্বুর ভরা নদীর মত অবস্থা। রাতের খাবার পর একটা বিশাল দাঁড়ানো টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে মেজমামা মোটা একটা দর্শনের বইয়ে ডুবে গেলেন। সংসারে তখন কে কার। দু'বার পাশে ঘুর ঘুর করলাম, মনে হল মেজমামা যেন চেনেনই না। দিশি কাপড়ের কোঁচার খুঁট কারপেটে লুটোচ্ছে। বড়মামার সবচেয়ে বড় খরগোশটা সোফার তলায় শরীর ঢুকিয়ে কোঁচার খুঁট চিবোচ্ছে। মেজমামাকে বললুম। গ্রাহ্যই করলেন না। শেষে বললেন, যা বললেন তার মানেও বুঝলুম না, সংসারে কিছুই চিরকাল থাকে না। শরীরটাই যখন চলে যাবে তখন তুচ্ছ কোঁচার খুঁট। আবার সকালেই চায়ের টেবিলে মেজমামার অন্য রূপ দেখবো। কাঁধে ঝাড়ন। এটা ঝাড়ছেন ওটা ঝাড়ছেন। তখন এই চিবোনো কাপড় নিয়ে বড়মামার সঙ্গে ধুম লেগে যাবে। মাসীকে হুকুম হবে আজই খরগোশের রোস্ট বানা।

রাত ১১টা নাগাদ বড়মামা বললেন, 'চল এবার শোয়া যাক। আমি একটা সোফার উপর ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ধড়মড় করে উঠে বসলুম। ঘুম চোখেই সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে তিনতলায় উঠে এলুম। পিছন পিছন লাকি। বড়মামার হাতে পাঁচ শেলের একটা টর্চ। বড়মামার ঘরটা বেশ বড়ই, বিশাল একটা খাট, খাটের তলায় ডাবের গোডাউন। চারিদিকে বড় বড় জানালা। দুটো জানালা ছাদের দিকে। সারা ছাদ চাঁদের আলোয় ফুটফুট করছে। পিন পড়লে খুঁজে নেওয়া যায়।

ছাদের দিকে জানালা দুটো বন্ধ করে দিলেন। 'বন্ধ করছেন ?'

'তোর তো আবার সর্দির ধাত।' বড়মামার উত্তরে অবাক হয়ে গেলুম, 'কে বললে আমার সর্দির ধাত।' বড়মামা বললেন, 'আমি জানি। জানিস্, আমি ডাক্তার। 'তা জানি কিন্তু আমার সর্দিকাশি বহু বছর হয়নি।' আমি একটু প্রতিবাদ করে ফেললুম। বড়মামা বললেন, 'দেখি তোর নখ।' অবাক হয়ে হাতের দশটা আঙ্গুল টর্চের আলোর তলায় মেলে ধরলুম। 'এই দেখ', বড়মামা দেখালেন, দেখেছিস নখের উপর সাদা ফুল। ক্যালসিয়ামের অভাব। সর্দি তোর হবেই, হতে বাধ্য। দাঁড়া, আমার গরুর দুধ হোক। দুধ খাইয়ে তোর সর্দি সারিয়ে দেবো।

বিছানার উপর কেমন চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়েছিল। জানালা বন্ধ করে বড়মামা চাঁদের আলো আসার পথ বন্ধ করে দিলেন। 'কেমন চাঁদের আলো আসছিল সমুদ্রের জলের মত', আমি খুঁতখুঁত করে উঠলুম। চাঁদের আলো !' বড়মামা চমকে উঠলেন, চাঁদের আলো গায়ে লাগলে কি হয় জানিস !' কি হয় কে জানে ! বড়মামার ব্যাখ্যা, 'চাঁদের আলো বেশি গায়ে লাগলে চর্মরোগ হয়।' তর্ক না করে শুয়ে পড়লুম। পাতলা মশারি নেমে এল। দুটো বালিশের মাঝখানে টর্চলাইট। লাকি চলে গেল ঘরের কোণে তার নিজের জায়গায়।

বড়মামার হাই উঠলো। 'ঘুমোলি নাকি ?' 'না'। 'ভূতের ভয় আছে।' গা-টা একটু ছম ছম করে উঠলো। 'ভয় নেই আমি আছি, টর্চ আছে।' 'ভূত আছে নাকি ?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম। 'থাকতে পারে, তাই তো ছাদের দিকে জানালা দুটো বন্ধ করে দিলুম !' বড়মামার আর একটা হাই উঠলো। 'আজ তুই পাশে আছিস, ভূত এলে দু'জনে লড়বো। অন্যদিন একলা থাকি তো, একটু ভয় করে। স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। আজ আর খাইনি।'

বড়মামার কথায় ঘুম উবে গেল। টর্চটা একবার হাত দিয়ে দেখে নিলুম। ভূত তাড়াবার দাওয়াই। আমার ঘুম আসার আগেই বড়মামার নাক ডাকা শুরু হয়ে গেল। বেশ মিঠে ডাক। ফুড়ুৎ, ফুড়ুৎ, ফুড়ুৎ, ফুড়ুৎ, ফুড়ুৎ। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলু নিজেই জানি না। হঠাৎ কোঁক করে ঘুম ভেঙে গেল। বুকের উপর দুম করে একটা কি পড়ল। ভয়ে ভয়ে হাত দিলুম। বড় বড় লোম। কি এটা ! ভয়ে প্রায় আধমরা হয়ে যাবার যোগাড়। শেষে আবিষ্কার করলুম বড়মামার হাত। হাতটাই দমাস করে বুকে পড়েছে। হাতটা আস্তে আস্তে সরিয়ে দিলুম। একবার ঘুম ভেঙে গেলে ঘুম কি আর আসতে চায় ! ছাদে যেন একটা খড়খড় আওয়াজ হল। ক'টা বাজল কে জানে ! চোখ চেয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। বড়মামার হাতটা উপরে উঠলো, এইবার পড়ছে, পড়ছে, উরে বাবা, আমার বুকের দিকে নেমে আসছে, তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে খাটের সীমানায় সরে গেলুম ! হাতটা দুম করে পাশে পড়ল। এক চুলের জন্যে বেঁচে গেলুম। এরপরই দুম করে বড়মামা একটা পা ছুঁড়লেন। নেহাত সীমানার বাইরে ছিলুম। তা না হলে ফুটবল হয়ে যেতুম !

আড়ষ্ট হয়ে, সেই খাটের সীমানায়, বড়মামার হাত আর পায়ের ধাক্কা থেকে নিজেকে কোন রকমে বাঁচিয়ে আবার কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। স্বপ্ন দেখছি, আমি যেন ছোটনাগপুরের কোনো এক প্রান্তরে অজস্র টিলার উপর শুয়ে আছি। সবটাই অসমতল, ভীষণ লাগছে। মাঝে মাঝে ছুরির ফলার মত কি যেন ঘাড়ের কাছের নরম জায়গায় খোঁচা মারছে। ঘুম ভেঙে গেল ! এ কি ! আমি কোথায় শুয়ে আছি ! মাথা উঁচু করতে গেলুম। উঃ ? মাথা ঠুকে গেল। ঘরের ছাদটা মাথার এত কাছে নেমে এল কি করে ! অন্ধকারে চোখ সয়ে এলো। আমি পড়ে আছি খাটের তলায়। ডাবের গাদার উপর। নারকেল পাতার খোঁচা লাগছে ঘাড়ের কাছে। বড়মামার বিশাল একটা পা মশারি ভেদ করে খাটের পাশে ঝুলছে। মানে বেশ মোক্ষম লাথিই আমাকে খাট থেকে ডাবের গাদায় ফেলে দিয়েছে।

খাটে ওঠার আর চেষ্টা করলুম না। বড় বিপজ্জনক জায়গা। বড়মামার দুটো হাত আর পা'র মহড়া নেবার মত শক্তি আমার নেই। তার চেয়ে কেরালার ডাবের উপর শুয়ে থাকাই ভাল। একটু অসমতল। তা আর কি করা যাবে। ভোর হতে আর কতই বা দেরি। বেশ আরামেই ঘুমিয়ে পড়লুম আবার। মাথার উপর খাটের ছাদে বড়মামা

BanglaDownload.com

সারা রাত অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে সকাল সাতটায় ঘুম থেকে উঠলেন ! আমি তখন ছাদে হাওয়া খাচ্ছি।

হাড়ের নস্যির ডিবে থেকে একটিপ নস্যি নিতে নিতে বড়মামা হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন ঘুমোলি বল, ফাসক্লাশ।' লাকি বেঁড়ে লেজটা দু'বার নাচিয়ে দিল।

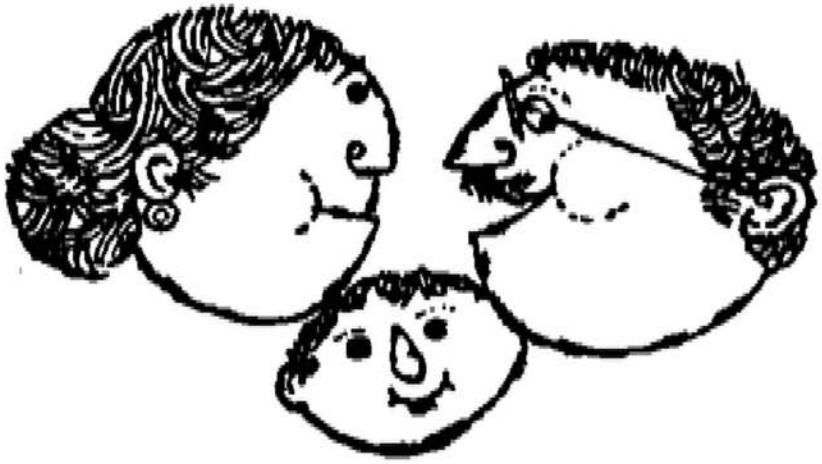

সুখে থাকতে ভূতে কিলানো

বড়মামা খেতে খেতে বললেন, 'আমি একটা গাধা।'

মেজমামার বাঁ হাতে একটা বই, ডান হাতে ঝোলে ডোবান রুটির টুকরো। এইটাই তাঁর অভ্যাস। সামান্য সময়ও নষ্ট করা চলবে না। অগাধ জ্ঞান সমুদ্র, আয়ু অল্প, বিঘ্ন বহু। সব সময় পড়ে যাও। সকালের কাগজ বাথরুমে বসে বসেই পড়েন। এখন যে বইটা খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে পড়ছেন, সেটা কাক সম্বন্ধে। কাকের স্বভাব, কাকের নিয়মনিষ্ঠা। পড়তে পড়তেই বললেন—

'কি করে বুঝলে! তোমার কানি দুটো অবশ্য একটু বড়ই, ঝোলা, ঝোলা, সাধারণ মানুষের কান অত বড় হয় না। প্রকৃতির ব্যাপার। বোঝা শক্ত। কে যে কি ভাবে জন্মায়। চীনে মেয়েদের শিং বেরোচ্ছে। কলকাতায় ছেলেদের ন্যাজ বেরোচ্ছে।'

রুটির টুকরোটা মুখে ঢোকালেন। কোলের ওপর এক ফোঁটা ঝোল পড়ল। আগেও দু এক ফোঁটা পড়েছে। দিকপাত নেই! জ্ঞানতপস্বী!

বড়মামা বললেন, 'আমি গাধা, তার প্রমাণ আমার গরু। আমার মত গাধা না হলে কেউ ওরকম তিনটে গরু পোষে না। তোরাই বল, ওই গরু তিনটে আজ পর্যন্ত ক'ছটাক দুধ দিয়েছে।'

মাসীমা যেন বেশ খুশিই হলেন, 'ঠিক বলেছ বড়দা! গরু দিয়েই প্রমাণ করা যায় তুমি একটা গাধা।'

মেজমামা সব সময় বাঁকা পথ ধরেন। প্রতিবাদ করার জন্যে মুখিয়ে আছেন। বড়মামা বললেন, প্রোটেস্টান্ট। মেজমামার উচিত ছিল চুপ করে শুনে যাওয়া। তা আর হল কই। হঠাৎ বলে বসলেন, 'কেন? ওয়ান্স আপন এ টাইম তোমার কালো গরুটা হঠাৎ দিন তিনেক দুধ দিয়ে ফেলেছিল। তুমি সেই দুধ দেখে কলকাতায় রবারের

জুতো পায়ে দিয়ে নাচতে নাচতে পিছলে পড়ে গিয়েছিলে। একদিন গরুর অনারে সত্যনারায়ণ পূজো হয়েছিল। তুমি বলেছিলে সিন্নি খেয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে, দুধে এতই নাকি ফ্যাট। একদিন মেজারিং গ্লাসে করে প্রত্যেককে এক আউন্স করে দুধ খাইয়েছিলে। সেই খাঁটি দুধ খেয়ে আমাদের সব পেট খারাপ হয়ে গেল। গরুর ভাষা নেই। প্রতিবাদ করতে জানে না বলে যা খুশি তাই বলে যাবে ?'

'হ্যাঁ, দিয়েছিল ঠিকই। তারপর ? তারপর আর দিয়েছে কি ?'

'কেন দেয়নি ?'

'তোর মত একগুঁয়ে স্বভাব বলে দেয়নি। দিতে পারি তবু দোব না। কি করতে পার কর।' মেজমামা এবার সশব্দে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লেন।

'আমি আর তোমার ভুঁসো কালো গরু এক শ্রেণীতে পড়ল !' অসম্ভব ! আর সহ্য করা যায় না। মেজমামা বিদ্যাসাগরী চটির ফটাস ফটাস শব্দ তুলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। খুব রেগে গেছেন। যাক্ বাবা, পুডিংটা শেষ করে গেছেন।

মাসীমা বললেন, 'তোমার বড়দা ভীষণ পেছনে লাগা স্বভাব !'

বড়মামা বললেন, 'গাধার ভাই গরুই হয়। আমাদের ভায়ে ভায়ে হচ্ছে তুই এর মধ্যে নাক গলাতে আসিসনি।'

'ঠিক আছে।'

মাসীমাও রাগ করে উঠে গেলেন। বড়মামা আমাকে বললেন, এদের আজ কি হয়েছে বলত ! কথায় কথায় রেগে যাচ্ছে ! সব ব্লাডপ্রেসারের রুগী ! গরু তিনটেরও প্রেসার। আমার যেমন বরাত !'

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমার চোখ জুড়ে আসে। ধপাস করে শুয়ে পড়তে পারলে আর কিছুই চাই না। আজও সেই তালেই ছিলুম। পরিস্কার বিছানা। নরম মাথার বালিশ, কোল বালিশ। মৃদু পাখার বাতাস। জানালার বাইরে সাদা ফুলে ফুটফুটে কামিনী গাছ। থমথম করছে মিষ্টি গন্ধ। কোণের দিকে বড়মামার আরাম কেদারার কাছে তে-ঠ্যাং বড় টেবিল-লাম্পের মাথার ওপর হালকা সবুজ রঙের শেড স্বপ্নের মত আলো ছড়িয়ে রেখেছে। ঘুম আয়, ঘুম আয় বলতে হয় না, ঘুম যেন ভেসে বেড়াচ্ছে।

বিছানায় পা দুটো তুলে সবে শুতে যাচ্ছি, বড়মামা, 'হাঁ হাঁ' করে উঠলেন, 'এর মধ্যে শুবি কি রে ! একটা ফিউচার প্ল্যান তৈরি করতে হবে না ?'

'কিসের প্ল্যান ?

'গরু ছেড়ে দিলুম। আর একটা কিছু করতে হবে তো।'

'কেন ? কুকুর রয়েছে গোটা ছয়েক, পাখি রয়েছে খাঁচায় খাঁচায়, দুটো বেড়াল।'

'ধ্যার ! ওদের কি ধরবে ! বড় একটা কিছু ধরতে হবে। মহান, মহৎ, অসীম, অনন্ত।'

'সে আবার কি।'

'আমি একটা লঙ্গরখানা খুলব।'

'লঙ্গরখানা ?'

'কিছুই জানিস না ? রোজ হাঁড়ি হাঁড়ি খিঁচুড়ি তৈরি করে দুপুর বেলা দরিদ্র মানুষদের খাওয়াব। রাজা রাজেন মল্লিকের মত। দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে ফ্রী চিকিৎসা চালাব। একটু একটু করে আমার এই সমাজসেবা এমন চেহারা নেবে—হেঁ হেঁ!

'হেঁ হেঁ মানে ?'

'হেঁ হেঁ মানে মাদার টেরেসা! তোর মেজোকে বলে আয় মনের জোর, ইচ্ছাশক্তি, তেজ আর ত্যাগ থাকলে নোবেল পুরস্কার পাওয়াটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। শুধু পুডিং খেলেই হয় না, পুডিং খাওয়াতে হয়। আমি আমি করলে নিজের ভুঁড়িটাই বাড়ে। তুমি তুমি করলে আমি পেল্লায় বড় হয়ে বিশ্ব আমি হয়। বিশ্বামি ভবেৎ!

'বিশ্বামি ?'

'হ্যাঁ স্বরসন্ধি। আ-কারের পর অ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘাকার হয়। এখুনি জিগ্যেস করবি—দীর্ঘাকার কি ?

'দীর্ঘ প্লাস আকার। এও স্বরসন্ধি!'

'মেজমামাকে এখুনি বলে আসব ?'

'সিওর! নাকের ডগায় রাসেল নিয়ে বসে আছে বার্ট্রাণ্ড বানান জানে না।' যাক বাবা! বড়মামার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া গেছে। মেজমামার ঘরে গিয়ে ঘুম লাগাই।

সকালবেলা, বড়মামাকে ওরে পেলুম না অথচ এই সময়ে ঘরে থাকারই কথা। লাল টক টকে সিল্কের লুঙ্গি। খোলা গা। পিঠের ওপর ইয়া মোটা সাদা পইতে। তাতে আবার একটা আঙটি বাঁধা। হাতের আঙুলে জায়গা নেই। আংটি কোমরের কাছে ঝুলছে। চেয়ারে বাবু হয়ে বসা। ছ'টা কুকুর ঘরময় হ্যা হ্যা করছে। এক একটা পালা করে লাফিয়ে উঠে বড়মামার হাত থেকে বিস্কুট ছিনিয়ে নিচ্ছে। মনে মনে হিসেব করে এক একটা বদমাইশকে ধরে ফেলছেন, 'উঁহু উঁহু সবক'টাই তোর, দুটো হয়ে গেছে এইবার ওইটার পালা।' কে কার কথা শোনে, ঘাড়ে ঘাড়ে লাফাচ্ছে। মাঝে মাঝে পইতেতে পা আটকে যাচ্ছে। বড়মামা ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলছেন, 'এইবার সবক'টাকে দূর করে দোব। ইন্‌ডিসিপ্লিনড জানোয়ার।' বলেই পইতের ঝোলা অংশ তুলে কপালে ঠেকাচ্ছেন।

কোথায় সেই পরিচিত দৃশ্য! ঘরময় কুকুরের ছড়াছড়ি! প্রভু বেপাত্তা।

দক্ষিণের জানলায় উঁকি মেরে দেখি বড়মামা বাগানের এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখের চেহারায় ভীষণ ভাবনা। কি হল কে জানে! হঠাৎ চোখাচোখি হতেই ইশারায় ডাকলেন। বাগানে নামতেই আমাকে বললেন, 'বুঝলি এইখানেই হবে।'

bengalidownload.com

'কী হবে বড়মামা ? নারকোল গাছ ?'

'আরে না রে না। তোর কেবল খাবার চিন্তা।'

'তবে ?'

'এইখানে হবে সেই লঙ্গরখানা। একপাশে বিশাল উনুন। আর একপাশে সারি সারি টেবিল আর ফোলডিং চেয়ার। ওই কোণে কল আর জল। এইখানটায় একটা পেটা ঘড়ি। ঢ্যাং করে যেই একটা বাজবে, খাওয়া স্টার্ট। দুটোর মধ্যে যারা যারা আসবে তারাই খেতে পাবে। একটা থেকে দুটো—কড়া নিয়ম।'

'টেবিল, চেয়ার ?'

'তবে না ত কি ? দরিদ্র নারায়ণ সেবা। ভেজিটেবল খিচুড়ি আর যে কোনও একটা ভাজা। সপ্তাহে একদিন চাটনি। চল, এইবার চট করে হিসেবটা করে ফেলি।'

বড়মামা ঘরে ঢুকতেই কুকুরগুলো মুখিয়েছিল ; সকালের বিস্কুট পায়নি। চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরল। একটা পায়ের কাছে। একটা পেছনের দিকে পিঠের ওপর দুটো পা রেখে দাঁড়িয়ে উঠেছে। একটা সামনের দিকে ক্রমান্বয়ে লাফাচ্ছে। বড়মামা বললেন, 'উঃ পাওনাদারদের জ্বালায় জীবন গেল।'

বিস্কুট পর্ব শেষ হতে-না-হতেই মাসীমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। সব ক'টা কুকুরকে এক জায়গায় দেখে বললেন, 'পয়সার কি জ্বালা। কত মানুষ না খেয়ে জীবন কাটাচ্ছে আর কারুর আধডজন কুকুর রোজ এক কেজি হরলিকস বিস্কুট দিয়ে ব্রেকফাষ্ট করছে। উৎপাতের ধন এইভাবেই চিৎপাতে যায় !'

'ঠিক বলেছিস কুসী।'

বড়মামার সমর্থন শুনে মাসীমা ভীষণ অবাক হলেন।

'অ্যাঁ ভূতের মুখে রাম নাম।'

বড়মামা চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'এবার একেবারে অন্য রাস্তায় যাত্রা। কমপ্লিট বিবেকানন্দ ! জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। প্রথমে পঁচিশজন দিয়ে শুরু, ধীরে ধীরে একশো, দুশো, তিনশো, পাঁচশো, হাজার।'

মাসীমা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'হাজার কুকুর ! এত কুকুর পাবে কোথায় ?'

'গবেট ! কুকুর নয়, কুকুর নয়, মানুষ। দরিদ্র নারায়ণ সেবা।'

'সে আবার কি ? বারোয়ারী পুজো প্যাণ্ডেলে ফি বছর একদিন নারায়ণ সেবা হয়। তুমি তার প্রেসিডেন্ট হলে নাকি ?'

'আজ্ঞে না স্যার। এ হবে সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের ফ্রী কিচেন, জাষ্ট লাইক রাজা রাজেন মল্লিক অফ মার্বেলপ্যালেস ! আজই নগেনকে ডেকে বাগানে একটা আটচালা তৈরির হুকুম দিচ্ছি। কালই খগেন এসে উনুন করে দেবে। পরশু আসবে চাল, ডাল, আলু, নুন, তেল, মসলা, তেজপাতা। তরশু বেলা একটা। দেখবি সে কি কাণ্ড ! গরমাগরম খিচুড়ি খেয়ে লোক দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করতে করতে চলেছে—লং লিভ

রাজা, সরি, ডাক্তার সুধাংশু মুকুজ্যে।'

'সর্বনাশ !'

'সর্বনাশ কি রে ! বিবেকানন্দ বলে গেছেন, জন্মেছিস যখন দেয়ালের গায়ে একটা আঁচড় রেখে যা। তুই হবি এই নারায়ণ যজ্ঞের সুপারভাইজার। এক সেকেণ্ড বস তো। তোর পরামর্শে হিসেবটা সেরে নি। ধর পঁচিশ জন।'

মাসীমা ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন।

'তুমি দেউলে হয়ে যাবে বড়দা ! তুমি নিজে মরবে আমাদেরও মারবে।'

'আমি মরি মরব। জন্মিলে মরিতে হবে। তোরা মরবি কেন—বালাই ষাট। নে, বল, পঁচিশজনে ডেলি কত চাল খেতে পারে ? পেট ভরে খাবে, হাফভরা নয়, ফুলভরা।'

মাসীমা বললেন, 'পঁচিশ কেজি !'

বড়মামা অবাক হয়ে বললেন, নার্ভাস করে দিচ্ছিস। বল, পঁচিশ পো, মিনস ওই ছ সের। মিনস ব্ল্যাকে কিনলে আঠার টাকা। এইবার ডাল। ছ সের চালে কত ডাল লাগে রে ? ফর্মুলাটা কি ?'

'চালের ডবল ডাল।'

'ভাগ, ভাওটি দিচ্ছিস, হাফ ডাল। হাফ মিনস তিন কেজি, পনের টাকা। আঠার প্লাস পনের ইজিকলটু তেত্রিশ। ইত্যাদি আরও সাত—মানে চল্লিশ। কয়লা, রান্না ইত্যাদি দশ। রোজ পঞ্চাশ টাকা, নাথিং নাথিং। চল ভাগনে লেগে পড়ি।'

বড়মামার সে কি উৎসাহ ! তড়াং করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। মাসীমা বললেন, 'ভাগনে কি ভাবে লেগে পড়বে ?'

'যে ভাবে লাগার সেই ভাবে লাগবে। ওর মত ছেলে লাখে একটা মেলে কিনা সন্দেহ।'

'সে ত বুঝলুম, কিন্তু তোমার এই রাজসূয় যজ্ঞে ও কি ঘোড়া ধরতে বেরোবে !'

'আমাদের এখন কত কাজ জানিস ! আটচালা তৈরি। রাঁধবার লোক ঠিক করা। উনুন বসান। চাল ডাল কেনা। তারপর প্রচার।'

'প্রচার মানে ?'

'প্রচার মানে ?' বড়মামা রেগে গেলেন। 'প্রচার মানে প্রচার। লোকে জানবে কি করে ? না জানতে পারলে লোক আসবে কি করে !'

'অ। তা সেটা কি ভাবে ! কাগজে বিজ্ঞাপন, বিবিধ ভারতী, দেয়ালে পোস্টার, মাইক নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা, সিনেমায় স্লাইড ! কোন্‌টা ?'

'ভ্যাক্। ওর কোনটাতেই কাজ হবে না। দুস্থ মানুষ যারা পড়তে জানে না, যাদের পয়সা নেই, সিনেমা দেখে না, তাদের অন্যভাবে জানাতে হবে। ভোটের লিষ্ট তৈরির মত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে প্রকৃত গরীব মানুষ খুঁজে বের করে হাত জোড় করে

bengalidownload.com

সবিনয়ে বৈষ্ণবদের মত বলতে হবে, দয়া করে এই অধমের গরীবখানায় প্রসাদ গ্রহণ করবেন।'

মাসীমা বললেন, 'ডাক্তারী তা হলে মাথায় উঠল!'

'যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না, ইডয়েট! যা আর এক কাপ চা করে আন। বেরিয়ে পড়ি। তোদের মত আলস্যযোগে জীবন ম্যাসাকার হতে দোব না। কর্মযোগ। কর্মযোগ। যোগ কর্মসু কৌশলম্। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন। গীতা পড়েছিস গবেট!' মাসীমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বড়মামা প্যান্ট জামা পরে তৈরি হবার জন্যে পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হলেন।

মাসীমা ঠক করে চায়ের কাপ টেবিলে রাখলেন। বড়মামা চমকে মুখ তুলে তাকালেন। কাগজে দক্ষিণ পাড়ার ম্যাপ আঁকছিলেন। যে যে রাস্তা ধরে আমরা যাব তারই পরিকল্পনা।

'খুব রেগে গেছিস মনে হচ্ছে!'

'রাগলে তোমার আর কি? তুমি কার পরোয়া কর? তবে তোমার এই সব ব্যাপার মেজদা জানে?'

'হু ইজ মেজদা? তার দর্শনে জীবে দয়া নেই, জিভে দয়া আছে। ভগবান একটা না দুটো, না শূন্য, ভগবান আমি না আমিই ভগবান, তিনি সাকার না নিরাকার, এই গোলকধাঁধাতেই বেচারা সারা জীবন বোকার মত ঘুরতে ঘুরতে ম্যাড হয়ে গেল। তুই যা তুই যা, আমাদের এখন অনেক কাজ। মেয়েদের সঙ্গে বকবক করার সময় নেই।'

মাসীমা বেশ বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন। আমি বললুম, 'বড়মামা, হাওয়া খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

'রাখ রাখ, ঝোড়ো হাওয়াতেই আমাদের নিশান উড়বে পত পত করে।'

মোটর সাইকেলে উঠতে উঠতে বড়মামা বললেন, 'প্রথমে একবার চক্কর মেরে যাই। তুই শুধু চোখ-কান সজাগ রেখে যাবি। যেই মনে হবে এই লোক সেই লোক সঙ্গে সঙ্গে আমার পিঠে খোঁচা দিবি। গাড়ি থামিয়ে তাকে যা বলার আমি বলব।

বড়মামার মোটর সাইকেল—তার যেমন রঙ তেমন আওয়াজ। কানে তালা লেগে যাবার মত অবস্থা। শক্ত করে ধরে বসে আছি। পকেটে সেই ম্যাপ। বীরেন শাসমল রোড দিয়ে ঢুকে, রাম চ্যাং রোডে পড়ে, শরৎচন্দ্র স্ট্রীট হয়ে কালু শেখ রোড ধরে বিরাট একটা চক্কর মারা হবে। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই বড়মামার অন্নশূত্রে আসতে পারবে। বড় বড় হরফে দরমার গায়ে লেখা থাকবে, 'শক, হুণ দল, পাঠান, মোগল এক দেহে হল লীন।'

সবে সকাল হয়েছে। রাস্তায় বেশ লোক চলাচল। সকলেই যে যার কাজে চলেছেন। কেউ বাজারে। কেউ স্কুলে ছেলে মেয়ে পৌঁছতে। কেউ অফিসে।

চারপাশের দোকানপাট খুলে গেছে। জম-জমাট ব্যাপার। সাইকেলের সামনে কাগজ ডাঁই করে হকার চলেছে বাড়ি বাড়ি কাগজ দিতে। চোখে এমন একজনও পড়ছে না যাকে মনে ধরে। বড়মামা বলে দিয়েছিলেন, 'দেখবি মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, জটপাকান চুল, গর্তে বসা চোখ, শির বের করা হাত, সামনে কুঁজো হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে, কিম্বা উদাস হয়ে রকে কি গাছতলায় বসে আছে, বিড় বিড় করে আপন মনে বকছে, দেখলেই বুঝবি এই সেই লোক, দি ম্যান।

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর বড়মামা একটা বটগাছ তলায় গাড়ি থামিয়ে বললেন, 'দেশের কি রকম উন্নতি হয়েছে দেখেছিস! গরিবী হটাও ত সত্যিই গরিবী হটাও, সবাই ওয়েল টু ডু ম্যান। একটা লোকও চোখে পড়ল না!'

'বুধবার তা হলে পাল পাল ভিখিরি আসে কোথা থেকে?'

'আরে দূর। বুধবার এ তল্লাটের মিলফিল বন্ধ থাকে, পালে পালে সব বেরিয়ে পড়ে উপরি রোজগারের ধান্দায়। ওরা কেউ রিয়েল ভিখিরি নয়।'

'আমার কি মনে হয় জানেন?'

'কি?'

'আমরা যাদের খুঁজছি তারা কেউ উঠে হেঁটে আর বেড়াতে পারছে না। কোথাও না কোথাও ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে আছে।'

'মনে হয় গঙ্গার ঘাটে, মোচ্ছব তলায়, শ্মশানে-পাকুড়তলায় বাঁধান চাতালে।'

বড়মামা খুব তারিফ করলেন, 'মন্দ বলিস নি! উঠতেই যদি পারবে তাহলে ত খেটে খাবে। না খেতে পেয়ে সব লটকে পড়ে আছে। ঠিক বলেছিস। বড় হয়ে তুই ব্যারিষ্টার হবি। চল তাহলে মোচ্ছব তলাতেই আগে যাই।'

বড়মামা নেচে নেচে মোটর সাইকেল ষ্টার্ট করলেন। ভু, ভট্‌ভট্ শব্দে আকাশ ফেটে গেল। গাছের ডালপালা থেকে পাখি উড়ে পালাল ভয়ে। গঙ্গার দিকে রাস্তাটা যতই এগোচ্ছে ততই ঢালু হচ্ছে। ইটের গোলা, খড়ের গোলা, বাঁশের গোলা, খড়কাটা কল চলছে ঘসঘস করে।

মোচ্ছব তলাতেই আমাদের প্রথম বউনি হল। একটা লোক উদাস মুখে বসে আছে। যেন জীবনের সব কাজ শেষ। হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে। মুখে অল্প অল্প কাঁচাপাকা দাড়ি। কোটরে ঘোলাটে চোখ। শীর্ণ শীর্ণ হাত পা! ভাঙা গাল। বকের মত গলা।

'বড়মামা-আ।'

'দেখেছি।'

'সব মিলছে। তবে নাকে তিলক সেবা করেছে।'

'তা করুক। বৈষ্ণব, বুঝেছিস।' বড়মামা গাড়ির ষ্টার্ট বন্ধ করে নেমে পড়লেন। এইবার কথাটা পাড়বেন। লোকটির কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। কে তা কে। জগতে

banglainternet.com

কোনও কিছুর পরোয়া করে না। এই রকম একটা ভাব। বড়মামা প্রথমে গঙ্গাদর্শন করলেন। তারপর মোজ্জবতলায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। এইবার কি করেন দেখি।

লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নমস্কার হই।'

লোকটি বললে, 'জয় নেতাই।'

বড়মামা বললেন, 'জয় নিতাই।'

লোকটি বললে, 'দেশলাই আছে?'

'দেশলাই ত নেই।'

'সিগারেট আছে?'

'সিগারেট ত খাই না।' বড়মামা যেন খুব লজ্জা পেলেন।

'জয় নেতাই। পণ্যাশটা পয়সা হবে?'

বড়মামার মুখের দিকে চেয়ে মনে হল আশার আলো ফুটেছে। এতক্ষণে লোকটি এমন একটা জিনিস চেয়েছে যা বড়মামার কাছে আছে। পকেট থেকে একটা গোল টাকা বের করে লোকটির হাতে হাসি হাসি মুখে দিলেন।

'জয় নেতাই। পণ্যাশটা পয়সা আবার ফেরত দিতে হবে না কি?'

'না না, পুরোটাই আপনার। এইবার একটা কথা বলব?'

'কি? কেউ মরেচে নাকি?'

বড়মামা চমকে উঠলেন, 'কেউ মরবে কেন?'

'আমার সঙ্গে লোকের কথা মানেই ত, কেউ মরেচে, দুখী বোষ্টম, চল হে কেত্তন গাইতে হবে।'

'না না ওসব নয়, ওসব নয়। অন্য কথা। আপনি খেতে পারবেন!'

'খেতে? কি খেতে? শ্রাদ্ধ!'

'না না শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ নয়। এমনি খাওয়া। রোজের খাওয়া। ভোগ আর কি?'

'কোন্ আশ্রম! আমি চরণদাস বাবাজীর চেলা। অন্য ঘরে নাম লেখাতে পারব না। ধম্মে সইবে না।'

'আশ্রম নয়। আমার বাড়িতে।'

'কার পাচিত্তির! কি অসুখ!'

'পাচিত্তির মানে? ও বুঝেছি। প্রায়শ্চিত্ত। না-না প্রায়শ্চিত্ত নয়। জাষ্ট এমনি খাওয়া।'

'বদলে কি করে দিতে হবে? বেড়া বাঁধা, ঘুঁটে দেওয়া, চেলা কাঠ কাটা, খড় কাটা!'

'কিচ্ছু না কিচ্ছু না, ওসব কিচ্ছু না। রোজ ১টা নাগাদ যাবেন, খাবেন দাবেন, চলে আসবেন।'

'কি খাওয়া!'

'খিচুড়ি, ভাজাটা এই অজিরা কা।'

'কি ডাল ? মুসুর ডাল চলবে না। মুগ হওয়া চাই।'

'তাই হবে।'

'কি চাল ? আলো না সেদ্ধ ?'

'ধরুন সেদ্ধ।'

'হ্যাঁ সেদ্ধই ভাল। আলোতে পেট ছেড়ে দেবে। ও বেধবাদেরই চলে। রেশনের কাঁইবিচি চাল, না বাজারের চাল ?'

'বাজারের, খোলা বাজারের ভাল চাল।'

'ঘি পড়বে, না খসখসে খেসকুটে ? খিচুড়িতে ঘি না পড়লে টেষ্ট হয় না।'

'হ্যাঁ তা পড়বে।'

'শালপাতায়, না কলাপাতায়, না চটা ওঠা এনামেলের থালায় ?'

'না না, ধরুন শালপাতায়।'

'হ্যাঁ এনামেল হলে খাব না। তা শেষ পাতে একটু মিষ্টি না থাকলে জল খাব কি করে ? বোষ্টম মানুষ। একটু পায়েস হলেই ভাল হয়।'

'সপ্তাহে তিন দিন।'

'রোজ হলেই ভাল হয়। যাক মন্দের ভাল। হ্যাঁ, একটা কথা, বোষ্টমীকে নিয়ে আমরা সাতটি প্রাণী। সপরিবারে না আমি একলা !'

বড়মামার মুখ দেখে মনে হল আকাশের চাঁদ পেয়ে গেছেন, 'সাত জন ? বলে কি ? এ যে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল। না না, একা নয় একা নয়। সপরিবারে।'

'জয় নেতাই। তা হলে কবে থেকে ?'

'আজ হল গিয়ে রোববার। সোম, মঙ্গল, বুধ। হ্যাঁ বুধ ভাল বার।'

'প্রভুর নিবাস।'

বাব্বা, বড়মামা প্রভু হয়ে গেলেন। মেজমামা একবার শুনলে হয়। জ্বলে যাবেন। বড়মামা বাড়ির নির্দেশ দিতেই লোকটা বললে, 'অ, আমাদের কেদারবাবুর বড় ছেলে। সেই ছিটেল ডাক্তার।' বড়মামার মুখটা কেমন হয়ে গেল, 'ছিটেল বললেন !'

'ছিটেলকে ছিটেল বলব না ! সবাই জানে ডাক্তারটা খেয়ালী।'

'আমিই সেই ডাক্তার।'

'সে আগেই বুঝেছি। হক কথা বলব, ভয়টা কিসের। উকিল আর ডাক্তার শেষ জীবনে পারের কড়ি কুড়োতে চায় ধম্ম কম্ম করে। সারা জীবনের অধম্মের পয়সা। একজন মারে মক্কেল, আর একজন মারে রুগী। দেখেন না, আজকাল মন্দিরে আশ্রমে কত ভিড় ! সব ওই ভেজালদার কালোবাজারী, ডাক্তার, উকিল, এম এল এ, মন্ত্রী।'

ভট্ ভট্ করে মোটর বাইকে আসতে আসতে বড়মামা বললেন, 'কি রকম

ট্যাকট্যাকে কথা শুনেছিস ! ওই জন্যে লোকের ভাল করতে নেই। নেহাত সেদিন বইয়ে পড়লুম, লিভ, লাভ অ্যাণ্ড লাফ্ তা নইলে অ্যায়সা রাগ ধরছিল। যাক বরাতটা খুব ভাল। এই বাজারে সাত সাতটা লোক পাওয়া ! বাকি রইল আঠারোটা।'

'ভাববেন না বড়মামা। ঠিক যোগাড় হয়ে যাবে। একবার খবরটা ছড়াতে দিন।'

আরও টহল মারা হল। এবার আর চারে মাছ পড়ল না, যাক সাতটা পড়েছে। ভাল ক্যাচ। বড়মামার বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডারের নাম সতুবাবু। ভার দেওয়া হল আরও আঠারো জন সংগ্রহ করার। 'পারবেন ত !'

'হ্যাঃ' সতুবাবু অবজ্ঞার হাসি হাসলেন, 'আঠারো কেন, আঠারোশো ধরে এনে দিতে পারি।'

বেলা বারোটা নাগাদ লোকলস্কর নিয়ে বড়মামা নেপোলিয়নের মত মার্চ করে বাড়ি ঢুকলেন। একজন বাগানের আগাছা পরিস্কার করবে, বাঁশ বাঁধবে। একজন উনুন পাতবে। একজন দরমা ঘিরবে। মাসীমা সেই পল্টন দেখে হাঁ হয়ে গেলেন। এখনি হুকুম হবে, চা দে কুসী, চাল নে, সব ভাত খাবে।

হই হই ব্যাপার।

মেজমামা এক ফাঁকে খুব গম্ভীর মুখে আমাকে ডাকলেন, 'কি সব হচ্ছে হে! ভূতের নৃত্য !'

'খুব মজা মেজমামা। কত লোক আসবে। খাবে। দু'হাত তুলে খাবার সময় চিৎকার করে বলবে, জয় রাজা রাজেন মল্লিক।'

'রাজা রাজেন মল্লিক ! তোমার বড়মামা কি নাম পালটে ফেললে নাকি ! নাম ভাঁড়িয়ে শেষে এই অসৎ কাজে নেমে পড়ল?'

'আমি কি বলতে কি বলে ফেলেছি ! আসলে বলবে জয় রাজা সুধাংশু মুকুজ্যে।'

'রাজা ! কোথাকার রাজা ? কাম্পুচিয়ার ! টাইমটেবলটা দাও তো। এনে মেজমামার হাতে দিলুম। একটা পাতা খুলে বিড় বিড় করে পড়তে লাগলেন, 'আট নম্বর প্লাটফর্ম, রাত নটা চল্লিশ।'

'কোথায় যাবেন মেজমামা !'

'যেদিকে দুচোখ যায়।'

'সে কি ?'

'হ্যাঁ তাই। পাগলামি অনেক সহ্য করেছি আর নয়।'

'দরিদ্রসেবা পাগলামি ? অসৎ কাজ ?'

'পরে বুঝবে। এখন যেমন নাচছ নেচে যাও। সবুরে মেওয়া ফলবে। তখন মেও সামলাতে পুলিশ ডাকতে হবে।'

বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রফেসার কি বলছিল রে ?'

'বলছিলেন, অসৎ কাজের ঠেলা পরে বুঝবে কাম্পুচিয়ার রাজা।'

'অসৎ কাজ !' বড়মামা হই হই করে হেসে উঠলেন, 'হিংসে, বুঝলি, হিংসে। সারাজীবন ছেলে ঠেঙিয়ে কিছুই করতে পারল না, আমি এক কথায় ফেমাস হয়ে গেলুম। এখন পরিচয় দিতে গেলে বলতে হবে, সুধাংশু মুকুজ্যের ভাই। কোন্ সুধাংশু ? আরে সেই ডক্টর সুধাংশু—গরীবের মা বাপ।'

'মেজমামা ত রাত নটা চল্লিশের ট্রেনে যে দিকে দু-চোখ যায় সেই দিকে চলে যাচ্ছেন।'

'তাই নাকি ? হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী। ভজা, ভজা !' বড় মামার পার্শ্বচর ভজা। 'যাই বড়বাবু।'

'চাল ?'

'আ গিয়া।'

'ডাল ?'

'ও ভি আ গিয়া।'

'বহুত আচ্ছা। চা বানাও।'

ভজা গান গাইতে গাইতে চলে গেল। গোয়ালে গরু তিনটে ফ্যাল ফ্যাল করে প্রায় খালি ডাবরের দিকে তাকিয়ে আছে। কালোটা হাম্বা হাম্বা করে ডেকে উঠল। মানে, এবার দুধ দেবার চেষ্টা কর, নয়ত মালিক খুব ক্ষেপে গেছে। ন্যাজ মলে বিদায় করে দেবে।

মঙ্গলের উষা বুধে পা। সানাইটাই যা বাজল না। তা ছাড়া সবই হল। সকালে মন্ত্র পড়ে উনুন পুজো হল। বাঁশ থেকে ফুলের মালা ঝুলল ঝুলুর ঝুলুর করে। কাগজের রঙীন শিকলি চলে গেল এপাশ থেকে ওপাশে। শ্যাম জ্যেঠা বেলতলায় বসে সকাল থেকে চণ্ডীপাঠ করলেন। বড়মামা মাসীমাকে ডেকে বললেন, 'কুসী, সকালে আমি আর তোদের বাড়ি খাব না। সকলের সাথে ভাগ করে নিতে হবে অন্নপান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। আমি হর্ষবর্ধন। সঙ্গমে স্নান করে নিজের পরনের কাপড়টা পর্যন্ত দান করে দেব—।'

'তারপর নেংটি পরে কুয়োতলায় ধেই ধেই করে নাচব।' মাসীমা রেগে চলে গেলেন। মেজমামা দোতলার বারান্দা থেকে মাসীমাকে চিৎকার করে বললেন, 'ভুলে যাসনি, আমার ট্রেন রাত নটা চল্লিশে।'

ওদিকে বেলতলায় শ্যাম জ্যেঠার উদাত্ত গলা, 'রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি।' জোড়া উনুনে আগুন পড়েছে। গল গল করে ধোঁয়া উঠছে আকাশের দিকে গাছের ডালপালা ভেদ করে।

মেজমামা খুব উত্তেজিত হয়ে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে বললেন, 'সেই সাত সকাল থেকে দেহি দেহি শুরু হয়েছে। যার অত দেহি দেহি সে হবে দাতা কর্ণ।'

ছ'টা কুকুর বাড়ি একেবারে মাথায় করে রেখেছে। যত অচেনা অচেনা লোক দেখছে

bengalidownload.com

ততই ঘেউ ঘেউ করছে। মাসীমা প্লিসারিনে তুলো ভিজিয়ে কানে গুঁজে রেখেছেন। কোন কথাই শুনতে পাচ্ছেন না। সে এক জ্বালা! জল চাইলে তেল এনে দিচ্ছেন।

পেয়ারা গাছের ডালে কাঁসার ঘড়ি বাঁধা হয়েছে। সাবেক কালের জিনিস। বেলা একটার সময় ঢ্যাং করে বাজিয়ে ঘোষণা করা হবে—শুরু হল সবাই বসে পড়।

দেখতে দেখতে একটা বেজে গেল। ভজুয়া দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, চোখ বন্ধ করে, দু হাতে একটা লোহার রড ধরে ঘড়িতে ঘা মারল। সারা এলাকা কেঁপে উঠল ঢ্যাং শব্দে। আওয়াজ বটে। কানে তালা লেগে যাবার যোগাড়।

সবার আগে এল জয় নিতাইয়ের দল। সপরিবারে, হই হই করে। সকলেরই নাকে নিখুঁত রসকলি। বোষ্টম, বোষ্টমী, গেঁড়ি গেঁড়ি ছেলে মেয়ে। এটা লাফায়, ওটা ছোটে। বড়টা ছোটটার মাথায় গাঁট্টা মারে। ছোটটা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। মা সবক'টাকে ধরে পাইকারি পিটিয়ে দেয়। 'ওঁ শান্তি,' 'ওঁ শান্তি', শ্যাম জ্যেঠার আর্তনাদ।

'বসে পড় সব, বসে পড় সব।'

ফোলডিং চেয়ার উলটে চার বছরের ছেলেটা মাটিতে চিৎপাত হল। বুকের ওপর চেয়ার। পায়ার ঠ্যাং জড়িয়ে গেছে।

'জয় নেতাই পড়ে গেছেরে বাপ। খেঁচকে তোল আপদটাকে।'

'তুলসীগাছ কোন্ দিকে?'

'তুলসীগাছ কি হবে গো?' ভজুয়া জিজ্ঞেস করল।

'দূর বেটা খোট্টা। তুলসীপাতা ছাড়া ভোগ হয়!' বড়মামার তুলসীঝাড় ফাঁকা।

পঁচিশ কোথায়? পিল পিল করে লোক আসছে।

বড়মামা আঁতকে উঠলেন, 'মরেছে, এ যে রাজসূয় যজ্ঞ রে! হাঁড়ি নয় ড্রাম ড্রাম খিচুড়ি লাগবে। স্টপ দেম। অ্যানাউনস করেছে, পঁচিশ জনের বেশী নয়। গেটটা বন্ধ করে দে রাসকেল ভজুয়া।'

'গেট বন্ধ করে আটকান যাবে না ডাগদারবাবু? গেট টপকে চলে আসবে।'

'ধাক্কা মেরে বের করে দে।'

'মেরে শেষ করে দেবে বাবু।'

বড়মামা গলা চড়িয়ে বললেন, 'শুনুন শুনুন, আমাদের এই আয়োজন মাত্র পঁচিশ জনের জন্যে।'

প্রত্যেকেই চিৎকার করে উঠল, 'আমি সেই পঁচিশ জনের একজন।'

'তা কি করে হয়! এখানে অনেককেই দেখছি যাঁরা টেরিকটের প্যান্টশার্ট পরে এসেছেন। বড় বড় চুল। দে আর নট গরীব।'

চিৎকার উঠল 'আমরা মডার্ন গরিব। বেকার বসে আছি বছরের পর বছর।'

'আমি মডার্ন গরীব বেছে নেব।'

'বেছে নেব মানে? এটা কি স্টেট লটারি? কে বেছে নেবে?'

বড়মামা খুব অসহায়ের মত বললেন, 'সে কি রে বাবা এরা যে দেখছি তেরিয়া হয়ে উঠছে, বেশ জোর যার মুলুক তার। আপনারা পঁচিশজন বাকি সকলকে ঠেকিয়ে রাখুন। তাজিয়া কাজিয়া যা হয় নিজেরাই ফয়সালা করুন।'

মার, মার, হই, হই, রই, রই। হে রে রে রে করে লোক ঢুকছে। যেন দশ আনার টিকিটের সিনেমার কাউন্টার খোলা হয়েছে। ভজুয়া পালাতে পালাতে বললে 'আরও আসছে বাবু। নারায়ণকা জুলুস নিকলেছে আজ।'

শ্যাম জ্যেঠা পালাতে পালাতে বললেন, 'সুধাংশু, প্রাণে যদি বাঁচতে চাও পেছনের দরজা দিয়ে পালাও।'

বড়মামা ভয়ে পেছতে পেছতে বললেন, 'য পলায়তি স জীবতি।'

ব্যাপারটা ঘুরে লাগের মত হয়ে গেল। যে পারে সে নিয়ে থাক।

চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়ে গেছে। বাঁশের খুঁটি উপড়ে ফেলেছে। একপাশের সামিয়ানা কেতরে গেছে। পেছনের দরজা দিয়ে রাস্তায় পড়ে বড়মামার লাল মোটরবাইক তীরবেগে পশ্চিমে ছুটছে।

মেজমামা কাঁপতে কাঁপতে টেলিফোন ডায়াল করছেন।

'হ্যালো থানা। নরনারায়ণে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে। বড় বড় থান ইট ছুঁড়ছে। ও সেভ আস, সেভ আস।'

ছ'টা কুকুর বাগানে নেমে পড়েছে খেপে গিয়ে। মাসীমার কানে অ্যায়সা তুলো ঢুকেছে কিছুতেই বের করতে পারছেন না। মাথার কাঁটা, দেয়াশলাই কাঠি যতই খোঁচাখুঁচি করছেন গ্লিসারিন তুলো ততই ভেতরে চলে যাচ্ছে। কেবল বলছেন, 'এখনও চণ্ডীপাঠ হচ্ছে, শিলা বৃষ্টি হচ্ছে না কি রে!'

আর দাঁড়াতে পারছি না। আমার পা কাঁপছে। প্যাঙিমোনিয়াম! আরে দূর মশাই হারমোনিয়াম নয় প্যাঙিমোনিয়াম!

banglainternet.com

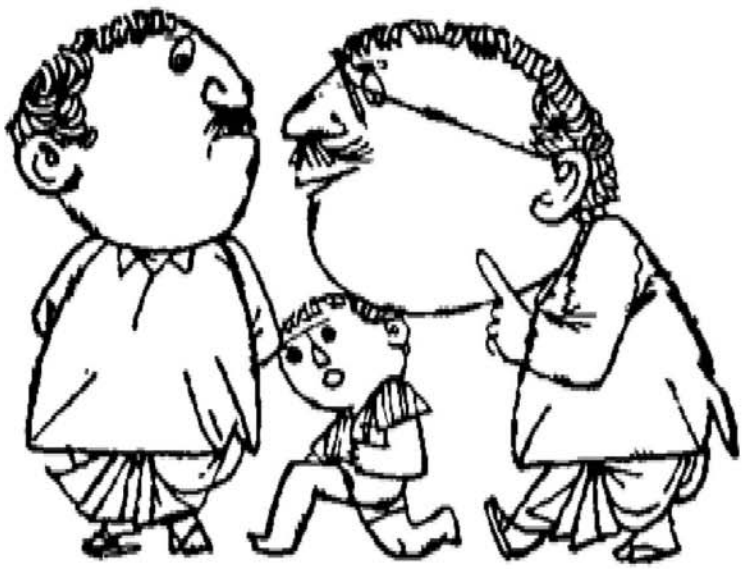

উৎপাতের ধন চিৎপাতে

জগন্নাথ গোস্বামীর গাড়িটা বড়মামা শেষে কিনেই ফেললেন।

বড়মামার যাঁরা ভালো চান, তাঁরা সকলেই বারণ করেছিলেন, 'সুধাংশু কাজটা ভালো করলে না। জগন্নাথ ঘোড়েল লোক। বোকা পেয়ে তোমার মাথায় টুপি পরাতে চাইছে। গাড়িটা পেট্রলে চলে না। ইঞ্জিনের অশ্বশক্তিতে নড়তে দেখিনি। মনুষ্যশক্তিতেই এতকাল চলে এসেছে। কিনতে হয় নতুন গাড়ি কেনো তোমার কি বাপ, অত ঠেলাঠেলির লোক আছে! ধড়ুধড়ে জিনিস। খোলটাই আছে। ভেতরে আত্মা নেই।'

জীবনে যে মানুষ কারুর কথাই শোনেননি, শুধু নিজের কথাই শোনাতে চেয়েছেন তিনি বুক ঠুকে গাড়িটা কিনেই ফেললেন।

গাড়ি সোজা চলে গেল কারখানায়। ছিল কালো, ফিরে এল গাঢ় বাদামী হয়ে। ফোম লেদারের ঝকঝকে গদি। বামপারে মরচে ধরেছিল, নিকেল পড়ে ঝকঝকে হয়েছে। হাতল-টাতল সব ঝিলিক মারছে কাঁচে আধুনিক স্টিকার! ঘোড়া ছুটছে। বড়মামার ইচ্ছে গাড়ি চলবে কীর্তনের সুর ছড়াতে ছড়াতে।

'তুই একবার ভেবে দেখ পিন্টু, কারুর পাশ দিয়ে হুস্ করে গাড়ি বেরিয়ে গেল, কানে ঠোক্কর মারলো ইঞ্জিনের শব্দ নয়, প্রেমদাতা নিতাই। পৃথিবীতে প্রেমের বড় অভাব রে!'

মেজমামা বললেন, 'তোমার এই কীর্তনাঙ্গ গাড়ি চলবে না দাদা। আসল যে ইঞ্জিন সেইটাই তো নেই।'

'কি করে বুঝলি মেজো? তুই তো সারাজীবন ফিলজফি পড়িয়ে এলি। ঈশ্বর আছেন না নেই। আজ পর্যন্ত সে সমস্যার সমাধানও হল না। ইঞ্জিনের তুই কি

বুঝিস ?'

'সবাই বলছে।'

'আজও তুই প্রতিবেশীদের চিনলি না। প্রতিবেশী মানে প্রতিবাঁশি। বেসুরে বাজাই হল তাদের কাজ। বাগড়া ছাড়া তারা আর কি দিতে জানে ? এই গাড়ি চেপে তুই কলেজ যাবি। কুসী স্কুলে যাবে। আমার কুকুর ডগ-হসপিটালে যাবে। ছুটির দিনে আমরা সবাই মিলে পিকনিকে যাবো। জীবনটা একেবারে অন্যরকম হয়ে যাবে। সায়েবদের মত। লোকের কথায় নেচো না ব্রাদার। কানপাতলা লোক জীবনে সুখী হতে পারে না।'

মেজমামা বললেন, 'ভালো হলেই ভালো, তবে দশ হাজার টাকায় গাড়ি হয় না দাদা। ছ্যাকড়া গাড়ি হতে পারে।'

'আচ্ছা দেখাই যাক না কি হয়। নো রিস্ক, নো গেন। ইংরেজিটা ভোলোনি নিশ্চয় ?'

বড়মামা একটা ফ্ল্যানেলের টুকরো দিয়ে গাড়ির পালিশকে আরও পালিশ করতে লাগলেন। পেয়ারের কুকুর লাকি পাশে দাঁড়িয়ে ন্যাজ নাড়ছে। আমার দায়িত্ব লাকির ওপর নজর রাখা। লাকির স্বভাব হল, আদরের জিনিসে সামনের দুটো পা তুলে দিয়ে পেছনের পায়ে খাড়া হয়ে জিভ বের করে হ্যা হ্যা করা। মানুষের গায়ে আঁচড় লাগলে হরেক রকম ওষুধ আছে। গাড়ির পালিশে আঁচড় লাগলে একমাত্র ওষুধ আবার পালিশ চড়ানো।

নিকেলের হাতল ঘষতে ঘষতে বড়মামা লাকিকে অনবরত সাবধান করে চললেন, 'লাকি খুব সাবধান, পা তুলবে না !'

আমার একটাই প্রশ্ন, আজ পর্যন্ত যার সঠিক উত্তর কারোর কাছেই পেলুম না কুকুরের চারটেই পা, না সামনের দুটো হাত পেছনের দুটো পা ?

প্রশ্নটা বড়মামাকে আবার একবার করতুম, সুযোগ পেলুম না। বাঘাদা এসে গেলেন। বড়মামাকে গাড়ি চালানো শেখাবেন। সাংঘাতিক চেহারা। রয়াল বেঙ্গলের মত গোঁফজোড়া। প্রায় ফুট-ছয়েক লম্বা। ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি। বাঘের মত গলা। টাইট প্যান্ট-জামা পরা। আমাকে একটা টুস্‌কি মারলে উলটে পড়ে যাব। লাকি যথারীতি হাত তিনেক পেছিয়ে গিয়ে ঘেউ-ঘেউ শুরু করল।

বাঘাদা বললেন, 'আপনার কুকুরটা আমাকে দেখলেই অমন করে কেন বলুন তো ?'

বড়মামা বললেন, 'ওর তো দৈত্য দেখার তেমন অভ্যাস নেই। দু-একদিন দেখতে দেখতেই অভ্যাস হয়ে যাবে।'

বাঘাদা বাঘের মত গলায় হেসে উঠলেন। লাকি আরও একপা পেছিয়ে গিয়ে আরও জোরে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

boiRboi.blogspot.com

মাসীমা দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললেন, 'তোমরা সাত সকালেই কি আরম্ভ করলে ? লোকে সকালে প্রভাতী গান শোনে, কীর্তন শোনে, এ বাড়ির যেন সবই অদ্ভুত। রাতে ছুঁচোর কীর্তন, সকালে কুকুরের কনসার্ট।'

বাঘাদা ওপর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাকে ঠিক সহ্য করতে পারছে না দিদি।'

'তোমাকে নয়, তোমার ওই কাঠবেড়ালীর ল্যাজের মত গোঁফ ও সহ্য করতে পারছে না। কাল আসার আগে কামিয়ে এসো।'

মাসিমা ভেতরে চলে গেলেন। বাঘাদা করুণ গলায় বললেন, 'আচ্ছা সুধাংশুদা, আমার ভেতরে কি একটা চোর আছে ? শুনেছি কুকুর মানুষ চিনতে পারে !'

'তুমি কি আচার চুরি করে খাও ?'

'ছেলেবেলায় খেতুম।'

'অ্যায়, ঠিক ধরে ফেলেছে। কুকুরের নাক বড় সাংঘাতিক। আমি যেদিন সিরাপ চুরি করে খাই, আমাকে খুব ধমকায়।'

'সিরাপ চুরি ?'

'ওই যে গো, ডাক্তারখানায় সিরাপ থাকে না, মিশ্চচার তৈরি হয়। ওই জিনিসটার ওপর আমার অনেকদিনের লোভ, যেই দেখি কম্পাউন্ডার চা কি সিগারেট খেতে গেছে অমনি বোতল খুলে খানিকটা মুখে ঢেলে দি।'

'সিরাপ তো আপনার নিজেরই জিনিস, নিজে খেলে চুরি করা হয় না কি ?'

'ধুস, সিরাপ তো রুগীদের। মাঝে-মাঝে কম্পাউন্ডার ধরে ফেলে, কি হল, এই দেখে গেলুম আধ বোতল সিরাপ এরই মধ্যে সিকি বোতল হয়ে গেল ! আমি ভয়ে চুপ করে থাকি। ফ্যাঁস-ফোঁস করে খুব মন দিয়ে রুগীর ব্লাড-প্রেসার দেখতে থাকি। চুরি করে খাওয়ার যে কি আনন্দ কুকুর বুঝবে কি করে !'

বাঘাদা বললেন, 'চলুন এইবার বেরিয়ে পড়া যাক। এরপর রাস্তাঘাট আর ফাঁকা পাওয়া যাবে না।'

বাঘাদা স্টিয়ারিং-এ, বড়মামা পাশে। আমি পিছনে। লাকিও আসার জন্যে বায়না ধরেছিল। বেশ মোটা একটা মাংসের হাড়ের লোভ দেখিয়ে হরিয়ার কোলে তুলে দিয়ে আসা হয়েছে।

গাড়ি বি-টি রোডে বেরিয়ে এল। সবে রোদ উঠেছে। চারপাশ ঝকঝক করছে। দু-চারটে লরি হুস-হাস করে আসছে যাচ্ছে। গাড়িটাকে রাস্তার বাঁ-পাশে দাঁড় করিয়ে বাঘাদার সঙ্গে বড়মামার জায়গা বদল হল। বাঘাদা এক রাউন্ড বক্তৃতা দিয়ে নিলেন ক্লাচ কাকে বলে, ব্রেক কোন পায়ে, গিয়ার কাকে বলে।

বড়মামা বললেন, 'হাত-পা কেন কাঁপছে বলো তো ?'

'ভয়ে। ও ভয় এখুনি কেটে যাবে। ভয়ের কি আছে ! একটা জিনিস শিখিয়ে দি, অসুবিধে দেখলেই থেমে পড়বেন, থামার আগে জানালা দিয়ে ডান হাতটা বের

করে দেবেন।'

'তার মানে ?'

'মানে বুঝবে পেছনের গাড়ি। মানে তোমরা পাশ দিয়ে এগিয়ে পড় আমি একটু বিপদে পড়েছি। আপনাকে রোডসাইনের যে বইটা দিয়েছি সেটা ভালো করে দেখেছেন ? নো রাইট টার্ন, নো লেফট টার্ন, ক্রসিং অ্যা-হেড।'

'ও আমি সব দেখে নেবো। এখন তো আর লাগছে না। এখন তো সোজা যাবো, সোজা ফিরে আসব।'

'না না, ওটা আপনি সবার আগে ভালো করে বুঝতে শিখুন। সোজা রাস্তায় সব সময় চলা যায় না। জীবন অত সোজা নয়। পদে পদে বাঁক, ক্রসিং, বাম্প।'

বড়মামা ক্লাচ ছাড়লেন, গাড়ি সাংঘাতিক রকমের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উল্কার বেগে সামনে এগিয়ে গিয়ে আবার একটা ঝাঁকুনি মেরে থেমে পড়ল। স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। ঝড়ের বেগে একটা লরি দু-ইঞ্চি তফাত দিয়ে চলে গেল। আমি ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলেছিলুম।

বাঘাদা জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি করলেন ?'

'কি জানি কি করলুম, কোন্ পা কোথায় চলে গেল !'

'কোন্ পা কোথায় চলে গেল মানে ? একটা পা ক্লাচে, একটা পা ব্রেকে, স্টিয়ারিং-এ গিয়ার। এই তো আপনার মোট তিনটে যন্ত্র। এটা ছাড়বেন, প্রয়োজন হলে ওটা চাপবেন।'

'আমি ভুলে লেফট-রাইট করে ফেলেছিলুম। অনেক দিনের অভ্যাস তো।'

'এখুনি তো আমরা তিনজনই মারা পড়তুম।'

'তুমি তো আমার পাশেই আছ।'

'পাশে আছি, কিন্তু ধারে তো নেই !'

'নাও, নাও অনেক বকেছ। আর ভুল হবে না।'

গাড়ি স্টার্ট নিয়ে আবার চলতে শুরু করল। একটু লগবগ করলেও বেশ চলেছে। সোজা রাস্তা চলে গেছে ব্যারাকপুরের দিকে। টিটাগড়ের কাছে এসে হঠাৎ গোঁত করে রাস্তার বাঁ পাশ থেকে ছুটে সোজা নেমে গেল পাশে। স্টিয়ারিং নিয়ে শিক্ষক আর ছাত্রের যুদ্ধ চলছে। ধামা, কুলো, ধুনুচি সাজানো ছিল, মড়মড় করে মাড়িয়ে দরমার বেড়া ঠেলে গাড়ি সোজা ঢুকে পড়ল আটচালায়। চারদিকে গেল গেল শব্দ।

একটা উনুনের দু-হাত দূরে গাড়ি থেমে পড়ল। মনে হচ্ছে দরমার বাড়ি। যমদূতের মত গোটা চারেক লোক চারপাশে দাঁড়িয়ে। নামলেও মারবে, না নামলেও মারবে। এত বিপদেও বাঘাদার সেই এক প্রশ্ন, 'এটা কি করলেন ?'

মারমুখী লোক চারটির একজন বড়মামার রুগী। বড়মামা লোক বুঝে, অবস্থা বুঝে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেন। এ সেই রকম একজন রুগী। বড়মামাকে দেখেই

boiRdownload.com

চিনেছে, 'আরে ডাক্তারবাবু যে!'

বড়মামা হাসিমুখে দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। যেন প্লেন থেকে পাইলট নেমে এল। বড়মামা বললেন, 'রামু হিসেব কর কত টাকা গেল।'

রামু বললে, 'হিসেব পরে হবে। রামজী আপনাকে পাঠিয়েছেন। 'ওই দেখুন, আমার বহু বোখার হয়ে পড়ে আছে।'

হাত-পাঁচেক দূরে মাচার ওপর একজন মহিলা শুয়ে আছেন আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে। গাড়ি আর কিছু দূর এগোলেই অসুখ সেরে যেত!

রুগীর মুখ দেখেই বড়মামা বললেন, 'ম্যালেরিয়া। পিলে বেশ বড় হয়েছে রে। ডিসপেনসারিতে আয় ওষুধ দিয়ে দেবো। এক পুরিয়ার ব্যাপার।'

রুগী দেখতে দেখতে হিসেবও হয়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ শ-তিনেক টাকা।

বাঘাদা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, 'ছ-টা দরমা আর গোটা কতক ঝুড়ির দাম তিনশো টাকা? ভালোমানুষ পেয়ে টুপি পরাতে চাইছ? ধর্মে সইবে?'

'ধর্ম-টর্ম বলবেননি বাবু, দিন-কাল কি পড়েছে?'

বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ তা তো বটেই। তা তো বটেই।'

'তা তো বটেই?' বাঘাদা হুঙ্কার ছাড়লেন। 'ওই দরমা আর ঝুড়ি সব আমি নিয়ে যাবো।'

'আঃ বাঘা নীচ হয়ো না।' বড়মামা শাসনের গলায় বললেন।

'রাখুন মশায় আপনার নীচ। মূল্য যখন ধরে দিতেই হবে, মাল আমাদের।'

'কি করবে?'

'পুড়িয়ে দেবো, জ্বালিয়ে দেবো।'

বাঘাদার গোঁ বাবা। দরমা আর ভাঙা ঝুড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো নটার সময়! এবার আর বড়মামা নয়, বাঘাদাই গাড়ি চালালেন। রাস্তার দু'পাশ থেকে বড়মামার যাঁরা চেনা তাঁরা চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'ভালো সওদা হয়েছে ডাক্তারবাবু। তবে একটু দেখেশুনে আস্ত মাল কিনতে পারলে আরও ভালো হত!'

মাসীমা বাগানে খরগোশদের ঘাস খাওয়াচ্ছিলেন; দেখেই হই-হই করে উঠলেন, 'একি, একি? মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা তোলা গাড়ি না কি? এ সব কোথা থেকে তুলে নিয়ে এলে?'

বাঘাদা বললেন, 'তুলে আনিনি। কিনে এনেছি দিদি। তিনশো টাকা দাম।'

মেজমামা আমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে একমনে জগিং করছিলেন। তিনশো মনে হয় এখনও হয়নি। মাঝপথেই থেমে পড়লেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'মাথায় আবার কি ব্রেন্‌ওয়েভ খেলে গেল, ভাঙা কঞ্চি আর বাঁখারি দিয়ে কি বানাবে, গ্রীন হাউস?'

বড়মামা এতক্ষণে কথা বললেন, 'আরে না রে বাবা। এরা চাপা পড়েছিল। এসব

হল ডেড-বডি, ক্যাজুয়েলটিস ?'

'অ্যাঁ বলো কি, এক চাপাতে অনেক নামিয়েছ তো, প্রায় লরির রেকর্ড।'

মাসীমা বললেন, 'উঃ, মানুষ হলে কি করতে ? তোমাকে নিয়ে আর পারি না বড়দা। তোমার ভাবনা ভাবতে ভাবতে আমার রাতের ঘুম গেছে। মেজদা তুমি বললে কিছু ভাবিসনি কুসী ও গাড়ি চলবে না। গাড়ি চলছে না শুধু চাপা দিয়ে বেড়াচ্ছে।'

বাঘাদা বললেন, 'চাপা নয়, ভাঙা দিদি। এটা একটা দরমার ছাউনির ভাঙা অংশ। আমরা ভেঙে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলুম। আপনি কলও বলতে পারেন। ওরা মনে মনে ডাক্তারবাবুকে ডাকছিলেন। গাড়ি একেবারে রুগীর বিছানার পাশে গিয়ে থামল। ডাক্তারবাবু নেমেই রুগীর নাড়ী টিপে ধরলেন। ভালো ডাক্তার তো, শুধু ওষুধের ব্যবস্থা নয়, তিনশো টাকা দিয়ে পথ্যের ব্যবস্থাও করে দিলেন।'

'ভিটে-মাটির যেটুকু আছে সেটুকু এবার খেসারত দিতে দিতেই শেষ হয়ে যাক। তারপর একদিন ভালো করে পাবলিকের হাতে আড়ং-ধোলাই হোক। তবে যদি তোমার চেতনা হয় !'

মেজমামা আবার জগিং-এর জন্যে প্রস্তুত হতে হতে বললেন, 'তুমি চালিয়ে যাও বড়দা। এইভাবে রেকর্ড করতে করতে একদিন তুমি ট্রাক-ড্রাইভার হতে পারবে। এখন থেকে পাগড়ি বাঁধাটা অভ্যাস করে রাখো, খইনি ধরো, তোমার ব্রাইট ফিউচার।'

মেজমামা লাফাতে শুরু করলেন এক-দুই-তিন।

বাগানের একপাশে ধামা ধুচুনি দরমা ভাঙা পড়ে রইল। গাড়ি ব্যাক করে ঢুকে গেল গ্যারেজে। বাঘাদা হাসি হাসি মুখে মাসীমাকে বললেন, 'দিদি অনেক বকেছেন, এবার বেশ বড় এক কাপ চা।'

bengalidownload.com

॥ ২ ॥

দিন পনের হয়ে গেল, বড়মামা গাড়ি চালানো শিখছেন। মাসীমা আমাকে আর বড়মামার সঙ্গে যেতে দেন না। বিপদ হলে কে দেখবে ! তাছাড়া সকালে লেখাপড়া করবে না বড়দের সঙ্গে হই-হই করে বেড়াবে। বাঘাদা বলছেন বড়মামার হাত পা দুটোই নাকি বেশ ধাতে এসে গেছে।

আজ রবিবার। পড়ার ছুটি। বড়মামা বললেন, 'কুসী বাঘা সার্টিফিকেট দিয়েছে। আজ আমি পিন্টু আর লাকিকে নিয়ে বেরোই ? ছেলেটা রোজ মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আর লাকিটা একদিনও গাড়ি চাপেনি। কুকুর বলে কি মানুষ নয় !'

বাঘাদা বিশাল গলায় বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ আজ ওরা চলুক। ঘরে থেকে থেকে সব ঘরকুণো হয়ে যাচ্ছে। এ যুগ হল ফাইটিং-এর যুগ। কিন্তু— !'

কিন্তুতে এসে বাঘাদা কেমন যেন কিন্তু কিন্তু হয়ে গেলেন।

বড়মামা বললেন, 'থামলে কেন, শেষ করো, শেষ করো।'

'কিন্তু লাকি যদি পেছন থেকে ঘাড়ে ঘ্যাঁক করে দেয়!'

'আমার কুকুর সে কুকুর নয় বাঘা। ও মানুষ হলে নেতা হত, বুঝলে! ধমকায়, ভয় দেখায়, কদাচ কামড়ায় না। চলো বেরিয়ে পড়ি। হাত পা নিসপিস করছে।'

মাসীমা হ্যাঁ না বলার আগেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম। লাকি চনমন করছে। বেড়াতে যাবার নাম শুনলেই আনন্দে আটখানা! পেছনের ডান পাশের জানলায় লাকির জিভ বের করা মুখ। বাঁ পাশের জানালায় আমার মুখ। ফরফর করে গাড়ি চলছে। জানি না এই কদিনে বড়মামা কি করেছেন। তবে অনেককেই দেখলুম, গাড়ি দেখে হয় নর্দমা টপকে রকে, না হয় খুব দ্রুত পা চালিয়ে কোনও দোকানে ঢুকে পড়ছে।

বাঘাদা খালি বলছেন, 'অত শক্ত হচ্ছেন কেন? বেশ নরম হয়ে চালান, নরম হয়ে চালান।'

আজ আবার গান চলেছে, 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।'

শুকচর চলে গেল, গেল চলে সোদপুর। টিটাগড়ের সেই ধামা-ধুচুনি-ভাঙা জায়গাটা পার হয়ে গেল। লাকি মাঝে মাঝে নেচে উঠছে। বাতাসে ফুরফুর লোম উড়ছে। ফুটফুটে, খুশি খুশি মুখ, টুলুটুলু চোখ। গান চলেছে 'এরে পরতে গেলে লাগে, এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে॥ কণ্ঠ যে রোধ করে....।'

বড়মামা অকারণে মাঝে মাঝে হর্ণ বাজাচ্ছেন। বাঘাদা বলছেন, 'শুধু শুধু হর্ন দিচ্ছেন কেন? মিসিয়ুস্ অফ হর্ন।'

'যাঃ, ওটাও তো রপ্ত করতে হবে। শিখছি যখন সব ভালো করেই শিখব। ফাঁকিবাজি আমার কোষ্ঠিতে নেই। সাফল্যের চাবিকাঠি কার হাতে? নিষ্ঠার হাতে।'

কথা শেষ করেই একবার হর্ন দিলেন। বাঁ পাশ দিয়ে ভুঁসকো চেহারার গোটা কতক মোষ যাচ্ছিল; একটা ভীতু মোষ চমকে লাফিয়ে উঠতেই, লাকি বিকট সুরে ঘেউ ঘেউ করে পেছনের আসন টপকে একেবারে সামনের আসনে।

তারপর পর পর সব ঘটতে লাগল। গাড়ি কোণা মেরে রাস্তা ছেড়ে গড়িয়ে একটা মাঠে নেমে গেল। বাঘাদা বলছেন, 'ব্রেক ব্রেক।'

বড়মামা বলছেন, 'ব্রেক কোন্‌টা, ক্লাচ কোন্‌টা?'

লাকি বলছে, 'ঘেউ ঘেউ।'

স্টিরিও বলছে, 'কণ্ঠ যে রোধ করে সুর তো নাহি স্বরে।'

ওদিকে হু হু করে এগিয়ে আসছে একটা জলা। কচুরিপানা ভাসছে। আমার বেশ মজা লাগছে। মনে হচ্ছে ইংরেজি সিনেমা দেখছি।

বাঘাদা কোনও রকমে পা বাড়িয়ে, হেলে কাত হয়ে কি একটা করলেন। পুকুড়পাড়ে এসে গাড়ি থেমে পড়ল। চান করা আর হোলো না।

বড়মামা হাসি হাসি মুখে বললেন, 'কি রকম হোলো ?'

বাঘাদা বললেন, 'দারুণ, তুলনাহীন ! আর একটু হলেই ভরাডুবি হত।'

বড়মামা নেমে পড়লেন, 'আঃ কি সুন্দর ! সবুজ সবুজ, যেন সবুজের সাহারা। ঘাসের গন্ধ, জলের গন্ধ, মাটির গন্ধ। মাথার ওপর নীল আকাশ উপুড় হয়ে আছে ! ফড়িং দেখেছো ফড়িং ?'

বাঘাদা বললেন, 'আপনি প্রাণ খুলে ফড়িং দেখুন। আমি ততক্ষণ বেল ঘর থেকে একটা ক্রেন নিয়ে আসি। টো করে গাড়িটাকে ওপরে তুলতে হবে।'

বড়মামা করুণ মুখে বললেন, 'তুমি কখন ফিরবে ?'

'তা তো বলতে পারছি না।'

বাঘাদা দূরে ক্রমশ ছোট হতে হতে একটা পুতুলের মত হয়ে গেলেন। গাড়ির ভেতরে গান বাজছে, 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।'

বড়মামা হঠাৎ আনন্দে লাফাতে লাফাতে বললেন, 'উঃ ! কোথায় নেমে এসেছি দ্যাখ। একবার তাকিয়ে দ্যাখ। রাস্তাটা মনে হচ্ছে পাঁচতলা উঁচুতে।'

জিপ হাতে দু'জন এদিকেই আসছেন। বড়মামা বললেন, 'সেরেছে, চেনা হলেই বিপদ।'

চেনা হবে না মানে ! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বড়মামার রুগী ছড়িয়ে আছে।

'আরে ডাক্তারবাবু যে ! দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'গাড়ি চান করাচ্ছেন ?'

'না হে না এসেছিলুম মাছ ধরতেই, তোমাদের চিন্তায় আজকাল সব ভুলে যাই। এখন দেখছি ছিপ আনতেই ভুলে গেছি।'

'আর তার জন্যে মাছ ধরা আটকাবে ? আমরা কি করতে আছি ! একস্ট্রা ছিপ আছে। চলুন বসে যাই। আপনার খুব সাহস ডাক্তারবাবু, গাড়ি নিয়ে নামলেন কি করে ?'

বড়মামা বীরের মত হাসলেন, হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে পুকুর ধারে চলে গেলেন। হয়ে গেল আজ। বড়মামার সাংঘাতিক মাছধরার নেশা। একবার বসে পড়লে, সহজে আর উঠছেন না।

'লাকি, আজ আমাদের উপোস।'

লাকি উত্তরে আমার গাল চেটে দিল। কখন যে বাঘাদা আসবেন ক্রেন নিয়ে, ঈশ্বরই জানেন। মাসীমার কথা শুনলে এই দুর্ভোগ আর হত না। এতক্ষণ ছাদে উঠে চাঁদিয়াল ঘুড়িটা ওড়াতুম ফড়ফড় করে। বড়মামা ওদিকে চার করে ছিপ নিয়ে বসে পড়েছেন। চচ্চড়ে রোদ উঠেছে। আকাশ একেবারে ঘন নীল। হাত নেড়ে রঙ বেরঙের ঘুড়িকে ডাকছে—আয়, আয়, উঠে আয় আমার বুকে। পকেটে একটা চকোলেট আছে। মুখে ফেলতে পারছি না লাকির জন্যে। ও বেচারা কি খাবে ?

banglabookdownload.com

মনে মনে বাঘাদাকে ডাকতে লাগলুম। বাঘাদা এসো, বাঘাদা এসো। ডাকের কোনও জোর নেই। ঘন্টা ছয়েক পরে বাঘাদা এলেন পান চিবোতে চিবোতে। সঙ্গে ক্রেন নয়, ভীম ভবানীর মত চারটে লোক, মোটা একটা কাছি। আমার কাছে এসে বললেন, 'ফাসক্লাস।'

'কি ফাসক্লাস ?'

'তরুণের দোকানের ফিসফ্রাই। এক একটা প্রায় আধ হাত চওড়া। স্যালাড আর রাই দিয়ে খেতে যা লাগল না, টেরিফিক। অনেক ঝামেলা তো, তাই গায়ে একটু জোর করে নিলুম। পেটে খেলে পিঠে সয়। সুধাংশুদা গেলেন কোথায় ?'

'ওই তো মাছ ধরতে বসে গেছেন।'

'অ্যাঁ, একেই বলে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। যাক আমার কাজ আমি করে যাই।'

পেছনের বাম্পারে দড়ি বাঁধা শুরু হল। সে এক এলাহি ব্যাপার। লাকি তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করছে। এক দৈত্যতেই ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়। সামনে পাঁচ-পাঁচটা দৈত্য।

একজন দৈত্য বললে, 'ইতনা চিল্লাতা কেঁউ।'

লাকি উত্তর দিলে, 'ঘেউ-ঘেউ।'

বেলা বারোটার সময় আমরা তিনজনে বাড়ি ফিরে এলুম। বড়মামা পুকুর ধারেই রয়ে গেলেন। কার ক্ষমতা ওঠায়। মাসীমার ভয় দেখালুম, তাতেও কোনও ফল হল না। হাত নেড়ে বললেন, 'তোমার মাসীমাকে গিয়ে বলো, আমি হারিয়ে গেছি, এ লস্ট চাইল্ড।'

মাসীমা শুনে বললেন, 'দাঁড়া, আমি ওই গাড়ি টুকরো টুকরো করে জলে ভাসিয়ে দেবো। বড়কত্তার বড় বাড় বেড়েছে।'

মেজমামা বললেন, 'কি করে খুলবি ?'

'হাতুড়ি মেরে তাল তুবড়ে দোবো। এতবড় সাহস, বলে কিনা তোমার মাসীমাকে বলো, আমি হারিয়ে গেছি। হারাচ্ছি দাঁড়াও আমাকে চেনে না ?'

তিন সেন্টিমিটার একটা মাছ হাতে সন্ধ্যের মুখে বড়মামা বাড়ি ঢুকলেন। সারাদিনের রোদে আর মাসীমার ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে। ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কুসী কোথায় ?'

'বাথরুমে চান করছেন।'

'মেজাজ ?'

'ফায়ার। বলেছেন, নিলডাউন করিয়ে রাখবেন আপনাকে, আর গাড়িটাকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে দেবেন জলে।'

'এসে কি বলেছিস ?'

'যা বলেছিলেন।'

'ইস্, এখন কি হবে? কে আমাকে বাঁচাবে? মশারি ফেলে শুয়ে পড়ি। খোঁজ করলে বলবি, হাই ফিভার। তোর কাছে রসুন আছে?'

'রসুন কি করবেন?'

'সেই যে ছেলেবেলায় যেমন করতুম। বগলে চেপে শুয়ে থাকব। দেখতে দেখতে জ্বর এসে যাবে।'

॥ ৩ ॥

বাঘাদা বটতলায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'নাঃ আপনার হাত মোটামুটি ভালই হয়েছে। এখন দরকার সাহস।'

বড়মামা হাসলেন, 'সাহস? পৃথিবীতে কুসীকে ছাড়া আমি কাউকে ভয় পাই না বাঘা।'

গাড়ির পেছনে একটা এল অক্ষর লেগে গেছে, বড়মামা লাইসেন্স পেয়ে গেছেন।

'আপনাকে ব্যাকগিয়ারটা আর একটু ভাল করে সাধতে হবে।'

'এখন থেকে দিনকতক তাহলে অনবরত পেছন দিকেই চালাই।'

'না, তার দরকার নেই। সেটা আবার বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। গ্যারেজ থেকে বার করতে গ্যারেজে ঢোকাতে ঢোকাতেই অভ্যাস হয়ে যাবে। আজ গাড়িটা আপনি একা বের করুন। দেখি কেমন পারেন।'

গ্যারেজের উল্টো দিকে নিত্যবাবুর বাড়ি। রাস্তাটা তেমন চওড়া নয়। বাঘাদা একবারেই গোঁত করে বের করে ফেললেন। বড়মামা স্টার্ট দিলেন। স্টিয়ারিংকে নমস্কার করলেন। বাঘাদা সামনে দাঁড়িয়ে হাতের ভঙ্গি করে নির্দেশ দিচ্ছেন।

বাঘাদা যে ভাবে বের করেন, বড়মামা সেই ভাবে ওস্তাদী কায়দায় সাঁৎ করে ঘুরে বেরোবার চেষ্টা করলেন। হলো না। বাঘাদা লাফিয়ে সরে গেলেন। গাড়ি ক্যারাচে হয়ে নিত্যবাবুদের দেয়ালে ধাক্কা মারার আগেই বড়মামা ব্রেক কষলেন। গাড়ি টুক করে দেয়ালে ঠোক্কর মারল।

সাহসী বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক করলেন। এবার গাড়ির পেছন দিকটা গ্যারেজের দেয়ালে লেগে গেল। তারপর সামনে পেছনে পরপর এমন সব কায়দা করলেন, দু'বাড়ির দেয়ালের মাঝে গাড়ি কোণাকুণি আটকে গেল। এগোতেও পারে না, পেছতেও পারে না।

বাঘাদা স্টিয়ারিং-এ বসে নানা ভাবে চেষ্টা করলেন। ঘেমে নেয়ে গেছেন। 'অসম্ভব। কি করে এমন করলেন?' বড়মামা হেসে বললেন, 'সে এক রকমের কায়দা।'

BanglaDownload.com

'কায়দা ? সারাজীবন গাড়ি এই কায়দাতেই পড়ে থাক।'

'অ্যাঁ, সে কি ? হ্যাঁ, সে কি !'

'কেন তুমি একে ম্যানেজ করতে পারবে না ? তোমার তো পাকা হাত।'

'স্বয়ং ঈশ্বর এলেও পারবেন না।'

'বাঘাদা গাড়ি থেকে নেমে এলেন।' বড়মামা চিন্তিত।

'বাঘা কী, হবে তাহলে ? ওই নিত্যবাবুর বাড়িটাকে ঠেলে একটু পেছিয়ে দিতে পারলে বেশ হত।'

'গাড়ি ঠেলা যায় সুধাংশুদা, বাড়ি ঠেলা যায় না।'

গাড়ির এ-পাশে ওপাশে ঘুরে ঘুরে দু'জনের নানা রকম গবেষণা চলেছে। বড়মামা মাঝে মাঝে হতাশ মুখে নিত্যবাবুর নতুন তিনতলা বাড়িটার দিকে তাকাচ্ছেন, পারলে ডিনামাইট দিয়ে ভেঙে উড়িয়ে দিতেন। এদিকে সারি সারি সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে পড়েছে দু'পাশে। মানুষের লাইন পড়ে গেছে। কারুর হাতে বাজারের ব্যাগ, কারুর মাথায় ঝাঁকা, কারুর কাঁধে ফুলঝাড়ু। পিঠে কাগজের বস্তা। একটি দুঃসাহসী ছেলে গাড়ির চাল টপকে চলে গেল। বড়মামা হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

সোনপাপড়িঅলা হাঁকছে, 'চাই সনপাপড়ি !'

কাগজওয়ালা হাঁকছে, 'পুরানা কাগজ।'

ফুলঝাড়ু হাঁকছে 'চাই ঝাড়ু।'

এরই মধ্যে একটি সাইকেল রিকশায় মাইক নিয়ে বসে কবিরাজী দাঁতের মাজন। তিনিও চুপ করে বসে নেই, 'দাঁত কন কন, গরম খেতে পারেন-না, ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে, মুখে দুর্গন্ধ হয়, এই কবিরাজী কালো দাঁতের মাজনটা....।'

রিকশা, সব ক'টা হাঁসের মত প্যাঁক প্যাঁক করছে !

'কি হোলো দাদা !'

বাঘাদা চিন্তিত মুখে বললেন, 'এ তো দেখছি ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম ! গ্যারেজটা ভাঙা ছাড়া উপায় নেই।'

'তাহলে যে দোতলাটাও নেমে আসবে বাঘা ?'

'উপায় কি ? কতক্ষণ এদের আটকে রাখবেন ?'

হই হট্টগোলে মাসীমা আর মেজমামা এসে গেছেন।

মাসীমা বললেন, 'যা চেয়েছিলুম তাই হয়েছে। বাঘাদা এই আপদটাকে খণ্ড খণ্ড করে লণ্ডভণ্ড করে দাও !'

বড়মামা আর্তনাদ করে উঠলেন, 'না কুসী, না !'

'না মানে ? এছাড়া আর কি উপায় আছে ? বাড়ি তুমি ভাঙতে পারবে না। তোমার এই ভাঙা গাড়ি কিন্তু ভাঙা যায়। উৎপাতের ধন চিৎপাতেই যাক।'

বড়মামার সেই গাড়ি আজও আছে। সবটাই আছে। গ্যারেজেই আছে। জুড়ে নিলেই হয়। চারটে চাকা চার দেয়ালে ঠেসানো। চলতে চায়, পারে না, কারণ ইঞ্জিন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একপাশে। গাড়ির খাঁচায় আমাদের পুষ্যি ছটা বাচ্চা নিয়ে চোখ বুজিয়ে ধ্যানস্থ। সামনের আর পেছনের গদি বড়মামার ঘরে। লাকি চাখাচাখি করছে। ফোম লেদার তেমন সুবিধে করতে পারছে না। ব্যাটারিটা খুব সার্ভিস দিচ্ছে। আলো চলে গেলে দুটো ফ্লোরেসেন্ট বাতি জ্বলে।

সবই আছে। নেই কেবল বড়মামার উৎসাহ। তিনি এখন রিসার্চ করছেন অন্য বিষয় নিয়ে। গোটা তিরিশ বাঁদর এনে বারান্দায় রেখেছেন, সার সার খাঁচায়। যুগান্তকারী একটা কিছু করবেন। নোবেল পুরস্কার নাকি আর বেশি দূরে নেই।

bengalidownload.com

তেঁতুল গাছে ডাক্তার

বিধানবাবুর গলায় ট্যাংরামাছের কাঁটা আটকে গেল। বড়মামা যখন গেলেন তখন হাঁ করে ভদ্রলোক দাওয়ায় বসে আছেন। স্ত্রী আর পুত্রবধূ দু'পাশে দাঁড়িয়ে হাতপাখা নাড়ছেন প্রাণপণে। বড়মামা গিয়ে ধমক দিয়েই দু'জনকে সরিয়ে দিলেন।

বিধানবাবুর নারকেল-তেলের ব্যবসা। প্রচুর পয়সা। তেমনি মেজাজ। সকলকেই ধমকে কথা বলেন। একমাত্র বড়মামাকেই ভয় করেন। বিধানবাবু বোয়ালের মত হাঁ করে আছেন। বড়মামা টর্চ ফেললেন। যেন কুয়োর মধ্যে আলো নেমে গেল। তারপর পাশে পড়ে থাকা বেতের মোড়ায় বসে বললেন, 'মানুষের কী ভাগ্য! সেলুনওলা সুকুমার লটারিতে সাড়ে চার লাখ টাকা পেয়ে গেল।'

বিধানবাবুর চোখ ছানাবড়ার মতো। বড়মামার কথা শুনে আঁক করে একবার আওয়াজ করে পর পর তিনবার ঢোক গিললেন সাপে ব্যাঙ গিললে যেমন হয়, গলার কাছে তিনবার ঢেউ খেলে গেল।

বড়মামা বললেন, 'কী বুঝলেন?'

'সাড়ে চার লাখ! ওরে বাবারে!'

'এখন কেমন লাগছে?'

'নিজের গালে থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করছে ডাক্তার, আমার পোড়া বরাতে একটা পাঁচটাকাও উঠল না!'

'গলার কাঁটার কী খবর?'

'কাঁটা? কী কাঁটা?'

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। আমার কাজ শেষ। গলার কাঁটা তিন ঢোঁকে সরে গেছে।

সেই বিধানবাবু আন্দামান থেকে বড়মামাকে একটা সুন্দর কোকো কাঠের ছড়ি এনে দিয়েছেন।

হঠাৎ বড়মামার আজ কী খেয়াল হল, আমাকে বললেন, 'ছড়িটা নামা।'

আলনায় ঝুলছিল একা একা। নামিয়ে আনলুম। বড়মামার কুকুর লাকি টেস্ট করতে চাইল। বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে আমাকে ধমকাতে লাগল।

'আজ ছড়ি নিয়ে মর্নিং ওয়াক হবে?'

'ইয়েস।'

'কেন, কোমরে ব্যথা হয়েছে?'

'আজ্ঞে না। এ কোমর সে কোমর নয়। আজ একটু স্টাইলে বেড়াব। সায়েবদের মত, ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে।'

চুড়িদার পাজামা, ফিনফিনে পাঞ্জাবি। হাতে ছড়ি। সাঁই সাঁই করে হাঁটছেন বড়মামা। পথের ধারের মানুষ অবাক হয়ে দেখছে। হাঁটার মত হাঁটা। পেছন পেছন আমি প্রায় ছুটছি। বেশির ভাগ কুকুর ভয়ে সরে যাচ্ছে। দু'একটা অসন্তুষ্ট হয়ে গোঁ গোঁ করছে।

আজকে বড়মামার চোখমুখের চেহারাই অন্যরকম। জ্বল জ্বল করছে। এই সময় অনেকেই বেড়াতে আসেন। বেড়াতে বেড়াতেই ডাক্তারী করতে হয়। কারুর লো-প্রেসার, কারুর প্রেসার হাই। কারুর হার্ট মাছের মতন খাবি খায়, কারুর হাই সুগার। ঘুরতে-ফিরতে চিকিৎসা। করলার রস খান, নুন বন্ধ করুন। তেল ঘি ছেড়ে দিন।

আজ আর রুগীরা বড়মামাকে ধরতেই পারছেন না। তিনি বুলেটের মত ঠিকরে বেড়াচ্ছেন।

গাছের ডালে হঠাৎ একটা কোকিল ডেকে উঠল। অসময়ের কোকিল। চক্কর মারতে মারতে বড়মামা থেমে পড়লেন।

'আহা-শুনছিস?'

'কোকিল। অসময়ের কোকিল।'

'কী মিঠে তান!'

বটতলার বেদীতে আসন নিলেন। মুখে একটা অন্যভাব।

'পাখি প্রকৃতির জীব।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'পাখি সাধক।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে কাক ছাড়া।'

'ঠিক। কাক পাখির মধ্যে পড়ে না। যেমন তিমি মাছের মধ্যে পড়ে না।'

'যদিও তিমি মাছ বলে।'

englidownload.com

'তিমি কেন মাছ নয় ?'

'ডিম হয় না, বাচ্চা হয়।'

'একশোর মধ্যে একশো। কিছু একটা করতে হবে।'

'ইট কী গুলতি মারা চলবে না।'

'রাইট ! খাঁচায় বন্দী করা চলবে না।'

'আপনার কথা কে শুনবে বড়মামা ?'

'শোনাতে হবে রে পাগলা। পৃথিবীর সব কাজ ধীরে ধীরে হয়েছে। প্রথমে চাই প্রচার। তারপর চাই সংগঠন। চাই জনমত।'

'আপনার বাহুবল নেই।'

'ঠিক। আমার ঢাল নেই তরোয়াল-রাইফেল নেই। কিন্তু বৎস, আমার মনোবল আছে। সেই বলে আমি পৃথিবীর সমস্ত খাঁচার পাখিকে আকাশে উড়িয়ে দেব।'

'পৃথিবী যে অনেক বড় বড়মামা !'

'সো হোয়াট ! আমি ছোট করে নোব। নে ওঠ, আমার ভেতরটা ছটফট করছে খাঁচার পাখির মতো।'

'চায়ের জন্যে ?'

'না রে মুখ্যু। ছটফট করছে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। অ্যাকশন ! অ্যাকশন !'

ফেরার পথে ছড়ি বড়মামার কাঁধে। ভীষণ উত্তেজিত। লম্বা লম্বা পা ফেলছেন যেন রণপা পরে হাঁটছেন। এক জায়গায় একগাদা মুরগী ছাইগাদায় খাবার খুঁজছে। ফুলকো ফুলকো এক ঝাঁক বাচ্চা।

'বড়মামা, মুরগী কী পাখির মধ্যে পড়ে ?'

'না। জেনে রাখ, পাখির সংজ্ঞা হল, যারা আকাশে ওড়ে তারাই পাখি। যেমন পরাণ-পাখি। আমাদের প্রাণও একরকম পাখি। দেহ-খাঁচায় অবিরত ছটফট করছে।'

'ঠিক বলেছেন, কেবল কী খাই, কী খাই করে। আর যেই পড়তে বসব অমনি বই-এর পাতা থেকে আকাশের দিকে উড়ে যায়।'

'ও হল তোমার মন। আমি বলছি প্রাণের কথা। আমাদের দেহে দুটো পাখি। এক হল প্রাণ পাখি। খুব দামী, বড়দরের পাখি। আর ছোটদরের পাখি হল মন পাখি। অনেকটা বদরি, মুনিয়া কি টুনটুনির মতো। ভীষণ ছটফটে। এ সব বোঝার বয়স তোমার হয়নি।'

বাড়ির গেটের সামনে এসে গেছি। বাগানে বকুলতলার বাঁধানো বেদীতে বড়মামা ধপাস করে বসে পড়লেন। বেশ হাঁপাচ্ছেন। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলেন, 'এত জোরে জোরে হাঁটলুম কেন ?'

'তা তো জানি না।'

কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়ে রইলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন—'পাখি !'

'পাখি তো হয়ে গেছে।'

'কী হয়ে গেছে ? কিছুই হয়নি। এইবার হবে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, চ্যারিটি বিগিনস্ অ্যাট হোম।'

কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, 'দেখে আয় তো মেজ কোথায় ?'

সারা বাড়ি একবার চক্কর মেরে এলুম। মেজমামা বাথরুমে। তারস্বরে চিৎকার করে চলেছে, যদা যদা হি ধর্মস্য...বেদীতে বড়মামা। আমাকে দেখে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায়....কোথায় ?' বেশ অধৈর্য হয়ে পড়েছেন।

'বাথরুমে যদা যদা হি...'

'তার মানে ঘন্টাখানেকের ধাক্কা।'

'কখন ঢুকেছেন তা তো জানি না।'

'ধ্যার বোকা। যদা যদা তো ধরতাই। নে, ওঠ পা টিপে টিপে।'

'কোথায় বড়মামা ?'

'প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন নয়। মামানুসরঃ।'

গীতা, আর নিজের প্রতিভা মিলে তৈরি, মামাকে অনুসরণ মামানুসর।

পেছন পেছন দোতলার বারান্দা। দক্ষিণে মেজমামার ঘর। পা টিপে টিপে চলেছি আমরা চোরের মতো। বেশ ভয় ভয় করছে। মেজমামার ঘরের সামনে বিশাল খাঁচা। মুনিয়া আর বদরিতে মিলে গোটা দশেক হবে। কিচিরমিচির করছে। বড়মামা খাঁচার সামনে দাঁড়ালেন।

'তোর সেই গল্পটা মনে আছে ?'

'কোন্‌টা ?'

'হাজী মহম্মদ মহসীন।'

'হ্যাঁ, নিজে মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে তারপর বিধবার ছেলেকে মিষ্টি ছাড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। আজ আমিও তাই করব। আমি আর এক মহসীন। জগৎবাসীকে, ওহে তোমরা পাখি মুক্ত করে আকাশে উড়িয়ে দাও বলার আগে আমি এদের মুক্ত করে দোব।'

'বড়মামা, ও কাজ করবেন না। মেজমামার পাখি, মাসীমার আদরে মানুষ। মাসীমা আপনাকে শেষ করে দেবেন।'

'রাখ তোর মাসীমা। জগাই-মাধাই কলসির কানা মেরে শ্রীচৈতন্যকে থামাতে পেরেছিল ? পারেনি মানিক। ধর্মের জয়।'

খাঁচার দরজা খুলে বড়মামা নাটক করার মতো করে বললেন, 'যাও বিহঙ্গ। অনন্ত নীল আকাশ হাতছানি দিয়ে ডাকছে।'

অত সুন্দর করে বললেন, কিন্তু একটিও বিহঙ্গ খাঁচার দরজা গলে বেরিয়ে এল

bengalidownload.com

না।

বড়মামা রেগে গিয়ে বললেন, 'সব ব্যাটাকে বাতে ধরেছে!'

'বড়মামা, দরজা বন্ধ করে দিন। যে কোনো মুহূর্তে মাসীমা এসে পড়বেন। আর মেজমামা জানতে পারলে দক্ষযজ্ঞ হবে।'

আমার কোনো কথাতেই বড়মামার কান নেই। পাখিদের বললেন, 'যাও বিহঙ্গ, মুক্ত আকাশে মেল স্বাধীন ডানা।'

তেমনি পাখি। বোকার মতো খাঁচাতেই নাচতে লাগল। খোলা দরজা নজরেই আসছে না।

বড়মামা বললেন, 'ঠিক আমাদের অবস্থা। স্বাধীন করে দিলেও স্বাধীনতার সুযোগ নিতে পারছি না। অপ্রস্তুত মন।'

'ছেড়ে দিন বড়মামা।'

'হ্যাঁ, ছেড়ে তো দোবই।'

খাঁচার ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা একটা করে পাখি বের করে আকাশে ওড়াতে লাগলেন। এক একটাকে নীল আকাশের দিকে ছুঁড়ছেন আর বলছেন, 'যাও যাও, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন।'

প্রথম পাখিটা ওড়ার চেষ্টা করে নিচের উঠোনে পড়ে গেল। একটা বসে ছাদের কার্নিশে। কেউই বেশিদূর উড়তে পারেনি। একটু উড়েই যে যেখানে পেরেছে বসে পড়েছে। শেষ পাখিটাকে বড়মামা কিছুতেই বের করতে পারছেন না। 'স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এতবড় বিদ্রোহ। এ ব্যাটা নিশ্চয় বাঙালী পাখি। মুক্ত জীবনের চেয়ে বদ্ধ জীবনই বেশি ভালবাসে।' পাখি আঙুলে এক একবার ঠোকর মারছে, আর বড়মামা রেগেমেগে জ্ঞানের কথা বলছেন। কোনোরকমে বের করেছেন খাঁচা থেকে, আকাশে ওড়াতে যাবেন, এমন সময় মাসীমা। হাতে চায়ের কাপ।

'এই নাও তোমার চা। দুধ ছাড়া, চিনি ছাড়া। একি, একি, কী করছ?' পাখিটাকে উড়িয়ে দিয়ে বড়মামা যেন স্কুলে আবৃত্তি কম্পিটিশনে কবিতা পড়ছেন—

'স্বাধীনতা-হীনতায়
কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়।'

পাখি এক চক্কর উড়ে সাঁ করে মেজমামার ঘরে। মাসীমা আর্তনাদ করে উঠলেন, 'মেজদা, সর্বনাশ হয়ে গেল!' মেজমামার শুরু আর শেষ এক। 'যদা যদা হি' চলছিল, থেমে গেল। বেরিয়ে এলেন। পিঠে ধবধবে সাদা ভিজে তোয়ালে। চুলে মুক্তার দানার মত কয়েক বিন্দু জল। সারা গায়ে বিলিতি সাবানের ভুরভুরে গন্ধ।

মাসীমা হাঁউপাঁউ করে বললেন, 'যদা যদা করছ, ওদিকে ধর্মের কী গ্লানি দেখ। সব পাখি গন্।'

'তার মানে ?'

'ইনি সব ধরে ধরে উড়িয়ে দিলেন।'

'সে আবার কী ? এতকাল টাকা ওড়াচ্ছিলেন। টাকা থেকে পাখিতে চলে এলেন ! মাথাফাতা খারাপ হয়ে গেল নাকি ? তুমি ওড়ালে না উড়ে গেল ? এই তো আমি দানাপানি দিয়ে খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেলুম।'

বড়মামা বীরের মতো হাসতে হাসতে বললেন, 'একদিন উড়বে, সাধের ময়না।'

'তুমি কি আরম্ভ করেছ। সব পাখি উড়িয়ে দিলে ?'

'আমি ত্রাতা। সব বন্দী পাখির স্বাধীনতা আমি ফিরিয়ে দেবো।'

'তুমি উন্মাদ।'

'শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণকে সবাই তাই ভেবেছিল প্রথমে।'

মেজমামার ঘরে একটা ঝটাপটির শব্দ হল। বড়মামার পেয়ারের কুকুর লাকি কী একটা মুখে করে ঘর থেকে বেরিয়েই নেচে নেচে বড়মামার ঘরের দিকে চলে গেল। মাসীমা একঝলক দেখেই, 'যাঃ সর্বনাশ হয়ে গেল, সর্বনাশ হয়ে গেল,' বলে পেছন পেছন ছুটলেন।

মেজমামা বললেন, 'ব্যাপারটা কী আবার আমার চটি ? তিন জোড়া চিবিয়ে শেষ করেছে।'

মাসীমা ছুটন্ত অবস্থায় বললেন, 'চটি নয়, চটি নয়, পাখি।'

'অ্যাঁ, পাখি !' মেজমামাও ছুটলেন। 'কুকুর আবার বেড়াল হল কবে থেকে ?'

বড়মামার বীরভাব কেটে গেল। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

'হ্যাঁরে সত্যিই পাখি লাকি ধরেছে ?'

'না বড়মামা, লাকি পাখি ধরেছে।'

'তুই দেখলি ?'

'হ্যাঁ।'

'ইডিয়ট।'

'কে বড়মামা ? আমি ?'

'না, তুই না, আমি। আর একবার প্রমাণিত হল, স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়। লড়াই করে, বিপ্লব করে ছিনিয়ে নিতে হয়। চল্ চল্ দেখি পাখিটাকে বাঁচানো যায় কিনা।'

বড়মামার ঘরে খাটের তলায় লাকি। মুখে পাখি। মাসীমা আর মেজমামা উঁকি মেরে দেখছেন। তলা থেকে একটা গোঁ গোঁ শব্দ আসছে। ডানার ঝটপটানি। ঘরে ঢুকেই বড়মামা একটা হুঙ্কার ছাড়লেন 'লাকি !' দরজা-জানালা কেঁপে উঠল। 'বেরিয়ে এসো। কাম আউট।'

লাকি বেরিয়ে এল গুটি গুটি। মুখে সেই পাখি। কী সুন্দর কচি কলাপাতার মত

bengalidownload.com

গায়ের রঙ। আমি হাউমাউ করে কেঁদে ফেললুম। অমন সুন্দর একটা পাখি চোখের সামনে মারা যাবে? আমার কান্না শুনে লাকি ঘাঁউ করে উঠল। লাকি কান্না সহ্য করতে পারে না। ভীষণ বিরক্ত হয়। ডাকামাত্রই পাখিটা মুখ থেকে খসে পড়ে গেল। ঝটপটিয়ে ওড়ার চেষ্টা করল, পারল না। ঠিকরে মুখ থুবড়ে পড়ল গিয়ে ঘরের কোণে।

পাখির চারপাশে গোল হয়ে আমরা। ছোট্ট পাখি নিঃশ্বাস ফেলছে জোরে জোরে। ছোট্ট বুক ওঠানামা করছে হাপরের মতো। এবার মাসীমাও কেঁদে ফেললেন। মেজমামাও ফোঁস ফোঁস করছেন। এমনকি লাকিও কেঁদে ফেলেছে। ওর কান্নার শব্দ আমি বুঝি। খাবার না পেলে হ্যাংলা ঠিক এইরকম কুঁ কুঁ করে কাঁদে।

বড়মামা ধরা ধরা গলায় বললেন, 'আমি ক্ষমা চাইছি। বন্দী পাখির বেদনায় কাতর হয়ে স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলুম। ভুল করে ফেলেছি আমি। স্বাধীনতা দুর্বলের জিনিস নয়, সবলের। তোরা শুধু দেখ ওর জীবন আমি ফিরিয়ে দেব।'

মাসীমা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'তুমি আর কী করবে বড়দা? তুমি তো আর ভগবান নও। ওর গলায় ফুটো করে দিয়েছে।'

ভগবানের কাছে শক্তি ধার করে আমি ওর ফুটো মেরামত করব। তোরা পরে আমাকে গালাগাল দিস। এখন শুধু প্রার্থনা কর!'

বড়মামার ডাক্তারী শুরু হল। বড় একটা প্লাস্টিকের গামলায় তুলোর বিছানা। বিছানায় পাখি। দুপাশে ডানা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ডানার তলায় নরম তুলতুলে শরীরে সরু ছুঁচ দিয়ে পুট করে একটা ইনজেকশন দিলেন। ছোট্ট ফুটো দুটোর মুখে কী একটা লাগালেন। রক্ত বন্ধ হয়েছে।

বড়মামা বললেন, 'কুসী, বিছানায় আমার মশারিটা ফেল। পাখি এখন বিশ্রাম করবে। লম্বা ঘুম। লাকি তুমি বাইরে যাও।'

বারান্দায় সভা বসেছে।

বড়মামা বললেন, 'মেজ, খাঁচায় কটা পাখি ছিল?'

'এখন আর তা জেনে লাভ কী?'

'রাগারাগি নয়। হাতে হাত মেলাও ব্রাদার! সব কটাকে ধরতে হবে। ধরে খাঁচায় পুরতে হবে। নইলে তোমার অপদার্থ পাখিরা বেড়ালের পেটে যাবে।'

'দায়ী তুমি।'

'অবশ্যই। বিচার পরে হবে। আগে কাজ। চল পাখি ধরতে বেরোই। সেই ছোট খাঁচাটা কোথায়?'

'পাখি ধরবে তুমি? পাখি ধরা অত সহজ?'

'বেশ আমি আমার দলবলকে ডাকছি।'

উঠে গিয়ে ফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন।

মেজমামা বললেন, 'ও তোমার হাসপাতালের চেলাচামুণ্ডার কাজ নয়।'

'হাসপাতালে করছি না বৎস। ফোন করছি অনামিকা সংঘে। যে ক্লাবের আমি প্রেসিডেন্ট। এখুনি দু-ডজন ছেলে আসবে। শুরু হবে চিরুনি অভিযান।' মেজমামা উঠে চলে গেলেন।

বড়মামা আমাকে বললেন, 'বুঝলে, চ্যালেঞ্জ ধরে গেল। ঠিক হ্যায় মেজো। তোমার চ্যালেঞ্জ আমি নিলুম। ডু অর ডাই। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।'

এক ঘন্টার মধ্যে বাড়ি জম-জমাট। বিভিন্ন মাপের, মেজাজের, বয়সের দু-ডজন সৈনিক বড়মামার ভাষায়। মাসীমার ভাষায় ভূতপ্রেত। মহাদেবের চেলা।

নেতা অতনু বললে, 'পাখি ধরতে হবে। কী পাখি? ডাকপাখি? বক? হরিয়াল? তাহলে গোটা দুই বন্দুক নিয়ে আসি।'

বড়মামার হাত উঠল বুদ্ধদেবের ভঙ্গিতে। 'অতনু, আমি ধরতে বলছি, মারতে বলিনি। ভাল করে শুনে নাও খাঁচার পাখি। আমাদের পোষা পাখি।'

'পোষা বলছেন কী করে? পোষা পাখি পালায় না।'

'পালাবে কেন? আমি ধরে ধরে উড়িয়ে দিয়েছি।'

'তাহলে আবার ধরবেন কেন?'

'সে আমার ইচ্ছে।'

'বেশ, আপনার ইচ্ছে। তা কী জাতীয় পাখি?'

'বদরি, মুনিয়া।'

'কোথায় তারা আছে?'

'আশেপাশেই আছে। কারুর বাড়ির ছাদে। গাছের ডালে। ঘুলঘুলিতে।'

'অসম্ভব। আমরা ধরব কী করে?'

'অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে, তবে না তুমি অতনু।'

'বেশ। চব্বিশটা খাঁচা কেনার দাম দিন।'

'এগারোটা পাখির জন্য চব্বিশটা খাঁচা, তোমার মাথা...'

'না মাথা খারাপ নয়। চব্বিশটা ছেলে চব্বিশটা দিকে যাবে। পাখি একটা হলেও চব্বিশটা খাঁচা লাগত। হিসাব মেলাতে হলে আরো তেরটা পাখি কিনে উড়িয়ে দিন। ওয়ান পাখি পার খাঁচা। মাছের জন্য যেমন ছিপ, পাখির জন্যে তেমনি খাঁচা।'

'অনেক পড়ে যাচ্ছে অতনু।'

'তা তো যাবেই সুধাংশুদা। খাঁচার পাখিকে খাঁচায় ফেরাতে চান। সেরকম বুঝলে নতুন পাখি কিনুন।'

'না না। সে তো পরের পাখি, আমরা চাই ঘরের পাখি।'

'তাহলে শ-তিনেক টাকা ছাড়ুন। যত দেরি করবেন, তত দেরি হয়ে যাবে।'

banglidownload.com

বড়মামার কম্পাউন্ডার সুধন্যকাকু পাশে বসেছিলেন। বয়স্ক মানুষ। এক মাথা এলোমেলো কাঁচাপাকা চুল। তিনি বললেন, 'খাঁচা কী হবে! বড় ঠোঙাতেই কাজ হয়ে যাবে। শুধু শুধু পয়সা নষ্ট এই বাজারে। আর তা না হলে প্লাস্টিকের থলে।'

'কী যে বলেন!' অতনু বিরক্ত হল। একি আপনার ওষুধের পুরিয়া? যে কাজের যা। কথায় বলে খাঁচার পাখি। পাখির খাঁচা। খাঁচার পাখি খাঁচা ছাড়া ফিরবে না।'

অনেক বচসার পর তিনশো টাকা নিয়ে দলবল বেরিয়ে গেল। সুধন্যকাকু মাসীমাকে বললেন, 'এঃ বড়বাবু বাজে পাল্লায় পড়ে গেলেন। একেই বলে খাল কেটে কুমীর আনা!'

মেজমামা ঠিকই বলেছিলেন। জল অনেক দূর গড়াল। খাঁচা কেনার টাকা নিয়ে পাখি ধরার দল হাওয়া হয়ে গেল। বড়মামা সন্ধানে বেরিয়ে বেপাত্তা। একটা বাজল, দুটো বাজল। মাসীমা ঘর-বার করছেন। খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠল। রোগীরা অপেক্ষায় থেকে থেকে চলে গেল। সুধন্যকাকু সাইকেলে সারা পাড়া চক্কর মেরে এসে, এক গেলাস গ্লুকোজ গোলা জল খেয়ে খালি ডিসপেনসারিতে রোগীদের পেট টেপা বেগে চিৎপাত। চারটে বাজল। সাড়ে চারটের সময় মেজমামা কলেজ থেকে এসে গেলেন। মশারির ভেতর আহত পাখি মশগুল হয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘরের মেঝেতে লাকি ধনুকের মতো পড়ে আছে। ছাদের ঠাকুরঘরে দুটো মুনিয়া ঢুকেছিল। মাসীমা আবার খাঁচায় ভরে দিয়েছেন।

মেজমামা বললেন, 'এই বড়দার জন্য আমাকে বাড়ি ছাড়তে হবে। এমন একটা দিন নেই যেদিন কোনো না কোনো একটা কাণ্ড ঘটায়নি। একা রামে রক্ষা নেই, তায় সুগ্রীব দোসর।'

সুগ্রীব মানে আমি। আমার কী দোষ? কী বলব। তর্ক করে লাভ নেই। মেজমামা বললেন, 'চল হে, বড়বাবুকে খুঁজে আনি। পাখির শোকে সন্ন্যাসী।'

মেজমামার হাতে টর্চ। একটু পরেই সন্ধ্যে হবে। আর হবে লোডশেডিং। ভূতুড়ে অন্ধকার। আলো আসতে রাত দশটা তো বটেই।

উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, ব্যায়লা পাড়া, ধামাপাড়া, ঘোরা হয়ে গেল। খেলার মাঠ থেকে ছেলেরা চলে গেল। পথঘাট নির্জন হয়ে আসছে। মন্দিরে শাঁখ ঘণ্টা কাঁসর বাজতে শুরু করেছে। বৃদ্ধরা রক ছেড়ে উঠে গেছেন। কোথাও পাত্তা নেই। না বড়মামার, না পাখি ধরা দলের।

মেজমামা রেগে বললেন, 'ওরা সব সিঙ্গাপুর চলে গেছে।'

'কেন মেজমামা?'

'যে জায়গার পাখি, সেই জায়গা থেকে ধরে আনতে গেছে। মনে নেই, সেই একবার চা কিনতে দার্জিলিং চলে গিয়েছিল? প্ল্যান করেছিল গোমুখ থেকে গঙ্গাজল

আনবে। তোমার বড়মামা সব পারে। ডেনজারাস লোক।'

কথায় কথায় আমরা সাঁই বাগানের কাছে এসে গেছি। বহুকালের পুরনো বাগান। ভেতরে একটা দীঘি আছে। এক সময় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। এখন জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়ে গেছে। বেওয়ারিশ বাগান। দিনের বেলা দীঘিতে সব নাইতে আসে। কেউ কেউ ছিপ নিয়ে বসে। সন্ধ্যের দিকে বড় কেউ একটা আসে না। ভয় পায়। বাগান না বলে জঙ্গল বলাই ভাল।

মেজমামা বললেন, 'এই সেই সাঁই বাগান। এক সময় কি ছিল আজ কী হয়েছে!'

কথা শেষ হবার আগেই ভেতরের ঝোপঝাড় দুলে উঠল। সাদামত কী একটা জিনিস ঝোপঝাড় ভেঙে তীরবেগে ছুটে আসছে আমাদের দিকে! ভয়ে মেজমামার কোমর জড়িয়ে ধরেছি, 'মেজমামা বাইসন!'

বড়মামা শিখিয়েছিলেন ভয় পেলেই চোখ বুজিয়ে ফেলবি। সে শিক্ষা ভুলিনি। ধড়াস করে একটা শব্দ হল। মানুষের গলা। চোখ খুললাম। রাস্তায় মুখ থুবড়ে কে একজন পড়ে আছে। গোঁ গোঁ শব্দ করছে। সন্ধ্যের ঝাপসা আলোয় চেনা চেনা মনে হচ্ছে। মেজমামা টর্চ ফেললেন। চেনা গেল আমাদের রামুদা। গঙ্গার ধারের বটতলায় ইটালিয়ান সেলুন যার। মাঝে মাঝে আমাদের চুল ছাঁটেন।

মেজমামা ডাকলেন, 'রামু, রামু!'

রামুদা বললেন, 'ওরে বাবারে। আর করব না। আমায় ধরো না।' টর্চের আলো না সরিয়ে মেজমামা বললেন, 'কে ধরবে?'

'ভূত!'

'আমরা মানুষ। মুকুজ্যে বাড়ির শান্তি।'

রামুদা পিট পিট করে তাকালেন।

'কোথায় তোমার ভূত?'

রামুদা উঠে বসলেন, 'ওই যে ওখানে। তেঁতুল গাছে।'

'কী করতে গিয়েছিলে ওখানে?'

'ছাগল খুঁজতে।'

'ভূত দেখেছ?'

'না গলা শুনলুম। শুধু গাছের ওপর থেকে বললে, 'ব্যাটা রামু, আমাকে নামা।'

'তোমার নাম ধরে ডেকেছে?'

'হ্যাঁ—স্পষ্ট—তিনবার।'

'ব্যাটা বলেছে?'

'হ্যাঁ মেজবাবু, ব্যাটা বলেছে। আর আমি বাঁচব না। ভূতে ডাকলে আর বাঁচে না মানুষ।'

'তোমার মাথা! চলো দেখি কোন্ গাছ?'

benglishdownload.com

'মেজবাবু, আমি আর নাই বা গেলুম। গরীব মানুষ।'

'চলো! আমার গলায় পইতে আছে, ভূতে কিছু করতে পারবে না।'

'অঘোর কত্তা। বুড়ো পয়সা দিত না বলে ভোঁতা খুর দিয়ে দাড়ি চেঁচে খুব ফটকিরি বুইলে দিতুম। সেই অঘোর কত্তা তেঁতুল গাছে বাসা বেঁধেছে।'

'তোমার মুণ্ডু। ভূত কি পাখি? চলো আমার সঙ্গে।' পাঁচিল টপকে বাগানে। 'আজ আর আমায় কেউ বাঁচাতে পারবে না। মৃত্যুই লেখা আছে কপালে।' শীতের ভোরে গঙ্গা স্নান করা গলায় রামুদা রামনাম করছে।

তেঁতুলতলায় আসতেই মগডাল নড়ে উঠল। বড়মামার ট্রেনিং, চোখ বুজিয়ে ফেলেছি, ঘাড় মটকাক—আমি দেখছি না!

'গাছের ওপর থেকে ক্ষীণ গলায় কে বললে, 'কে আছো?'

'মেজমামা হেঁকে বললেন, 'কে? বড়দা?'

গাছ বললে, 'কে? মেজো?'

'ওখানে কী করছ তুমি?'

'পাখি ধরতে ডালে উঠেছি ভাই। আর নামতে পারছিনে!'

'বেশ করেছ। ওইখানেই থেকে যাও। পাকলে আপনিই খসে পড়বে।'

'ভাই রে! একি রাগারাগির সময়? আমাকে নামা ভাই।'

'নামা ভাই!' মেজমামা রেগে উঠলেন, 'নামাবো কী করে? নিজে নিজে নেমে এস।'

'সে আমি পারবো না। পারলে অনেক আগেই নেমে পড়তুম।'

'আমরা কীভাবে নামাবো? এ কী সহজ কাজ?'

'ফ্রায়ার ব্রিগেডে খবর দে ভাই। আর পারছি না। সারাটা দুপুর শালিকে ঠুকরে ঠুকরে মাথার ঘিলু বের করে দিয়েছে। এখন মশা আর লাল পিঁপড়েতে ছিঁড়ছে! এইবার সত্যি সত্যি আমি ধুম করে পড়ে যাব।'

ফোন করার পনর মিনিটের মধ্যে দমকলের ঘণ্টা শোনা গেল। দমকল আসছে। পেছন পেছন ছুটে আসছে সারা পাড়া—'আগুন লেগেছে! আগুন!'

দমকলের অফিসার গাড়ি থেকে নেমেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় সেই পাগল?'

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, 'পাগল নয়, বড়মামা।' মেজমামা আমার মুখ চেপে ধরলেন।

বললেন, 'তেঁতুল গাছের মাথায় চড়ে বসে আছে। এ মশাই সেই পাগলাটা। কাল হাওড়া ব্রিজের মাথায় চড়ে পাক্কা সাড়ে চার ঘণ্টা আমাদের নাচিয়ে মেরেছে।' মেজমামা বললেন, 'এ সে নয়, অন্য আরেকটা!'

'সে আমরা দেখলেই চিনতে পারব।'

দমকল ছুটলো সাঁই বাগানের দিকে। পেছন পেছন ছুটছে সারা পাড়ার লোক। বাচ্চারা চেল্লাচ্ছে, 'দমকল আসছে, দমকল।'

বড়মামা নামলেন। পাড়ার লোক চিনতে পেরেছে, 'আরে, এ যে আমাদের ডাক্তারবাবু গো!' হই হই ব্যাপার। সার্চলাইটের আলোয় সাঁই বাগানে উৎসব লেগে গেছে। ঘুম ভাঙা হনুমানেরা হুপহুপ করছে। পিঁপড়ের কামড়ে আর লজ্জায় লাল বড়মামা বাড়ি ঢুকেই বললেন, 'এ তোদের ষড়যন্ত্র।'

মেজমামা বললেন, 'তার মানে? এই ভজঘট করে নামানোটা ষড়যন্ত্র হল?'

'অবশ্যই হল। তোরা ঘণ্টা বাজাতে দিলি কেন? কেন তোরা নীরবে নিঃশব্দে আমাকে নামালি না? সারা পাড়ার লোক কেন জানবে আমি গাছের মাথায় আটকে গিয়েছিলুম? জানিস আমাকে প্র্যাকটিশ করে খেতে হয়।'

পরের দিন সকালে আরও মজা—কে যেন খবরটা সংবাদপত্রে ছেপে দিয়েছে—

'তেঁতুল গাছে ডাক্তার'

শাপে বর হল। বড়মামার পসার বেড়ে গেল। চেম্বারে রোগী ধরে না। তবে উল্টো পসার। কেউ নিজেকে দেখাতে আসেননি। সবাই ডাক্তারকে দেখতে এসেছেন।

bengalidownload.com

একদা এক বাঘের গলায়

মেজমামা আর মাসীমা পেছনের আসনে। আমি সামনে বড়মামার পাশে। গাড়ি চলেছে। বড়মামার হাত বেশ তৈরি হয়ে গেছে। এই সেদিন গাড়ি থেকে 'এল' প্লেটটা খোলার অনুমতি মিলেছে।

'ঘাঃ, তোমার হাত তো বেশ তৈরি হয়ে গেছে হে!'

মেজমামা পেছন থেকে নাকীসুরে বললেন। সুর নাকী হবার কারণ আছে। মেজমামা পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন একা একা। হঠাৎ টেলিগ্রাম এল, 'কাম শার্প। ব্রাদার ইল।' বড়মামা ছুটলেন, সঙ্গে গেলেন কম্পাউণ্ডার সুধন্যদা। পরের পরের দিন ফিরে এলেন মেজমামাকে নিয়ে। খুব কাহিল অবস্থা মেজমামার। কোমরভাঙা দ হয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলেন। মুখে লেগে আছে করুণ বীরের হাসি। কারুর বারণ না শুনে সমুদ্রে চান করতে নেমেছিলেন। ঢেউ এসে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে। ডুবেই যেতেন। চ্যাম্পিয়ান সাঁতারু পিনাকী রুদ্র সেই সময় পুরীতেই ছিলেন। সমুদ্রে চান করছিলেন সুইমিং কস্ট্যুম পরে। মেজমামার নড়া ধরে ডাঙায় তুলে এনেছিলেন। তুলতে তুলতেই নোনাজল খেয়ে মেজমামার ভুঁড়িটি গণেশঠাকুরের মতো হয়ে গিয়েছিল। সেই নোনাজলের চুবুনিতে সুর নাকী হয়ে গেছে। বড়মামা বলেছেন, 'সারতেও পারে, না—ও সারতে পারে।'

মেজমামা বললেন, 'আহা, হাত আর দুটো পা তোমার বেড়ে সুরে বলছে, যেন কনসার্ট।'

মাসীমা বললেন, 'অ্যাতো আস্তে চালাচ্ছ কেন? এর চেয়ে বেশি স্পিড দেওয়া যায় না?'

মেজমামা বললেন, 'গাড়িটা বৃদ্ধ হয়েছে তো, তাই ধীরে চলছে। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড

গাড়ি চলছে যে এই না কত ! না, না, ধড়ফড় করে দরকার নেই, তুমি ধীরেই চলো। খরগোশও গন্তব্যে পৌঁছোবে, কচ্ছপও গন্তব্যে পৌঁছোবে। একদিন আগে আর পরে।'

আড়চোখে বড়মামার দিকে তাকালুম। রাগে মুখ লাল হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'খরগোশ পৌঁছোতে পারেনি, কচ্ছপই পৌঁছেছিল। স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইনস দি রেস।'

মাসীমা বললেন, 'পেছন থেকে অন্য সব গাড়ি হুশ হুশ করে চলে যাচ্ছে। যাবার সময় আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে। হাসছে। আমার ভীষণ অপমান লাগছে।'

'তুমি চোখ বুজে থাকো। চোখ খুলো না। চিড়িয়াখানা আমি বলে দোব।' মেজমামা মুচকি হেসে বললেন।

'দাদা, তোমার ভয় করছে বুঝি ?' মাসীমা ভালমানুষের মতো বড়মামাকে প্রশ্ন করলেন।

বড়মামা বললেন, 'একটা অ্যাকসিডেন্ট হোক, এই বোধহয় চাইছিস কুসী ?'

মেজমামা বললেন, 'সে ভয় নেই বড়দা। তুমি তো একপাশ দিয়ে হেঁটে-হেঁটে চলেছ। তোমার মার নেই। অ্যাকসিডেন্ট হবে কী করে ? একে বলে ওয়াকিং-স্পিডে গাড়ি চালানো।'

বড়মামা শাঁত করে গাড়িটাকে রাস্তার বাঁ পাশে গাছতলায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল, গাড়ির জলতেষ্টা পেয়েছে ?'

বড়মামা হাত জোড় করে বললেন, 'আপনারা দয়া করে নেমে যান। পেছনে বসে বসে আরাম করে কাছা ধরে টানা চলবে না, চলবে না। যেখানে একতা নেই, সেখানে গতিও নেই। ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। সেই পতনই এইবার হবে, দয়া করে আপনারা দুজনে নেমে যান।'

মেজমামা বললেন, 'কি হবে রে কুসী। বড়বাবু যে খেপে গেছে।'

'তুমি কান ধরে ক্ষমা চাও মেজদা। বলো, আর করব না। অন্যায় হয়ে গেছে।'

'আমি একা কেন ? যত দোষ নন্দ ঘোষ। তুইও কিছু কম যাস না। তুইও ক্ষমা চা।'

'আমার সঙ্গে বড়দার অন্য সম্পর্ক, স্নেহের সম্পর্ক। তুমি মেজদা চিরটা কাল সুযোগ পেলেই বড়দাকে খোঁচা মারো।'

বড়মামা বললেন, 'তোমরা কেউই কম যাও না। মিটমিটে শয়তান। গাড়িটা কেনার আগে তুই কুসী সবচেয়ে বিরোধিতা করেছিলিস। ঠ্যালাগাড়ি, ছ্যাকরাগাড়ি, যার পাঁঠা সেই বুঝুক, এইসব অনেক চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি ঝেড়েছিলে। একে রামে রক্ষে নেই, দোসর লক্ষ্মণ। মেজ তখন তালে তাল বাজিয়ে গিয়েছিল। তোমাদের আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি। সব এক-একটি ধানি-লঙ্কা।'

boiRboi.blogspot.com

দুজনে একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'বড়দা, আমাদের ক্ষমা করে দাও। তোমার দয়ার শরীর। সাক্ষাৎ মহাদেব। বাবা ভোলানাথ মাইনাস জটাজুট। ক্ষমা করে দাও প্রভু।'

'না, সম্ভব নয়। এ তো ক্ষমা চাওয়া নয়, এ এক ধরনের ব্যঙ্গ।'

মাসীমা বললেন, 'তুমি আর-একবার আমাদের চান্স দিয়ে দ্যাখো বড়দা, এবার আমরা একেবারে চুপচাপ থাকব।'

'চুপ করে থাকলেই হবে! ভেতরে সব ব্যঙ্গবিদ্রূপ পুষে রাখবে, বাইরেটা সব সাজানো- গোছানো, চকচকে, চমৎকার। ওতে আমি আর ভুলছি না ভাই। তোমরা নেমে ট্যাকসি-ম্যাকসি ধরে বাড়ি চলে যাও। আমি আর আমার ভাগনে, পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই।'

'কেন, তোমার ঈশ্বর!'

'আঃ, চুপ করো মেজদা। তোমার স্বভাবটা বড় বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে।'

'ক্ষমা চাইলে যে-মানুষ ক্ষমা করতে জানে না, সে কেমন মানুষ?'

বড়মামা বললেন, 'বনমানুষ! তোমরা হলে সব শহুর-মানুষ, আমি একটা শিম্পাঞ্জি।'

'শুধু শুধু তোমরা কেন ঝগড়া করছ বলো তো। দিন-দিন তোমাদের বয়েস বাড়ছে না কমছে? বড়দা, তুমি স্টার্ট দেবে কি-না বলো, এবার কিন্তু আমি নিজ-মূর্তি ধরব। লোক জড়ো হয়ে যাবে। ভাল হবে?'

আড়চোখে মাসীমার দিকে তাকিয়ে বড়মামা গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। চিউয়িংগাম খাবার মতো মুখ নড়ছে। তার মানে কিছু একটা বলতে চান। না বলতে পেরে চিবিয়ে গিলে ফেলছেন। এবার সব চুপচাপ। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। মেজমামা হুঁ হুঁ করে গানের সুর ভাঁজছেন। গানটা আমার চেনা। বিশেষ সুবিধের গান নয়। বাণীটা বড়মামার চেনা হলে গাড়ি আবার থেমে পড়ত।

মেজমামার হুঁ হুঁ ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। ভাব এসে গেছে। বড়মামা মেজমামাকে চাপা দেবার জন্যে কার-স্টিরিওর দিকে হাত বাড়ালেন। মেজমামা গান থামিয়ে বললেন, 'তুমি কি টেপ চালাচ্ছ? তাহলে কীর্তন নয়, ইংরিজি কিছু চালাও।'

মাসীমা বললেন, 'রবীন্দ্রসংগীত নেই?'

আমি বললুম, 'বড়মামা, আধুনিক আছে?'

বড়মামা হাত টেনে নিতে নিতে বললেন, 'আমার কাছে কিছুই নেই।'

মেজমামা বললেন, 'অ, ওটা তাহলে তোমার ডামি-স্টিরিও। খোলাস আছে, ভেতরে মাল নেই, ফর শো। কত কায়দাই জানো তুমি। তোমার গাড়িতে ইঞ্জিন আছে তো?'

মাসীমা বিরক্তির গলায় বললেন, 'আঃ, মেজদা, কেন বকবক করছ। এই একটু আগে চুক্তি হল, চুপচাপ বসে থাকবে, ফ্যাচর ফ্যাচর করবে না। এরই মধ্যে ভুলে

গেলে ?'

বড়মামা বললেন, 'স্বভাব কুসী, স্বভাব। স্বভাব সহজে পালটানো যায় না। দোয়েল কি কোয়েলের মতো ডাকতে পারবে ? ছাগল কি ভেড়ার মতো গুঁতোতে পারবে। ঘোড়া কি হাতির মতো স্থির ধীর হতে পারবে ?'

'শুনছিস কুসী, শুনছিস ? গাড়িধারী বড়লোকের বোলচাল শুনছিস ?'

মাসীমা বললেন, 'বড়দা, তুমি গাড়ি থামাও, আমি নেমে যাই। অষ্টপ্রহর গজকচ্ছপের লড়াই আমার অসহ্য লাগে।'

মেজমামা বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা এই আমি চুপ করছি। স্পিকটি নট। তবে আমিও বলে রাখছি, গাড়ি আমি কিনবই। নতুন গাড়ি, ধ্যাদ্ধেড়ে সেকেন্ডহ্যান্ড নয়। তখন কিন্তু আমি এই গাড়িতে পা দোব না। এর ত্রিসীমানায় আসব না। সাধলেও না।'

'যখন কিনবে তখন দেখা যাবে, আগেই এত আস্ফালন ভাল নয়। তোমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে, আমার জানা আছে। তোমার পাসবই তো আমার কাছে।'

'ধার করব।'

'কে তোমাকে ধার দেবে ?'

'ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক দেবে।'

বড়মামা হঠাৎ বললেন, 'কে গ্যারান্টার হবে ?'

'কেন, তুমি। তুমি হবে। তুমি ছাড়া আমার কে আছে ?'

বড়মামা হা হা করে হেসে উঠলেন, 'এই জন্যেই তোকে আমি এত স্নেহ করি। বুদ্ধিসুদ্ধি তোর একদম পাকেনি। বুড়ো খোকা।'

মাসীমা বললেন, 'আমি বুঝি তোমার কেউ নই ?'

মেজমামা বললেন, 'কেন অভিমান করছিস, তুই ছাড়া আমার জগৎ অন্ধকার।'

ঠ্যাং ঠ্যাং ঠ্যাং ঠ্যাং ঘন্টা বাজিয়ে উলটো দিক থেকে একটা দমকল আসছে। বড়মামা বাঁ পাশে সরতে সরতে বললেন, 'সেরেছে, দমকল যে রে বাবা !'

মেজমামা বললেন, 'ভয় পেওনা বড়দা, দমকল আগুন নিবিয়ে ফিরছে। যতই ঘন্টা বাজাক সে, তাড়া নেই। ষ্টিয়ারিং সোজা রাখো।'

বড়মামা শব্দ করে হেসে, গাড়িটাকে ঠেলে রাস্তায় তুললেন। ডানদিক দিয়ে ঝড়ের বেগে একটা দৈত্য-লরি বেরিয়ে গেল। বড়মামা চমকে বাঁ পাশে আমার দিকে কাত হয়ে পড়লেন। মেজমামা পেছন থেকে বলে উঠলেন, 'জয় ঠাকুর, প্রাণে বাঁচলে হয়।'

মাসীমা বললেন, 'ভয় পেও না, রাখে কেষ্ট মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে।'

বড়মামা বললেন, 'ঘাবড়াও মাত্। তোমরা শুধু লরিগুলোকে একটু কনট্রোলে রাখো।'

bengalidownload.com

মেজমামা প্রশ্ন করলেন, 'কীভাবে ?'

'পেছনে যারা আছ, তারা পেছনে তাকিয়ে থাকো। লরি এলেই আমাকে জানাবে।'

'তোমার মাথার ওপর একটা আয়না আছে। কী জন্যে আছে ?'

'আয়না দেখে বোঝা যায় না, আসছে না যাচ্ছে। গুলিয়ে যায়।'

গাড়ি চলেছে গুড়গুড় করে। আর কতদূর ! ভীষণ ভয় করছে। বড়মামা গাড়ি চালাচ্ছেন, না কোদাল চালাচ্ছেন, বোঝা শক্ত।

॥ ২ ॥

বড়মামার গাড়ি বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে বাঁক নিল। রাস্তাটা তেমন চওড়া না হলেও পাকা। নতুন পিচ পড়েছে। দু'পাশে বিশাল দুই কারখানার জেলখানার মতো পাঁচিল। বাঁ পাশের দেয়ালে একটা সাইনবোর্ড। আমরা যেদিকে চলেছি সেই দিকে তীর-চিহ্ন। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, ফুলবাগানের ঝিল। উদয়াস্ত মাছ ধরার ব্যবস্থা। পাশের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা, বোকুবাবু, ছোকোন ঘোষের চায়ের দোকান, কুলতলি। দশটা-পাঁচটা। পাশের হার, দশ টাকা।

ষ্টিয়ারিং নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে, বড়মামার নজরে সাইনবোর্ডটা পড়ে গেল। গাড়ি আড় হয়ে ঢুকছিল। স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। বাঁ দিকে হেলে, আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে, বড়মামা বললেন, 'পড় তো, পড় তো। কী লেখা আছে পড় তো !'

গাড়ির পেছন দিকে দুম করে কী একটা ধাক্কা মারল। সামান্য একটু দুলে উঠলুম আমরা। দুমদাম করে নানা রকমের জিনিস পড়ে যাবার শব্দ হল। শুধু পড়ল না, পড়ে গড়াতে শুরু করল। মাছ ধরার নোটিস আর পড়া হল না। সব কটা মাথা ঘুরে গেল পেছন দিকে। একটা সাইকেল-রিকশা। পেছনের কাঁচে ভাসছে রিকশাচালকের মুখ। আরোহী আসছিলেন একগাদা বিভিন্ন ম্যাপের অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো নিয়ে। ধাক্কার ঝাঁকুনিতে সব ছিটকে পড়েছে। গড়াগড়িয়ে কিছু চলে গেছে নর্দমায় কালো জলের ওপর ভাসছে সাদা চকচকে কৌটো।

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে নেমে পড়লেন। গাড়ির গায়ে চোট লেগেছে, আর রক্ষা আছে ? গাড়ি হল বড়মামার প্রাণ। বড়মামা নামার সঙ্গে সঙ্গে আমিও নামলুম। পেছন দিকে তাকিয়ে মাসীমা আর মেজমামা বসে রইলেন।

বড়মামা ঝুঁকে পড়ে পেছনের বাম্পারটা দেখে বললেন,'এটা কী হল ?'

রিকশাচালক বললে, 'আমার কী দোষ, আপনি হঠাৎ থামলেন কেন ?'

'সামনের গাড়ি থামলে পিছনের গাড়িকেও থামতে হয়। গাড়ি চালাবার ব্যাকরণ না শিখেই সিটে উঠে বসেছ ?'

'আপনিও ব্যাকরণ তেমন জানেন না বলে মনে হচ্ছে না। জানলে এমন দুম

করে মোড়ের মাথায় থেমে পড়তেন না।'

রিকশার আরোহী নামার জন্যে হাঁচড়পাঁচড় করছেন। পারছেন না। অ্যালুমিনিয়ামের হাজার হাজার কৌটো নড়াচড়া বন্ধ করে দিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে কৌটো-মানব। মুখটি শুধু জেগে আছে। কৌটো-মানব বললেন, 'আপনার আর কী হয়েছে। রিকশার ধাক্কায় মোটর গাড়ির কিছু হয় না। ক্ষতি হল আমার। নর্দমার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমার এত দামের কৌটো খানায় ভাসছে।'

বড়মামা ঢুলুঢুলু চোখে খানার দিকে তাকালেন। কারুর ক্ষতি হলে বড়মামার বুক মুচড়ে ওঠে। মেজমামা নেমে এসেছেন। অবাক হয়ে আরোহীকে দেখছেন। থাকতে না পেরে প্রশ্ন করলেন, 'কী করে আপনি অমন হলেন?'

'কী রকম?'

'অমন কৌটোময়, কৌটোসমৃদ্ধ! কে আগে উঠেছে? আপনি আগে, না কৌটো আগে?'

'এটা একটা প্রশ্ন হল? দেখলেই তো বোঝা যায়। আগে আমি, তারপর কৌটো।'

'কী করে নামবেন?'

'হ্যাঁ, এটা একটা প্রশ্ন। সে এক সমস্যা মশাই। আমাকে না নামালে, আমার ক্ষমতা নেই নামার।'

'কেউ যদি না নামায়, সারা জীবন ওইভাবে বসে থাকতে হবে? আপনার তো মশাই আচ্ছা লোভ!'

'লোভের কী দেখলেন?'

'কৌটোর লোভ অবশ্য আমারও আছে, তবে আপনার চেয়ে অনেক কম। আপনি একেবারে গোটা একটা কৌটো-কারখানা কিনে এনেছেন।'

উঁহু, উঁহু, বর্তমান কাল নয়, অতীত কাল হবে। কিনেছিলুম, এখন চলেছি ফেরত দিতে।'

'এত কৌটো সব আবার কিনে ফেরত দেবেন? বড় দুঃখ হচ্ছে।'

'দুঃখ! একটা কৌটোরও আপনি ঢাকনা খুলতে পারবেন না। যদি পারেন, আমার কান কেটে ফেলে দোব।'

'সে কী? কোথা থেকে কিনেছিলেন?'

'কে এক মশাই, ডাক্তার সুধাংশু মুখোপাধ্যায়, কুলতলিতে দুঃস্থ মহিলা সমিতি খুলেছেন, এ হল সেই সমিতির কারখানায় তৈরি ডিফেকটিভ মাল। মহিলা সমিতির নামে চালাতে চেয়েছিল। কৌটোর ধর্ম কী?'

'আজ্ঞে টানলেই ঢাকনা খুলবে।'

'এ সব হল বিধর্মী কৌটো।'

'ডাক্তার সুধাংশু মুখোপাধ্যায় এই মুহূর্তে আপনার সামনে দণ্ডায়মান।'

pathagardownload.com

'অ্যাঁ, তাই নাকি ? আপনিই সেই পরোপকারী ডাক্তারবাবু ?'

বড়মামা লাজুক-লাজুক মুখে বললেন, 'নমস্কার, নমস্কার।'

'আমাকে নমস্কার করে আর লজ্জা দেবেন না, আপনাকেই আমার শত কোটি প্রণাম করা উচিত। কী জিনিস বানিয়েছেন ডাক্তারবাবু, মানুষের প্রাণ ভরে রাখলে, যমেও ছুঁতে পারবে না। দেখা হয়ে ভালই হয়েছে। রিকশাটাকে ছেড়েই দি। মাল সব গাড়ির পেছনে ভরে দেওয়া যাক। নর্দমায় যে কটা ভাসছে, নিজেই গুণে নিন। আমার এদিককার হিসেব ঠিক আছে।'

মোটাসোটা চৌকো ধরনের ভদ্রলোক কৌটোর স্তূপ ঠেলে রিকশা থেকে নেমে এলেন। মালকোঁচা মারা ধুতি। গায়ে শার্ট। বুকপকেটে অ্যাতো কাগজপত্র ঠেসেছেন, ফেটে বেরিয়ে না যায়। গায়ের রঙ মিশকালো। দু'পাটি ঝকঝকে সাদা নিম-দাঁতন করা দাঁত। হাসিটা সেই কারণেই বড় স্পষ্ট।

বড়মামার গাড়ির বুটে একে একে সব ঢুকে গেল। ভদ্রলোক পেছনের আসনে জাঁকিয়ে বসলেন। এমন ভাবে বসেছেন, যেন নিজের গাড়ি। মেজমামা মাঝখানে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে বেশ বিরক্ত হয়েছেন।

ভদ্রলোক হাত জোড় করে মাসীমা আর মেজমামার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'আমার নাম শ্রীআশুতোষ দাস। মল্লারচকে আমার মিষ্টির দোকান। এই রিসেন্টলি বেলের মোরব্বার কারবারে নেমেছি। ভেরি গুড মার্কেট। মিডল ইস্ট, জাপান, হংকং, হনলুলু, কামস্কাটকা, ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্মানি, কোথায় না সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, এ দাস্স বেঙ্গলকুইন ইন থিক সিরাপ।'

কথা শেষ করে হাত খুললেন। মেজমামার মুখের চেহারা পাল্টে গেল ভদ্রলোকের মুখে পরিষ্কার ইংরেজি শুনে। বেশ শিক্ষিত বলেই মনে হচ্ছে, অথচ মিষ্টির কারবারী ! বড়মামার গাড়ি চলেছে ফুরফুর করে। ইঞ্জিনের শব্দ শুনলে মনে হবে বড়দাদু ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক খাচ্ছেন।

মেজমামা শুদ্ধ বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'মশায়ের শিক্ষাদীক্ষা ?'

আশুবাবু খুব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'যৎসামান্য। বায়ো কেমিস্ট্রিতে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট করার পর কিছুকাল একটা ফার্মে চাকরি। ভাল লাগল না দাসত্ব। কী করি, কী করি ? পিতার মৃত্যুর পর বসে পড়লুম দোকানে। ইনস্টিট্যুট অব কেটারিং টেকনোলজি থেকে একটা ডিপ্লোমা বাগিয়ে আনলুম। শিক্ষার কি শেষ আছে ! মিষ্টির জগতেও যে কত কী দেবার আছে !'

'মিষ্টির জগৎকে কী আর দেবেন ? সবই তো দেওয়া হয়ে গেছে। রসগোল্লা, সন্দেশ, ক্ষীরমোহন, রাজভোগ, লেডিকেনি, সীতাভোগ, মিহিদানা, চমচম, দধি, পয়োধি। নতুন আর কী দেবার আছে ?'

'আছে আছে মুকুজ্যেমশাই। সব বিভাগেই রিসার্চের প্রয়োজন আছে। দুব্বোঘাসের

কচুরি খেয়েছেন ?'

'দুব্বোঘাসের কচুরি ? জীবনে শুনিনি।'

'দয়া করে আমার দোকানে একদিন পায়ের ধুলো দেবেন। দুব্বোর মুতো খাদ্যগুণে ভরপুর জিনিস আর দুটো নেই। গোরুরা জানে। সেই দুব্বোকে আমি বাঙালীর নোলায় ফেলেছি।'

'নোলা শব্দটা পাল্টানো যায় না আশুবাবু ?'

'কেন বলুন তো ? নোলা কি খুব খারাপ শব্দ ? নোলা শব্দটা মনে হয় ইংরেজি নলেজ শব্দ থেকে এসেছে।'

'প্লিজ, আপনি আর ভাষাতত্ত্ব নাড়াচাড়া করবেন না। মিষ্টান্নতত্ত্বেই আপনার নলেজকে ধরে রাখুন। আজেবাজে কথা শুনলে আমার ভীষণ ইরিটেশান হয়। সারা গা লাল-লাল চাকা-চাকা হয়ে ফুলে ওঠে।'

'অ্যাঁ, সে কী ? অ্যালারজি ! ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে এক দাগ ওষুধ খেয়ে নিলেই তো সেরে যায় !'

'খেয়ে দেখেছি। কিস্যু হয় না।'

'কিসে সারে তা হলে ?'

'গোটা-দুই চড় কষাতে পারলেই সেরে যায়।'

'তাহলে থাক, ভাষাতত্ত্ব না আলোচনা করাই ভাল। গায়ে লাল-লাল চাকা-চাকা হয়েছে ?'

'না, এখনও তেমন হয়নি।'

'জয় গুরু !'

'হ্যাঁ, জয় গুরু। আপনার ওই খাবার নিয়ে রিসার্চের কথা বলুন। শুনতে বেশ ভাল লাগছে।'

'খেতে আরও ভাল লাগবে। কচুরিপানা দিয়ে একটা আইটেম বানিয়েছি। ক্ষীরকচুরি, অসাধারণ জিনিস। এক সপ্তাহ খেলে তিন কেজি ওজন বাড়বে। বাড়বেই বাড়বে। কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

'ওজন কমাবার কিছু নেই ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কাগজের সন্দেশ।'

'সে আবার কী ?'

'উঃ, সে এক অসাধারণ জিনিস। ছানার কোনো ব্যাপার নেই। কাগজের মণ্ড চিনি দিয়ে ভাল করে পাক করে ছাঁচে ফেলে সন্দেশ। একটা খেয়ে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল চালিয়ে দিন। ধীরে ধীরে পেট ফুলতে শুরু করবে। এক সময় জয়ঢাক। বুক আর পেট এক হয়ে যাবে। কম-সে-কম দু'দিন আর হাঁ করতে হবে না।'

'বাঃ, বেশ ভাল জিনিস বানিয়েছেন তো !'

bengalidownload.com

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একেবারে আমাদের দেশের উপযোগী। এই আক্রা-গণ্ডার বাজারে সংসার চালাতে প্রাণান্ত। যে বাড়িতে দশ-বিশটা মুখ কেবল হাঁ-হাঁ করছে, সেখানে একটি করে এই সন্দেশ আর এক গেলাস কলের জল। দু'দিন সব ঠাণ্ডা।'

'খেতে কেমন হয়েছে?'

'অতি সুস্বাদু। একটা খেলে আর একটা খেতে ইচ্ছে করবে, তবে দুটো না খাওয়াই ভাল।'

'এক-একটার দাম কত?'

'মাত্র এক টাকা।'

বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন আর সেই হাসিই হল সর্বনাশের কারণ। ষ্টিয়ারিং বাঁ দিকে বেমক্কা মোচড় খেল। গাড়ির সামনের বাঁ দিকের চাকা গোঁত করে পড়ে গেল পথের পাশের খানায়। স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। বেশ বড় রকমের ম্যাজিক দেখাবার পর ম্যাজিশিয়ান দুটো হাত যেভাবে আকাশের দিকে তোলেন, বড়মামা সেই ভাবে হাত দুটো ওপরের দিকে তুলে চুপ করে বসে রইলেন।

আশুবাবু জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'কী হল স্যার?'

বড়মামা হালকা সুরে বললেন, 'অধঃপতন, পদস্খলনও বলা চলে।'

মাসীমা বললেন, 'এবার তাহলে কী হবে?'

বড়মামা বললেন, 'কিছুই না। কী আবার হবে। স্টার্ট তো অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেছে। আমার গাড়ি কত ভদ্র দেখেছিস কুসী! যেই দেখলে ভুল পা পড়েছে, অমনি চলা বন্ধ হয়ে গেল। একেই বলে জেন্টলম্যান।'

মেজমামা বললেন, 'তোমার লেকচার বন্ধ করে গাড়িটা ব্যাক করে তোলার চেষ্টা করো!'

'অতই যদি সোজা হত ব্রাদার! এ তো আর মানুষ নয়, এ হল গাড়ি। পতন আছে, উত্থান নেই।'

'তুমি এখন তাহলে কী করবে?'

'তোমাদের সকলকে নামাব। তারপর ঠেলে তোলাব।'

'আমরা একটা সভা করতে যাচ্ছি। আমি হলুম গিয়ে সেই সভার সভাপতি। সভাপতি গাড়ি ঠেলবে?'

'কেন, যে রাঁধে সে চুল বাঁধে না! তুমিই না থেকে থেকে বলো, সেল্‌ফ হেলপ ইজ বেস্ট হেলপ। নাও, মেজাজ খারাপ না করে লক্ষ্মী ছেলের মতো আশুবাবুকে নিয়ে নেমে পড়ো। কিছুই না, একটু পেছন দিকে ঠেলে দিলেই রাস্তায় উঠে পড়বে।'

'আর তুমি কী করবে?'

'আমাকে তো ষ্টিয়ারিং-এ বসতেই হবে ভাই। আমি যে কাণ্ডারী।'

'এমন জানলে তোমার গাড়িতে কে উঠত বড়দা। তোমার মতো এমন ব্যাড

ড্রাইভার কী করে লাইসেন্স পেল কে জানে ! ঘুষের খেলা।'

'আমি খুব একটা খারাপ ড্রাইভার নই ব্রাদার। আশুবাবুর হাজারখানেক কৌটো গাড়িকে বেটাল করেছে। গাড়ি কাত হওয়ামাত্রই গড়িয়ে ডান থেকে বাঁ দিকে চলে গেছে। দোষ আমার নয়, দোষ গাড়ির নয়, দোষ হল কৌটোর। আর দোষ হল তাদের, যারা পথের পাশে গাড়ি ধরার জন্যে নর্দমা পেতে রাখে।'

পেছনের আসন থেকে মেজমামা, আশুবাবু নেমে পড়লেন। মেজমামা সমানে গজগজ করে চলেছেন। আশুবাবুর মুখে লেগে আছে মিষ্টি হাসি। এমন মুখ দেখলে তবেই মনে হয়, জীবন মৃত্যু, পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।

মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন, 'আমিও ঠেলব বড়দা ?'

'না, তোকে আর ঠেলতে হবে না, তুই নেমে দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটা পরিচালনা কর। তোর ভূমিকা হল, ডিরেক্টার অব অপারেশান।'

সামনের আসন থেকে আমিও নেমে পড়লুম। আমাকেও তো একটা কিছু করতে হয়। সামনের দিক থেকে ঠেলেঠুলে গাড়িটাকে পেছোতে হবে। একটা পাশ নর্দমায় কেতরে গেছে। ডানপাশ উঁচু হয়ে আছে। মেজমামা দেখেশুনে বললেন, 'অসম্ভব ব্যাপার। ইমপসিব্‌ল। সামনে দাঁড়াবার জায়গা নেই। ঠেলব কী করে ?'

আশুবাবু বললেন, অসম্ভব বলে কিছু নেই পৃথিবীতে। সবই সম্ভব। ইচ্ছে থাকলে উপায় বেরোবে।'

'আমার ইচ্ছেও নেই, উপায়ও দেখতে পাচ্ছি না। আপনি তাহলে একাই ঠেলুন। অনেক রকম মিষ্টির ফিরিস্তি তো শোনালেন, সে সব নিজেও নিশ্চয় খেয়েছেন। ভেতরে অনেক হর্স-পাওয়ার জমা হয়েছে। আজ তার পরীক্ষা হয়ে যাক।'

আশুবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'তবে তাই হোক। আমি এক হাতে পেছনের বাম্পার ধরে টেনে তুলে দোব। একটা গাড়ির ওজন আর কত হবে ? বিশ-বাইশ-মণ !'

'আমি আমার ওজন জানি মশাই। গাড়ির ওজন জানা নেই।'

'ওই বিশ-বাইশ মণই হবে।'

আশুবাবু ঘুরে পেছন দিকে চলে গেলেন। আজ আশুবাবুর কপালে গভীর দুঃখ লেখা আছে। ব্যায়ামবীরের কাজ কি সাধারণ মানুষে পারে ? হেরে ভূত হয়ে যাবেন। আর মেজমামা তালি বাজাবেন।

আশুবাবু প্রথমে মালকোঁচা মেরে নিলেন। তারপর চোখ বুজে হাত জোড় করে নমস্কার করতে করতে বললেন,'জয় মহাবীরজি কি জয় !'

চোখ খুলে বললেন, 'আপনারা সেই মন্ত্রটা সমস্বরে, তালে তালে, সুর করে পড়তে পারবেন ?'

মেজমামা বললেন, 'কোন্‌টা ?'

'ওই যে, সেই শক্তিসঞ্চারী মন্ত্র, ঘাস-বিচুলি হেঁইও, আউর থোড়া হেঁইও, বয়লট

banglainternet.com

ফাটে হেঁইও।

'ওসব আমার দ্বারা হবে না।'

'খোকাবাবু, তুমি পারবে?'

খোকাবাবু বলায় ভীষণ রাগ হলেও বললুম, 'হ্যাঁ, পারব!'

'দেন স্টার্ট।'

'ঘাস-বিচুলি হেঁইও, আউর থোড়া হেঁইও, বয়লট ফাটে হেঁইও।'

আশুবাবুর ডান হাত বাম্পারে, বাঁ হাত কোমরে। ধীরে ধীরে টানছেন। গাড়ি দুলছে। 'আউর থোড়া হেঁইও, বয়লট ফাটে হেঁইও।' ভদ্রলোকের মুখ জবাফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছে। গলার শিরা ফুলে উঠেছে।

হঠাৎ কী হল কে জানে! বড়মামার গাড়ি ঘোঁত ঘোঁত করে দু'বার শব্দ করে উঠল। সামনের চাকা দুটো ফর্‌র ফর্‌র করে দুবার ঘুরে গেল অকারণে। একই সঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটে গেল। চরকির মতো নর্দমার থকথকে কাদা ছিটকে উঠে মেজমামাকে স্প্রে-পেন্ট করে দিলে। সাদা-জামা-কাপড় আর সাদা রইল না। হরিণের মতো চাকা-চাকা কালো দাগ সারা শরীরে। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। ফর্সা মুখে খাড়া উঁচু নাক। চোখে ব্রহ্মতেজ। পারলে গাড়িটাকে ভস্ম করে দেন। ওদিকে গাড়িটা ঝিঁকি মেরে হাতখানেক পেছিয়ে গেছে আচমকা। আশুবাবু উল্টে পড়ে আছেন মাটিতে। করুণ সুরে বলছেন, 'আর করব না, কক্ষনো করব না, দোহাই মহাবীর, মাপ করো মহাবীর।' মাসীমা গাড়ির আড়ালে ছিলেন বলে বেঁচে গেছেন ছেটকানো কাদার হাত থেকে। মাসীমা ছুটে গিয়ে আশুবাবুকে ভূমিশয্যা থেকে টেনে তুললেন। গাড়ি অবশ্য দু'ধাপ পেছিয়ে থেমে পড়েছে। নর্দমা থেকে চাকাও উঠে পড়েছে।

'জয় মহাবীরের জয়', বলতে বলতে আশুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে আবার প্রণাম করলেন। মেজমামা ধীরে ধীরে বড়মামার দিকে এগোতে লাগলেন। দাঁত কিড়িমিড়ি করছে।

'এটা কী হল বড়দা?'

বড়মামা হাসতে হাসতে বললেন, 'তোকে অসাধারণ দেখাচ্ছে রে! অনেকটা ডালসেশিয়ানের মতো, সাদার ওপর কালোর স্পট।'

'তোমার রসিকতা রাখো। এটা কী করলে তুমি?'

'আমি কেন করব রে বোকা। করেছে আমার গাড়ি।'

সাইকেলে রাগী-রাগী চেহারার এক ভদ্রলোক আসছিলেন। হঠাৎ থেমে পড়ে বললেন, 'কী, হল কী? ভিড়িয়ে দিয়েছে বুঝি! বেশ ভাল করে চাবকে দিন মশাই। হাতে স্টিয়ারিং পড়লে, কাণ্ডেনদের আর জ্ঞান থাকে না।'

আশুবাবু বললেন, 'আরে না না, এ আমাদের নিজেদের ব্যাপার। আপনি যেখানে যাচ্ছেন যান। মাথা গরম করবেন না।'

'অ, তাই নাকি, সেমসাইড হয়ে গেছে !'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বড় ভাই আর মেজ ভাইয়ে হচ্ছে। এখুনি মিটমাট হয়ে যাবে।'

'অ, ভাইয়ে ভাইয়ে হচ্ছে। সহজে মিটমাট হয়ে যাবে ভেবেছেন ? কোথায় আছেন আপনি ? কোর্ট অবধি গড়াবে। বছরের পর বছর চলবে। ভিটেতে পাঁচিল পড়বে। গাড়ির নাটবল্টু খুলে খুলে ভাগাভাগি হবে। আছেন কোথায় মশাই ? শোনেননি, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।'

মেজমামা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ধ্যার মশাই। বাজে কথা না বলে যেখানে যাচ্ছেন সেখানে যান। বাঙালীর স্বভাবই হল সব ব্যাপারে নাক গলানো।'

ভদ্রলোক তড়াক করে সাইকেল থেকে নেমে পড়লেন, 'কী হল ? কথাটা কী হল ? খুব মেজাজ নিচ্ছেন মনে হচ্ছে। প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে খুব বড়ছোট কথা হচ্ছে ? জানেন আমি কে ?'

মেজমামা রাগের মাথায় বলে ফেললেন, 'জানি জানি, লাটসাহেবের নাতি।'

'মুখ সামলে। খুব সাবধান।'

'আরে মশাই যান, সব করবেন আপনি !'

'দেখবেন তাহলে ?'

'হ্যাঁ দেখব।'

বড়মামা নেমে এলেন, 'কী হচ্ছে কী ? তিল থেকে তাল।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তিল মানে ? এটা তাল। তালকে আমি তাল-তাল করে ছাড়ব।'

আশুবাবু দু'ধাপ এগিয়ে এসে বললেন, 'নাঃ আর সহ্য হচ্ছে না। এবার একটু হাত লাগাতে ইচ্ছে করছে।'

বড়মামা বুদ্ধদেবের মতো হাত তুলে আশুবাবুকে থামিয়ে বললেন, 'মুখটা খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে ! হ্যাঁ, চেনাই তো ! তোমার নাম সরোজ মাইতি না ! আজ থেকে বছর-তিনেক আগে মাঝরাতে তোমার অ্যাপেনডিক্স ফাটো-ফাটো হয়েছিল, মনে পড়ে ? তোমার মা এসে কেঁদে পড়েছিলেন। সেই রাতেই তোমাকে অপারেশান করেছিলুম। অপারেশান না করলে মরে ভূত হয়ে যেতে এত দিনে ! অপারেশানের ফি-টা অবশ্য এখনও বাকি আছে ! তোমার বোলচাল তো বেশ ফুটেছে কার্তিক !'

লোকটি কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। মুখে আর কথা সরছে না। নাকী সুরে বললে, 'কে, ডাক্তারবাবু ? চিনতে পারিনি স্যার। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আছেন তো, চেহারাটা কেমন যেন পালটে গেছে। ক্ষমা করবেন স্যার। বড় কষ্টে আছি।'

'কষ্টে কেন ?'

'ব্যবসাটা লাটে উঠে গেল স্যার।'

'কী ব্যবসা ছিল তোমার ?'

benglidownload.com

'আজ্ঞে, তেলেভাজার দোকান।'

'তেলেভাজা! আহা, বড় ভাল জিনিস! একেবারে উঠে গেল! একটুও নেই?'

'আজ্ঞে না। এমনকি উনুনটাও ভেঙে গেছে।'

'উনুনটা ভাঙলে কী করে?'

'পাওনাদারে লাথি মেরে ভেঙে দিয়ে গেছে।'

'দোকান ঘরটা আছে?'

'তা আছে। তালাবন্ধ পড়ে আছে।'

'কী কী তেলেভাজা হত? আলুর চপ হত?'

'ওইটাই আমার স্পেশাল আইটেম ছিল স্যার। বনগাঁ, বসিরহাট থেকেও খদ্দের আসত গাড়ি চেপে কার্তিকের লড়াইয়ের চপ খেতে!'

'লড়াইয়ের চপ! বলো কী! লড়াইয়ের চপ! কত টাকা হলে আবার দোকানটা চালু করা যায়?'

মাসীমা বড়মামার হাত খামচে ধরলেন। বড়মামা ঝটকা মেরে মাসীমার হাত সরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'বেড়ালের মতো আঁচড়াচ্ছিস কেন কুসী? খিদে পেয়েছে?'

মাসীমা ফিসফিস করে বললেন, 'আবার টাকা পয়সার মধ্যে ঢুকছ কেন বড়দা?'

কার্তিকবাবু শুনতে পেয়েছেন ঠিক, বললেন, 'ওঁর যে দয়ার শরীর দিদি। দু'হাতে যেমন রোজগার করছেন, দু'হাতে তেমনি গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়েও যাচ্ছেন। জানেন যে, যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।'

আশুবাবু বললেন, 'আরে মূর্খ, সেটা টাকা নয়, বিদ্যে। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।'

'মূর্খ আপনি।'

'আবার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। এ দেখি ধরলে চিঁ চিঁ করে। ছেড়ে দিলে তুড়ি লাফ মারে!'

বড়মামা বললেন, 'আহা, বেচারার মাথার ঠিক নেই। হ্যাঁ, কত টাকা হলে দোকান আবার চালু করা যায়?'

'সে অনেক টাকা বড়বাবু। অত টাকা কি আপনি দিতে পারবেন? আপনি দিতে চাইলেও এঁরা কি দিতে দেবেন? হাত চেপে ধরবেন।'

ইলেকট্রিক শক খেলে যেমন হয়, বড়মামা চমকে উঠলেন। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'আমার টাকা, আমি তোমাকে দোব, কে তাতে বাধা দেবে! হু আর দে! তুমি, আমি আর আমাদের তেলেভাজার দোকান। বলো কত টাকা?'

'আজ্ঞে তা প্রায় হাজার তিনেক টাকা। হাজার খানেকের মতো দেনা আছে। একটা বড় কড়াই কিনতে হবে। উনুনটাকে ফের বানাতে হবে। তারপর তেল, ব্যাসন, আলু, বেগুন।'

'বেগুন? বেগুন কী হবে? তুমি তো বানাবে আলুর চপ।'

'আজ্ঞে স্যার, বেগুনি ছাড়া তেলেভাজার দোকান জমে না।'

'না, না, বেগুন-ফেগুন চলবে না। বেগুনে আমার অ্যালার্জি আছে।'

'আপনার অ্যালার্জি থাকলে কী হবে স্যার। চিরকাল লোকে চেয়ে আসছে, আলুর চপ, বেগুনি।'

আশুবাবু বললেন, 'লাইক ব্রেড অ্যাণ্ড বাটার, মিল্ক অ্যাণ্ড হানি, রোজ অ্যাণ্ড থর্ন, সাবজেক্ট অ্যাণ্ড প্রেডিকেট।'

বড়মামা বুদ্ধদেবের মতো হাত তুলে বললেন, 'ব্যস, ব্যস, হয়েছে হয়েছে। বেগুনি হলে আমি একটা ফার্দিংও দোব না। আমি হলুম গিয়ে এক কথার মানুষ। বেগুনের গুণ নেই।'

'তাহলে স্যার পটুলি কি কুমড়ি ?'

'হ্যাঁ, তা চলতে পারে। এমনকি ফুলুরিও অ্যালাউড।'

আশুবাবু বললেন, 'ফুলুরি খুব টেস্টফুল, তবে কিনা উচ্চারণটা বড় গোলমেলে। মাঝে মাঝে ফুরুলি বেরিয়ে যায়। যেমন বাতাসাটা মাঝে মাঝেই বাতাসা হয়ে যায়। যেমন পুঁটি মাছ। সেদিন বাজারে গিয়ে কিছুতেই আর মুখ দিয়ে বেরোল না, কেবলই বলি পুঁটি মাট। যেমন ফুলে ঢোল। হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় ঢুলে ফোল ! যেমন হাউসফুল আর হাউলফুস। কী যে সব ডেনজারাস ডেনজারাস মুশকিলের ব্যাপার।'

মেজমামা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ছিলেন। এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ধ্যাত তেরি কা। পাগলের পাল্লায় পড়ে জীবনটা গেল। চল্ কুসী, আমরা চলে যাই।'

'আমি তো যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই আছি। শুনলে না, একটু আগেই বলেছে, হু আর দে।'

'ঠিক ঠিক। আমরা হলুম গিয়ে ঠ্যালার লোক। নর্দমায় গাড়ি পড়লে ঠেলে তুলে দিতে হবে।'

bengaliebook.com

বড়মামা একগাল হেসে দু'জনের দিকে তাকালেন। 'কেন রাগ করছিস পাগলা ? ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড। দেখলি না সকলের চেষ্টায় গাড়ি কেমন গাড্ডা থেকে উঠে পড়ল। গাড়ির শিক্ষা আমাদের জীবনের শিক্ষা। ঐকতান মাস্টার, ঐকতান। অনৈকতানে বাঙালী জাতটাই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।'

'তোমার লজ্জা করে না বড়দা, এই কাদামাখা অবস্থায় আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছো ! লোকে কী ভাবছে ?'

'লোকভয় ! এখনও এই বয়সে তোর লোকভয় ! অশ্বিনী দত্ত মশাইয়ের লেখাটা আর একবার পড়িস। জীবনে জ্ঞানের আলো ফেল পাগলা, জ্ঞানের আলো ফেল। নে, গাড়িতে উঠে পড়। ওখানে গিয়ে তোর জামাকাপড় পালটে দোব। তোরটা আমি পরব, আমারটা তুই পরবি।'

'আহা ! কী কথাই বললে ! তুমি আমার চেয়ে আধহাত লম্বা। তোমার পাঞ্জাবি তো আমার গায়ে লটরপটর করবে।'

'হ্যতার বাড়তি অংশটা কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দেব। লোকে বলে হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, আমি বলি হাতে কাঁচি হাতা লটরপটর। নে, উঠে পড়। অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল। টাইম ইজ মানি।'

'তোমাকে দেখে তা মনে হয় না বড়দা। তোমার কাছে টাইম ইজ গানি।'

'তার মানে ? গানি মানে কী ?'

'গানি হল চট। তোমার কাছে সময় হল চটের মতোই মূল্যহীন।'

'ওরে পাগলা, চটের দাম জানিস ? জানলে আর মানির সঙ্গে গানি মেলাতিস না। চট সায়েবদের দেশে চালান যায়।'

বড়মামা বীরের মতো ষ্টিয়ারিং-এ বসলেন। আমরা সুড়সুড় করে যে যার আসনে। মাসীমা সিঁটিয়ে বসেছেন মেজমামার স্পর্শ বাঁচিয়ে।

মেজমামা বললেন, 'তুই অমন সিঁটিয়ে আছিস কেন কুসী ?'

'তুমি নর্দমা ছুঁয়েছ মেজদা। গায়ে গঙ্গাজল না ছিটোলে শুদ্ধ হবে না।'

'অ, তাই নাকি ? অদ্ভুত বিচার।'

'ছোঁয়াছুঁয়ি মানতে হয় মেজদা। তুমি এখন অপবিত্র।'

'আমি না তোর মেজদা !'

'হতে পারো মেজদা তবে অপবিত্র মেজদা।'

বড়মামা গাড়িতে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করছেন। ঘুরর্ ঘুরর্ আওয়াজ হচ্ছে, গাড়ি মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে, স্টার্ট কিন্তু ধরছে না। বড়মামা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন।

আশুবাবু বললেন, 'কী হল, গড়বড় করছে মনে হচ্ছে ?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। সেল্‌ফটা কাজ করছে না। আমাদের মধ্যে কেউ একজন অপয়া আছে।'

পেছনের আসন থেকে তিনজনে সমস্বরে বললেন, 'কে কে, কে অপয়া ?'

'সেইটাই তো বুঝতে পারা যাচ্ছে না।'

আশুবাবু বললেন, 'আমি অপয়া নই তো ?'

মাসীমা বললেন, 'অপয়াদের চেনার কোনো উপায় আছে ? চেহারা দিয়ে বোঝা যায় ?'

আশুবাবু বললেন, 'যেমন ধরুন, আমি দৈর্ঘ্যে সামান্য খাটো, প্রস্থে একটু বিশাল, মুখটা কেমন ?'

মেজমামা বললেন, 'গোল আলুর মতো। একটু লালচে রঙ।'

'লালচে ? বলেন কী, লালচে ? তাহলে রক্ত। শরীরে রক্ত বেড়েছে।'

বড়মামা বললেন, 'আনন্দের কিছু নেই। এই বয়েসে বেশি রক্ত ভাল নয়। হাই প্রেশারে মরবেন। মাথার মাঝখানে টাক আছে?'

মেজমামা বললেন, 'হ্যাঁ আছে। চিকচিক করছে।'

'আমি কি তাহলে অপয়া?'

'সকালে আপনার নাম করলে হাঁড়ি চড়া বন্ধ হয়? শুনেছেন কিছু?'

'আজ্ঞে না, তেমন অভিযোগ তো কানে আসেনি।'

'আচ্ছা, আপনি একবার নেমে দাঁড়ান তো, দেখি স্টার্ট নেয় কি না!'

আশুবাবু নেমে দাঁড়ালেন। বড়মামার কেরামতি শুরু হ'ল সেলফ নিয়ে। কোথায় কী। গাড়ি স্টার্ট নিল না। আশুবাবু বড়মামার পাশে সরে এসে বললেন, 'কী মনে হচ্ছে, আমি কি তাহলে অপয়া?'

বড়মামা বললেন, 'মনে হচ্ছে না।'

'তাহলে উঠে বসি ডাক্তারবাবু?'

'আর উঠে কী হবে। এবার ঠেলতে হবে। ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে হবে। কতটাই বা পথ। বড় জোর এক মাইল!'

মেজমামা বললেন, 'আমি ঠেলতে পারব না। আমার ক্ষমতা নেই।'

'ছিঃ মেজ। সবে মিলে করি কাজ, হারিজিতি নাহি লাজ। একটু হাত লাগাও ভাই। মানুষ তো চিরকালই গাড়ি ঠেলে এল, গাড়ির যদি একদিন মানুষ চাপার শখ হয় তাতে মেজাজ খারাপ করলে চলে? একদিনের তো মামলা রে ভাই। ইংরেজ হলে হাসিমুখে নেমে আসত, আমায় কিছু বলতে হত না।'

'আমি বাঙালী, ইংরেজ নই।'

'তা বললে চলে? সব সময় ইংরেজির খই ফুটছে মুখে। নাও, নেমে পড়ো। দুর্গা বলে যাত্রা শুরু করা যাক। অনেক দেরি হয়ে গেল রে পাগলা।'

'পাগলা বলে যতই আদর করো, গাড়ি আমি ঠেলছি না। দিস ইজ টু মাচ।'

'এই তো ইংরিজি এসেছে, তার মানে ইংরেজ ভর করেছে। নাও, নেমে পড়ো। ঠেলতে শুরু করলেই দেখবে কী মজা! গাড়ি-ঠেলার যে কত আনন্দ। তখন থামতে বললেও আর থামতে ইচ্ছে করবে না। ঠেলে দ্যাখ, বয়েস তিরিশ বছর কমে যাবে।'

'আমি প্রতিজ্ঞা করছি বড়দা, জীবনে আর কোনোদিন তোমার গাড়িতে মরে গেলেও পা দোব না।'

'ছিঃ প্রতিজ্ঞা করতে নেই মেজ। বাঙালির প্রতীজ্ঞা জানিস তো মেজ, এই করে এই ভাঙে। কাঁচের বাসনের মতো। তিন দিন পরেই তোমার গাড়ির দরকার হবে ভাই। মনে নেই, হাওড়ায় যাবে। প্রফেসার চিদাম্বরম্ আসছেন সকাল আটটা দশ মিনিটে। নাও, নেমে পড়ো। একটু ব্যায়ামও হবে। শরীরটা দিন-দিন বেঢপ হয়ে যাচ্ছে।'

bengalidownload.com

দু'পাশের দরজা খুলে পেছনের আসন থেকে তিনজন নেমে পড়লেন। তেলেভাজার দোকান ফেলে সরোজবাবু এগিয়ে এলেন, 'আমিও একটু হাত লাগাই স্যার!'

মেজমামা খ্যাঁক করে উঠলেন, 'তুমি হাত না লাগালেও টাকা পাবে। এখন বুঝছি অপয়া কে? কাল সকালে উঠেই তোমার নাম করে দেখব, কপালে অন্ন জোটে কি না!'

'ঠিক ধরেছেন স্যার। এতক্ষণ বলিনি কিছু, চুপচাপ ছিলুম। সবাই আমাকে অপয়া বলে। নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যায়।'

বড়মামা সামনের আসন থেকে বললেন, 'তুমি তাহলে ত্রিসীমানায় আর দয়া করে থেকো না। সরে পড়ো। আর সকালের দিকে দয়া করে বাড়িতে যেও না।'

সরোজ মাইতি সাইকেল নিয়ে সরে পড়লেন। ধীর গতিতে গাড়ি এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। আশুবাবু আর মেজমামা প্রাণপণে ঠেলছেন। মাসীমা আসছেন পায়ে পায়ে ইন্দিরা গান্ধীর মতো গম্ভীর চালে। বড়মামা গান ধরেছেন :

মুক্তির মন্দির সোপান-তলে
কত প্রাণ হল বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে।

আমি বনেটে টুকুস-টুকুস করে তাল বাজাচ্ছি। বেশ জমে গেছে ব্যাপারটা।

॥ ৩ ॥

বিরাট একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। কুলতলি দুঃস্থা মহিলা সমিতি। হলদের ওপর কালো অক্ষরে লেখা। তলায় ছোট ছোট করে লেখা, প্রতিষ্ঠাতা : ডাক্তার সুধাংশু মুখোপাধ্যায়। ফুল দিয়ে সাজানো গেট। মোটা মোটা গাঁদার মালা ঝুলছে। একপাশে একটা বাছুর, আর একপাশে একটা ছাগল মনের সুখে চিবিয়ে যাচ্ছে। মাইকে স্তোত্র পাঠ হচ্ছে, যা দেবী সর্বভূতেষু। কিছুই তেমন বোঝা যাচ্ছে না। ক্যাড়ক্যাড় শব্দ হচ্ছে। গেটের ভেতরে মাঠে একদল মহিলা লালপাড় সাদা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রত্যেকের হাতে শাঁখ।

বেশ স্বাস্থ্যবান এক ভদ্রলোক গাড়ি দেখে চিৎকার করে উঠলেন, 'এসে গেছেন, এসে গেছেন। স্টার্ট!'

সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বেজে উঠল। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। ভদ্রলোক দু'হাত তুলে বড়মামাকে জানালেন, 'এইখানে স্যার, এইখানে স্যার। পার্ক করুন।'

সামনে থেকে বোঝার উপায় নেই, গাড়ি নিজের জোরে আসছে না, আসছে ঠেলার জোরে। গলদ্‌ঘর্ম দুটি মানুষ লেগে আছে পেছনে।

বড়মামা চিৎকার করছেন, 'স্টপ, স্টপ, নো মোর, নো মোর।'

ভদ্রলোক চিৎকার করছেন, 'ব্রেক মারুন, ব্রেক মারুন।'

মেজমামাদের ঠেলার নেশায় পেয়ে গেছে। মাথা নিচু। ঠেলছেন তো ঠেলছেন। গেট ছেঁচড়ে, মালাফালা ছিঁড়ে গাড়ি ভেতরে ঢুকে গেল। তবু থামার নাম নেই। মহিলারা দৌড়ে সমিতির রকে। শাঁখ কিন্তু থামেনি, সমানে বেজে চলেছে। আরও জোরে। যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হচ্ছে।

মাসীমা বলছেন, 'ও মেজদা, থামো থামো।'

মেজমামা বললেন, 'আমি কি আর ঠেলছি। আমি তো শুরু থেকেই থেমে আছি। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলেছি। ঠেলছেন আশুবাবু।'

মাসীমা বললেন, 'আশুবাবুকে থামতে বলো।'

'নিজের ইচ্ছেয় আর থামেন কী করে! উনি তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। নাক ডাকছে। আর গাড়ি না থামলে আমি সোজা হই কী করে! মুখ থুবড়ে পড়ে যাব যে!'

সমিতির উঁচু রকে গাড়ি গিয়ে ঠেকল। মেয়েরা চিৎকার করে উঠল, 'যাঃ, রকটা বোধহয় ভেঙে গেল!' ভাঙল না, একটা কোণ শুধু থেঁতলে গেল। গাড়ি থেমেছে। মেজমামা সোজা হলেন। আশুবাবু গাড়ির গায়ে ঢলে পড়লেন। গভীর ঘুম। ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকছে। বড়মামা হাসিমুখে নেমে এলেন, এই যে আমার মেজভাই। অধ্যাপক শান্তি মুখোপাধ্যায়। আপনাদের স্পেশ্যাল-গেস্ট করা সভাপতি। আশুবাবু কোথায় গেলেন? আমাদের এক নম্বর পেট্রন। কোথায় তিনি?'

'তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

'সে কী, বিছানা পেলেন কোথায়?'

'বিছানার দরকার হয়নি। গাড়ির পেছনে শুয়ে পড়েছেন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। পরিশ্রম হয়েছে। একটু বিশ্রাম করে নিন।'

আশুবাবু ঠিক এই সময় স্বপ্ন দেখে ডুকরে উঠলেন, 'মা মা, আমি কোথায়?'

মাসীমা বললেন, 'খুব হয়েছে, এবার উঠে পড়ুন।'

'অ্যাঁ, ভোর হয়ে গেছে! চা হয়ে গেছে!' ভদ্রলোক তড়বড় করে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলেন।

'আরে মশাই, ওদিকে চললেন কোথায়?'

'যাই, দাঁতটা মেজে আসি।'

বড়মামা হাত চেপে ধরলেন, 'ধ্যাত মশাই, চোখ মেলে দেখুন কোথায় আছেন।'

কথা শেষ হতে-না-হতেই শাঁখ বেজে উঠল।

ফট-ফট করে গোটা দশ-বারো পটকা ফাটল। আশুবাবু বললেন, 'কী রে বাবা, কালীপুজো শুরু হয়ে গেল নাকি?'

রকের একধারে মঞ্চ তৈরি হয়েছে। বড় বড় চেয়ার। লম্বা একটা টেবিল। সাদা

bengaliadownload.com

টেবিল ক্লথ। বড় দুটো ফুলদানি। নানা রঙের ফুল। পেছনে সাদা কাপড় ঝুলছে। তার ওপর বাসন্তী-রঙে সমিতির নাম। তার তলায় লেখা, প্রথম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী। বড়মামা বলতে লাগলেন, 'আহা, কী আয়োজন! একেবারে ফাটিয়ে দিয়েছে। সুহাস একেবারে সুযোগ্য সেক্রেটারি...।'

বাকি কথা আর শোনা গেল না। মাইক ঘ্যাড়ঘ্যাড় করে উঠল, 'হ্যালো, হ্যালো টেস্টিং। ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর।'

সুহাসবাবু বড়মামার কানে কানে কী বললেন। বড়মামা বললেন, 'কোথায় সে, কোথায় সে?'

'আজ্ঞে পেছন দিকের ঘরে বসে আছেন।'

'চলো, চলো, কী বিপদ, কী বিপদ!'

পেছন দিকের ঘরে এক মহিলাকে ঘিরে আরও অনেক মহিলা বসে আছেন। সকলেই বলছেন, 'একটু খোলার চেষ্টা করো। নিচেরটা নিচের দিকে ওপরেরটা ওপরের দিকে জোরে ঠেলো না। অমন করে বসে থাকলে চলে!'

মাসীমা দু'পা সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে, কী হয়েছে?'

'দাঁতে দাঁত লেগে গেছে।'

'মৃগী আছে বুঝি?'

সুহাস বললেন, 'আজ্ঞে মৃগী নয় দিদিমণি। ক্যাণ্ডি-ফ্লস টেস্ট করতে গিয়ে দাঁতকপাটি লেগে গেছে।'

'সে আবার কী? ক্যাণ্ডি-ফ্লস জিনিসটা কী?'

'দেখবেন? আমাদেরই তৈরি।' কাঁচের বয়াম থেকে ভদ্রলোক পাতলা কাগজে মোড়া চৌকোমতো কী একটা বের করে মাসীমার হাতে দিলেন।

'এ তো লজেন্স দেখছি।'

আশুবাবু বললেন, 'এখানে সবই দেখছি না-খোলার কেস। কৌটোর ঢাকনা খোলে না, দাঁত থেকে দাঁত খোলে না।'

'আপনি চুপ করুন।' মেজমামা ধমকে উঠলেন।

রুগীকে চার-পাঁচজনে শুইয়ে ফেললেন। মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার তোমার কায়দাটা কী হবে শুনি বড়দা?'

'ভেরি সিম্পল। ঝিনুকের মুখ ফাঁক করে যেভাবে মুক্তো বের করে আনে সেই কায়দায়...।'

'সেই কায়দায়? ইনি মানুষ। সামুদ্রিক ঝিনুক নন। ঠোঁট দুটো আস্ত থাকবে?'

'তাহলে কী করব? এমন কেস তো জীবনে আমার হাতে আসেনি।'

মাসীমা বললেন, 'একটু মোটা সুতো আর মোম আছে?'

সুহাসবাবু বললেন, 'অবশ্য আছে, অবশ্য আছে।'

'মোম আর সুতো এসে গেল। বড়মামাকে সরিয়ে দিয়ে মাসীমা চিকিৎসায় লেগে গেলেন। প্রথমে মোটা সুতো জলে ভিজিয়ে দু'সার দাঁতের ফাঁকে ধরে ধীরে ধীরে ঘষতে লাগলেন। সকলে হাঁ করে দেখছেন। বড়মামা বলছেন, 'জয় বাবা বিশ্বনাথ, খুলে দাও বাবা। হ্যাঁ রে, চিচিং ফাঁক বললে কোনো কাজ হবে?'

মাসীমা বললেন, 'তুমি চুপ করো।'

বেশ কিছুক্ষণ কেরামতি চলার পর ভদ্রমহিলার দাঁত খুলে গেল। সকলে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, 'খুল গিয়া, খুল গিয়া।'

মাসীমা দ্রুত হাতে মোমের টুকরোটা দু'পাটির ফাঁকে গুঁজে দিলেন।

বড়মামা বললেন, 'ও আবার কী হল?'

দাঁতে দাঁত ঠেকলেই আবার জুড়ে যাবে। যে সাংঘাতিক জিনিস তৈরি করেছ! যে কটা আছে সব গঙ্গাজলে ফেলে দিয়ে এসো।'

'আজ্ঞে ঠিক লজেন্স নয়। লজেন্স কড়মড় করে চিবিয়ে খাওয়া যায়। এ জিনিস আঠা-আঠা, চটচটে। সর্বক্ষণ চুষতে হবে। দাঁত দিয়ে কেরামতি করতে গেলেই ওপর পাটি নিচের পাটি জুড়ে যাবে, ওই সীমার যেমন হয়েছে।'

'ট্রাই করে দেখব?'

চারপাশ থেকে সমস্বরে আর্তনাদের মতো শোনা গেল, 'না, না, খবরদার না। এখুনি আটকে যাবে।'

'কী এমন জিনিস মশাই, দাঁতে ভাঙা যায় না!' আশুবাবু মাসীমার হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। 'এ কি গীতার সেই আত্মপুরুষ। অস্ত্রে ছেদন করা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে গলে না! কী করে বানালেন এমন জিনিস?'

bengaliaudownload.com

'করতে করতে হয়ে গেছে। তেমন কিছু চেষ্টার দরকার হয়নি। একটা মুখে ফেললে এক মাস কেন, মনে হয় সারা জীবন চলে যাবে!'

'ভাল করে প্রচার করুন। এ এক যুগান্তকারী আবিষ্কার!'

সুহাসবাবু সবিনয়ে বললেন, 'সবই তাঁর ইচ্ছা। মানুষ নিমিত্তমাত্র।'

বড়মামা হাঁটু মুড়ে মহিলার পাশে বসেছেন। চামচ এসেছে নানা মাপের। সাহায্য করার জন্যে তিন-চারজন হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। বড় ছোট সব চামচই ব্যর্থ হল। দাঁতকপাটি খোলা গেল না। বড়মামার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। চারপাশে তাকিয়ে বললেন, 'খুন্তি লে আও।'

'খুন্তি? যে খুন্তি দিয়ে বেগুন ভাজে?'

চারজন চারদিকে ছুটলেন। বড় ছোট চার-পাঁচ রকমের খুন্তি এসে গেল।

বড়মামা বললেন, 'শুইয়ে দাও।'

সুহাসবাবু বললেন, 'এঁকে সারা জীবনই কি তাহলে মোমের টুকরো দাঁতে নিয়ে

ঘুরতে হবে ?'

'তা কেন ? এইবার বেশ করে ছাই দিয়ে দাঁত মেজে আসুন। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বড়মামা বললেন, 'কুসী, তোর এই চিকিৎসাটা মেডিকেল জার্নালে প্রকাশ করতে হবে !'

'থাক, এমন ঘটনা পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার ঘটবে বলে মনে হয় না।'

মেজমামা বললেন, 'এইবার আমার একটা ব্যবস্থা করো। এই কাদামাখা জামা পরে সভাসমিতি করা যায় ?'

বড়মামা চনমন করে উঠলেন, 'ঠিক ঠিক। এক কাজ কর, তুই আমার এই ধুতি-পাঞ্জাবিটা পর।'

'আবার তোমার সেই এক কথা। তোমার জামা আমার গায়ে বড় হবে।'

বড়মামা সুহাসবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চুন আছে, চুন ?'

'চুন কী করবেন ডাক্তারবাবু ?'

'হোয়াইট ওয়াশ। দেয়াল যদি চুনকাম করা যায়, ধুতি-পাঞ্জাবি কেন করা যাবে না। আলবাত্ যাবে !'

মেজমামা বললেন, 'থাক বড়দা, খুব হয়েছে। তোমার চিকিৎসা যেমন উদ্ভট, পরিকল্পনাও তেমনি উদ্ভট। আমি আর সভাপতি হতে চাই না ! যা পারো তাই করো।'

বড়মামা বললেন, 'তা বললে চলে রে পাগলা ! এই সভার প্রধান আকর্ষণ তো তুই। তোর ওই কাতলা মাছের মতো মাথা থেকেই তো পথের নির্দেশ বেরোবে। তোর যা মাথা একদিন তুই এম. এল. এ. হবি। এম. এল. এ. থেকে মন্ত্রী। তখন আমাদের জোর কত বেড়ে যাবে।'

মেজমামা বললেন, 'আমার মথায় সাংঘাতিক এক আইডিয়া এসেছে বড়দা।'

'আসবেই তো, আসবেই তো, তুই যে আমারই ভাই। আমার মাথাটা দেখেছিস, আইডিয়ার পিন-কুশন। বল এবার তোর কী আইডিয়া ?'

'কাপড়ের কাদামাখা অংশটা তো টেবিলের তলায় থাকবে, কেউ দেখতে পাবে না। সমস্যা পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবিটা উল্টে পরলেই সব সমস্যার সমাধান। কী বলো ?'

'বাহ্, বাহ্, একেই বলে মাথা। কার মাথা দেখতে হবে তো ! আমার ভাইয়ের মাথা ! এ-সব মাথা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতে হয়।'

'তাহলে পরে ফেলি সেইভাবে ?'

'অবশ্যই, অবশ্যই। আর দেরি নয়।'

মেজমামা সমস্যা সমাধানের আনন্দে গান গেয়ে উঠলেন, 'আমার আর হবে না দেরি, আমি শুনেছি ওই ভেরি।'

মাসীমা বললেন, 'পাগলামির একটা সীমা আছে, বুঝলে ? যা বাড়িতে চলে, তা

সভায় চলে না। উল্টো পাঞ্জাবির পকেট দুটো দু'পাশে জপের মালার ঝুলির মতো ঝুলবে, কী সুন্দর দেখাবে তাই না!'

বড়মামা দরাজ হেসে বললেন, 'ডাক্তারের কাছে ওটা কোনও সমস্যাই নয়। অ্যাম্পুটেট করে দোব। পরিষ্কার অস্ত্রোপচার। কাঁচি দিয়ে কুচকুচ করে ছেঁটে ফেলে দোব।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ছেঁটে ফেলে দাও। ও তো একটা কাঁচির ব্যাপার।' কথা বলতে বলতে মেজমামা পাঞ্জাবিটা উল্টো করে পরে ফেললেন। তারপর বোতাম আটকাতে গিয়ে গভীর চিন্তায় মাথা নিচু হয়ে গেল, 'দাদা বোতাম!'

'বোতাম?'

'হ্যাঁ গো, বোতাম লাগাব কী করে?'

'কেন? যেভাবে সবাই লাগায়! বোতাম ঘরের মধ্যে খুস্ করে বোতাম ঢুকিয়ে দিবি।'

'তুমি একেবারে গবেট হয়ে গেছ দাদা।'

'কেন, কেন? জানিস আমি ডাক্তার, তোর মতো ছেলেঠ্যাঙানো অধ্যাপক নই!'

'ওই রুগী-মারা ডাক্তারিটাই জানো, উল্টো জামায় বোতাম লাগাবার কিস্যুই জানো না। বোতাম আর ঘর দুটোই যে ভেতর দিকে চলে গেছে। বুকে খোঁচা মারছে।'

'মারছে মারুক। সহ্য করো। এসবই কি আর সুখের হয় ভাই রে! জীবন দুঃখময়। যে কারণে রাজার ছেলে গৌতম সংসার ছেড়ে বুদ্ধ হলেন।'

'আমি গৌতমও নই, বুদ্ধও নই, বোতাম না লাগিয়ে বুক খোলা অবস্থায় অসভ্য ইতরের মতো সভায় যেতে পারব না। আমার একটা মানসম্মান আছে।'

'ওরে মূর্খ, সংস্কৃত জানিস, বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য, নির্বোধেস্তু কুতঃ বলং! চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়। ভাগে আমার হামা দিয়ে পাঞ্জাবির ভেতর ঢুকে বোতাল লাগিয়ে দিক। ভেরি, সিম্পল, ভেরি সিম্পল।'

'তা কী করে হয়?'

'খুব হয় রে ভাই, খুব হয়। গাড়ি কী করে মেরামতি হয় দ্যাখোনি? মিস্ত্রি তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে, তারপর ওপর দিকে তাকিয়ে খুটুস-খাটুস করে তার-মার জুড়ে-জাড়ে দেয়।'

মেজমামা একটু চিন্তা করে বললেন, 'তাহলে শুয়েই পড়ি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুয়েই পড়ো। একেবারে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ো।'

মাসীমা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এইবার বললেন, 'তোমরা বাড়ি চলো, বাড়ি চলো, তোমাদের আর সভা করে দরকার নেই, খুব হয়েছে।'

দু'জনে সমস্বরে বললেন, বাড়ি চলে যাব? এ তুই কী বলছিস কুসী?'

সুহৃদবাবু বললেন, 'আমার একটা বিনীত নিবেদন আছে।'

boiRboi.blogspot.com

'বলে ফেলো, বলে ফেলো।'

'খুব সহজ সমাধান আমার মাথায় এসেছে।'

'এসেছে? এসেছে নাকি? নিবেদন করো, নিবেদন করো। নিবেদনমিদং।'

'আমাদের তাঁত বিভাগ থেকে একটা সাদা চাদর নিয়ে আসি' সেইটি গায়ে দিয়ে—'

বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন, 'সুহাস, তোমার আইনস্টাইন হওয়া উচিত ছিল। তুমি আলেকজান্ডার দি গ্রেট। তুমি চেঙ্গিজ খান।'

মেজমামা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আঃ, উচ্চারণটা ঠিক করো বড়দা। চেঙ্গিজ নয় জিঙ্গিজ।'

'হ্যা, হ্যা, সারা জীবন চেঙ্গিজ বলে এলুম। ম্যাট্রিকে ইতিহাসে লেটার পেলুম। তুই এখন উচ্চারণ শেখাতে এলি। জানিস সায়েবরা আমার নাম কী ভাবে উচ্চারণ করে, সু-ড্যাংশু।'

'করো, তাহলে ভুল উচ্চারণই করো। শেখালে যখন শিখবে না, অশিক্ষিতই থেকে যাও।'

দু'জনের ঝগড়া আর তেমন এগোল না। পাড় বসানো সুন্দর একটা সাদা চাদর এসে গেল। উল্টো করে পরা পাঞ্জাবির ওপর চাদর ফেলে মেজমামা হাসি-হাসি মুখে বললেন, 'চলুন তাহলে শুরু করে দেওয়া যাক। এদিকে যত রাত হবে ওদিকে তত দিন হবে।'

মাসীমা বললেন, 'তোমারও মাথাটা গেছে। কী বলতে কী যে বলছ? বলো এদিকে যত দেরি হবে ওদিকে তত রাত হবে।'

বড়মামা বললেন, 'তাহলে একটা গল্প শোন।'

'এখন আর গল্প শোনার সময় নেই। তোমার গল্প ভীষণ বড় বড় হয়।'

'এটা খুব ছোট। সত্যি ঘটনা কি না।'

'কাল শোনা যাবে।'

'না, আজই শুনতে হবে। তা না হলে এই সভা আমি হতে দোব না।'

মেজমামা বললেন, 'যাঃ-বাব্বা। বেশ মজার লোক তো! নিজের সভা নিজেই পণ্ড করবে?'

'আমার পাঁঠা আমি যেদিকে খুশি কাটতে পারি। ন্যাজেও পারি, মুণ্ডুতেও পারি।'

সুহাসবাবু বললেন, 'ছোট্ট যখন শুনেই নিন না! ঝামেলা চুকে যাক।'

'বেশ, বলো তাহলে।'

'একদিন সকালে চেম্বারে বসে আছি।'

'কত সকালে?'

সুহাসবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'কেন বাগড়া দিচ্ছেন মেজবাবু?'

'আচ্ছা, আচ্ছা। তুমি বলে যাও।'

'একটি ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, শিগগির চলুন, মা আবার ঢুলে ফোল হয়ে গেছে। বলেই বেরিয়ে চলে গেল। আমি হাঁ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটি ফিরে এল। সেই একই ভাবে উর্দ্ধশ্বাসে, ডাক্তারবাবু ঢুলে ফোল নয় ফুলে ঢোল! ছুটতে ছুটতে চলে গেল।'

বড়মামা সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন, 'কই, তোমরা হাসলে না?'

'হাসব কেন? এটা একটা গল্প হল?'

'গল্প হল না! তা হলে কী হল?'

'ঘোড়ার ডিম হল।'

'এটা গল্পের মতো সত্য।'

'সে আবার কী? বলো সত্যের মতো গল্প।'

'দাঁড়া, দাঁড়া, সব গুলিয়ে গেল। গল্পের মতো সত্য, সত্যের মতো গল্প। ট্রু স্টোরির ইংরেজি কী হবে?'

সুহাসবাবু বললেন, 'সত্য গল্প।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্য গল্প। সত্য হাসির গল্প।'

মেজমামা বললেন, 'ভেরি সরি। আমাদের কিন্তু হাসি পেল না।'

'তার মানে তোমরা সমঝদার নও। তোমাদের মন তেমন সরল নয়। শিশুর মতো সরল মন না হলে প্রাণ খুলে হাসা যায় না রে পাগলা!'

সুহাসবাবু বললেন, 'আপনি লক্ষ্য করেননি, আমি কিন্তু ফিক্‌ফিক্ করে হেসেছি।'

'লক্ষ্মী ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে।' বড়মামা পিঠ চাপড়ালেন।

'তবে আর বোধহয় দেরি করা ঠিক হবে না বড়বাবু। অনেক সব প্রবলেম আছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার স্টার্ট।'

॥ ৪ ॥

ফুল, লতা, পাতা, রঙিন কাগজ, লাল নীল পতাকা। সভা একেবারে জমজমাট। লাউডস্পিকার কাশছে। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে একজন চিৎকার করছেন, টেস্টিং, টেস্টিং। বড়মামা বললেন, 'টেস্ট করে আর কী পাবে! এ তো ব্রংকাইটিসের কাশি। বুকে সর্দি জমেছে।'

যে ভদ্রলোক টেস্ট করছিলেন তিনি যেই ওয়ান, টু, থ্রি বলতে গেলেন, মাইক চ্যাঁ করে চিৎকার করে উঠল। বড়মামা বললেন, 'ফেলে দাও, ফেলে দাও। মাচান থেকে নামিয়ে দাও। অসুস্থ, অসুস্থ। হাসপাতালে পাঠাও।'

ফোর, ফাইভ, সিক্স। সেভেনে এসে মাইক সুস্থ হল। স্বাভাবিক স্বর বেরোল।

bengalidownload.com

বড়মামা বুদ্ধদেবের মতো হাত তুললেন। মাইক নিয়ে ধস্তাধস্তি শেষ হল। সভা একেবারে লোকে লোকারণ্য। পুরুষ, মহিলা, ছেলে মেয়ে, কেমন একটা গজর-গজর, ভজর-ভজর শব্দ হচ্ছে।' একসঙ্গে অনেক মাছি উড়লে যেমন হয়।

সুহাসবাবু বললেন, 'সাইলেনস্ ! সাইলেনস্ ! প্রায় ধমকে উঠলেন। 'একদম চুপ, একদম চুপ।' ঠিক যেন আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার ! এখুনি পড়া ধরবেন। না পারলে মাথায় ডাস্টার।

সুহাসবাবু বললেন, 'আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন।'

গুনুর গুনুর গোলমাল তখনও চলেছে। ছুঁচ পড়লে আওয়াজ হয় এমন নিস্তব্ধ তখনও হয়নি। একেবারে সামনের সারিতে দুটো বাচ্চা, এ ওর কান, ও এর কান ধরে কান-টানাটানি খেলা খেলছে। সুহাসবাবু মাইক ছেড়ে লাফিয়ে সভায় নামলেন। প্রথমেই দু'হাতে দুই থাপ্পড়। তারপর দুটোকেই বেড়ালছানার মতো নড়া ধরে তুলে ঝোলাতে ঝোলাতে সভার বাইরে ছেড়ে দিয়ে এলেন। এসেই আবার মাইক ধরলেন, 'আজ আমাদের অতিশয় আনন্দের দিন। গত বছর ঠিক এমনি দিনে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।'

পেছনের সারি থেকে একসঙ্গে অনেকে বলে উঠলেন, 'এবার উঠে যাবে !'

বড়মামা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'কে বললে ? কে বললে উঠে যাবে ? কার এত সাহস ? উঠে যাবে কেন ?'

পেছনের সারিতে পরপর দশ-বারোজন উঠে দাঁড়ালেন, 'আমরা বলেছি স্যার। আজ আমাদের আনন্দের দিন নয়, দুঃখের দিন স্যার।'

'কেন, কেন ? দুঃখের দিন কেন ? কোনো কিছু জন্মালে কেউ কি দুঃখ করে, না আনন্দ করে ? আমি যখন জন্মেছিলুম তখন আমার বাড়ির সবাই হেসেছিল না কেঁদেছিল ? আমি অবশ্য ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেঁদেছিলুম। সে তো ভাই তুলসীদাসজি বলেই গেছেন--তুমি যখন এসেছিলে, জগৎ হেসেছিল, তুমি কেঁদেছিলে। তুমি যখন যাবে, জগৎ কাঁদবে আর তুমি হাসবে।'

'ডাক্তারবাবু, আমরা সে জন্ম বা মৃত্যুর কথা বলছি না, আমরা এই কুলতলি মহিলা সমিতির কথা বলছি স্যার।'

'অবশ্যই, অবশ্যই, সেই কথাই তো বলবেন। সেই কথা বলারই তো দিন আজ।'

'তাহলে বলেই ফেলি।'

'উঁহু, আপনারা তো শুনবেন। আমরা আজ বলব। সভাপতি বলবেন, প্রধান অতিথি বলবেন। আপনারা শুধু কানখাড়া করে শুনবেন। শোনা শেষ হ'লে চটাপট-পটাপট হাততালি দেবেন।'

'সবই বুঝলুম। তবে আপনারা বলার আগে, আমরা যা বলতে চাই শোনা দরকার।

অনেক টাকার ব্যাপার তো।'

'ও, এই প্রতিষ্ঠানকে আপনারা অর্থ দান করতে চান? বাঃ বাঃ, অতি মহৎ প্রস্তাব। পৃথিবীতে দাতা তাহলে এখনও আছেন!'

'ভাল করে শুনুন! আমরা নিতে এসেছি, দিতে আসিনি। আমরা ক্ষতিপূরণ চাই।'

'ক্ষতিপূরণ! সে আবার কী রে ভাই! আমরা তো কারুর কোনও ক্ষতি করিনি। আমরা তো মানুষের উপকার করার জন্যেই বাজারে নেমেছি।'

'ওই আনন্দেই থাকুন। এদিকে আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

'কী রকম, কী রকম?'

'বলছি, বলছি। একে একে বলছি। আমিই প্রথমে বলি, তারপর এরা বলবে।'

বড়মামা ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'সুহাস, সব যে বেসুরে বাজছে গো।' মাইকে বড়মামার আস্তে মন্তব্য বড় হয়ে সভায় ছড়িয়ে পড়ল।

মেজমামা বললেন, 'তা তো একটু বাজতেই পারে। সব সময় সবকিছু কি সুরে বাজে?'

মেজমামার মন্তব্যও সবাই শুনে ফেলল।

সুহাসবাবু মাইক টেনে নিয়ে বললেন, 'আজ আমাদের জন্মদিন, বড় আনন্দের দিন, আজ কোনো গণ্ডগোল করা কি ঠিক হবে। আসুন আমরা হাতে হাত মেলাই।'

সঙ্গে সঙ্গে পেছনের সারি থেকে মন্তব্য হল, 'জন্মদিন আর মৃত্যুদিন একও তো হয়ে যেতে পারে।'

'মৃত্যুর কথা আসছে কেন ভাই। এই তো সবে এক বছর হল আমরা জন্মেছি।'

'তাহলে শুনুন, আপনাদের দুর্গতিকাহিনী শুনুন। আপনাদের সেই প্যাকেটে ভরা মুড়কি, যার নাম রেখেছিলেন হরিভোগ। সেই মুড়কি আমার দোকানের কী সর্বনাশ করেছে!'

'ভাই, হরিভোগ তো সত্যিই হরির ভোগ। আমরা নিজেরা টেস্ট করে তবে বাজারে ছেড়েছি। ওতে বাদাম আছে, জিবেগজার সুস্বাদু টুকরো আছে, নকুলদানা আছে, আদার কুচি আছে। ভাবলেই আমার জিভে জল এসে যাচ্ছে রে ভাই!'

'আপনার জিভে জল, আর আমার চোখে জল। যা মাল তুলেছিলুম দু'চার প্যাকেট মাত্র বেচতে পেরেছি। এ বাজারে ওসব বৈষ্ণব-পথ্য চলে না মশাই। এ হল মাটনরোল, ফিশরোল, মোগলাইয়ের যুগ। আপনাদের হরিভোগ সব ধেড়ে ইঁদুর-ভোগ হয়ে গেছে। তাও ইঁদুরে ভোগ করে ছেড়ে দিলে বাঁচতুম। হরিভোগ খেয়ে, ধেড়েরা এমন ক্ষেপে আছে, আমার দোকানের সব কাঁচের জার তো ভেঙে চুরমার করেছেই, আমাকেও দোকান খুলতে দিচ্ছে না, তেড়ে তেড়ে আসছে। কামড়েও দিয়েছে পায়ের বুড়ো আঙুলে। তলপেটে এখন ইনজেকশান নিতে হচ্ছে।'

বড়মামা হাসতে হাসতে বললেন, 'এই ব্যাপার! আপনি আমাদের এই সমিতির

bengalidirbad.com

তৈরি গোটাকতক আগমার্কা ইঁদুরকল ওই হরিভোগ দিয়েই পেতে রাখুন, সব ব্যাটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'আগমার্কা ঘি হয় শুনেছি, ইঁদুরকলও হয় নাকি?'

'আরেব্বাপু রে, সেরা জিনিস মানেই আগমার্কা। আমাদের ইঁদুরকল বাজারের এক নম্বর। নাম্বার ওয়ান। লিকপ্রুফ। ইঁদুর এদিক দিয়ে পড়ে ওদিক দিয়ে ফুড়ুত করে বেরিয়ে যাবে, সে আর হচ্ছে না। আমরা সব জিনিস টেস্ট করে তবে বাজারে ছাড়ি।'

'ইঁদুরকল কী করে টেস্ট করবেন স্যার? ওটা তো খাদ্য নয়। কেক নয়, রুটি নয়।'

'ওই কেক আর রুটির কথা যখন উঠল, তখন বলেই ফেলি।' এবার দ্বিতীয় আর এক ভদ্রলোক। সুন্দর চেহারা, একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। বড় বড় চোখ।

বড়মামা বললেন, 'আপনার আবার কী অভিযোগ? এ দেখছি আমদরবার বসে গেল। অ্যাতো অভিযোগ সামলাই কী করে?'

'আপনাদের ওই কেক আর রুটি স্যার আমার এতকালের ব্যবসার একেবারে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। ও দুটোও কি টেস্ট করে ছেড়েছিলেন স্যার?'

'অবশ্যই, অবশ্যই। আমি খাইনি, তবে এরা অবশ্যই খেয়েছে। খাবার জিনিস, না খেয়ে পারে?'

'আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে বেশ খিদে পেয়েছে। আমাদের সামনে দয়া করে একটু চাখুন না!'

'তা চাখতে পারি। আমার আবার খাওয়ার ব্যাপারে তেমন লজ্জাটজ্জা নেই।'

'তাহলে সভাপতি, প্রধান অতিথি দু দু-জনেই একটু একটু টেস্ট করুন। আমরা দেখি।'

মেজমামা লজ্জা-লজ্জা করে বললেন, 'কী যে বলেন!'

সুহাসবাবু কেক আর রুটি নিয়ে এলেন। দেখেই মনে হল বেশ গরম গরম। সুন্দর গন্ধ নাকের পাশে দিয়ে ভেসে চলে গেল। যেন ডাকছে—আয়, আয়, কপাকপ খেয়ে যা। বড়মামা একটুকরো কেক ভেঙে মুখে পুরলেন। মুখে পোরার সঙ্গে সঙ্গে চটাপট, পটাপট হাততালি। দেখতে দেখতে বড়মামার চোখ কপালে উঠে গেল। কী রে বাবা, এখুনি ফিট হয়ে যাবে নাকি!

সেই সুন্দরমতো ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'কী বুঝলেন স্যার? নুনে যবক্ষার। জিভ হেজে গেল। তাই না!'

বড়মামা ঢোক গিলে ডাকলেন, 'সুহাস।'

'বলুন স্যার। পাশেই আছি।'

'পাশেই আছ। আমি যে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'তা হতে পারে স্যার। অন্য কাজে ব্যস্ত রয়েছেন তো!'

'আজ্ঞে না, সেজন্যে নয়। এমন বিদঘুটে স্বাদ হল কী করে? অমানুষিক টেস্ট।'

'হতে পারে স্যার। খুব ভাল কারিগরের তৈরি কিনা!'

'ছাঁটাই করো, ছাঁটাই করো। সব পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে, হাতে পায়ে ধরে আজই বিদেয় করো!'

সেই সুন্দরমতো ভদ্রলোক বললেন, 'তাহলে, আমার হাজার পাঁচেক টাকা পাওনা হল। দোকান নতুন জায়গায় তুলে না নিয়ে গেলে যেখানে আছি সেখানে আর ব্যবসা করে খেতে হবে না। সব খদ্দের ভয়ে সরে পড়েছে।'

বড়মামা বললেন, 'মিথ্যে কথা। এমন কিছু খারাপ খেতে হয়নি।'

'তাহলে আর-একটু করো খান। আমরা বসছি।'

বড়মামা একটু ঘাবড়ে গিয়ে মেজমামা আর মাসীমার মুখের দিকে করুণ মুখে তাকালেন।

মাসীমা বললেন, 'পাঁচ হাজারের চেয়ে জীবন অনেক দামী বড়দা।'

বাইরে একটা হই-হই শোনা গেল। 'কোথায়, কোথায় সেই ডাক্তারবাবু? আমি তাঁকে একবার দেখে নিতে চাই।'

বড়মামা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'ওরে কুসী, আবার কে আসছে রে তেড়ে?'

মেজমামা বললেন, 'নাও এবার পরোপকারের ঠ্যালা বোঝো।'

মার মার করে রাগী চেহারার এক বৃদ্ধ সভায় এসে ঢুকলেন। 'ডক্টর মুখার্জী নাকি এসেছেন। তিনি কোথায়?'

পেছনের সারির ভদ্রলোকরা একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'ওই যে, ওই যে মঞ্চে বসে আছেন। বসে বসে কেক খাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ, সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে কেক তো খাবেনই। কারুর সর্বনাশ, কারুর পোষ মাস। ডক্টর মুখার্জী!'

ভদ্রলোক বুক চিতিয়ে পা দুটো ফাঁক করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। যেন যুদ্ধ করবেন!

বড়মামা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'আপনার কী সর্বনাশ হয়েছে?'

'কী সর্বনাশ হয়েছে দেখতে চাও ছোকরা? তোমাদের কৌশল কি আমি বুঝি না ভাবছ। সামনের চৈত্রে আমার বয়েস হবে সত্তর। দাঁতের ডাক্তারদের সঙ্গে ষড় করে তোমরা বাজারে টফি ছেড়েচ। ছেড়েচ কি না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, টফি আমরা ছেড়েচি, তবে দাঁতের ডাক্তারের সঙ্গে কোনও ষড় নেই।'

'তাই যদি হবে মানিক, তাহলে এই বুড়োর বাঁধানো দাঁত দু'পাটির এ-হাল হবে কেন?'

পকেট থেকে খবরের কাগজের একটা মোড়ক বের করে টেবিলে মেলে ধরলেন।

bengalidownload.com

খিঁচিয়ে আছে দু'পাটি দাঁত। বাঁধানো সারি থেকে গোটা-দুই খুলে পড়ে গেছে।

বড়মামা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আজ্ঞে টফি তো শিশুদের জন্যে, আপনি কেন খেতে গেলেন ?'

'এটা কী কথা তুমি বললে হে ডাক্তার ! তুমি কি জানো না, আমার এখন দ্বিতীয় শৈশব চলেছে। টফি আমার নাতিও খায়, আমিও খাই। তুমি কি আইন করে আমার টফি খাওয়া ঠেকাবে ? এ তো মজা মন্দ নয় !'

'আমাদের টফি একটু কড়াপাক ধরনের। বেশ পাকলে-পাকলে ধৈর্য ধরে না খেলে দাঁত আপনার ভাঙবেই। এ আপনার নকল দাঁতের জিনিস নয়, আসল দাঁত চাই।'

'দ্যাখো বাপু, শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকতে চেও না। আমি এই দাঁতে এখনও মাংসর হাড় চিবোই বৎস। যৌবনে সত্তর আশি পাউন্ড ওজনের বারবেল তুলতুম। এখনও নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়ে ছাপ্পান্নখানা লুচি মেরে দি। কী উল্টোপাল্টা বোঝাতে চাইছ আমাকে ? শোনো ডাক্তার, পাঁচশোটি টাকা আমি গুণে নিয়ে এখান থেকে যাব। আমাকে তুমি চেনো না। আমার নাম চিদানন্দ বণিক। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঘোড়ার পিঠে চড়ে তরোয়াল দিয়ে ইংরেজদের মুণ্ডু উড়িয়েছিলেন ক্যাচাক্যাচ।'

বড়মামা ঢোক গিলে মেজমামার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালেন। মেজমামা চোখের ইশারা করলেন। কী তার মানে কে জানে। বড়মামা আজ বেজায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ নেই। সুহাসবাবু কোন ফাঁকে সরে পড়েছেন।

হঠাৎ আশুবাবু এগিয়ে এলেন। মরেছে, ইনি আবার কৌটো সমস্যা তুলবেন নাকি ? আশুবাবু মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা এইভাবে আজকের অনুষ্ঠান পণ্ড করবেন না। যার যা পাওনা, ডাক্তারবাবু সবই মিটিয়ে দেবেন। আপনারা একটা করে দরখাস্ত পেশ করুন।'

'দরখাস্ত ? তার মানে ? এ কি সরকারী দপ্তরে ডোলের আবেদন নাকি। আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা আগে বুঝে নোব, তারপর আমাদের অন্য কথা। ফেলো কড়ি মাখো তেল।'

দাঁতভাঙা বৃদ্ধ বললেন, 'অ্যাঃ, সব উল্টোপাল্টা বকছে। এ-কথায় ওই কথা আসে কী করে। ফেলো কড়ি মাখো তেল। এর পরেই মূর্খরা বলবে, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।'

পেছনের সারির ওঁরা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন, 'তার মানে ? আমরা মূর্খ ! কী আমার জ্ঞানী, মহাপণ্ডিত বৃদ্ধ রে ? দাঁত ভেঙেছে, দাঁত ! প্রমাণ কী, টফি খেয়ে দাঁত ভেঙেছে। ডাক্তারের সার্টিফিকেট কোথায় ?'

'ওরে মূর্খের দল। এর আবার সার্টিফিকেট কী ?'

'বাঃ, মানুষ মরলে পোড়াবার আগে সার্টিফিকেট লাগে না !'

'আরে গাধা, মানুষ মরা আর মানুষের দাঁত ভাঙা এক হল ?'

'মানুষের দাঁত কেমন করে হল মানিক ? ও তো ছাঁচে ঢালাই নকল দাঁত। তার জন্যে পাঁচশো। টাকা যেন খোলামকুচি রে।'

'যা না ব্যাটারা, একবার খপর নিয়ে দেখ না, দু'পাটি দাঁত বাঁধাবার খরচ কত ? এ তোদের খাতা বাঁধানো নয়, ছবি বাঁধানো গবেটের দল।'

'যা তা গালাগাল তখন থেকে চলেছে। এবার আমরা আর চুপ করে থাকব না। অ্যাকশান নিয়ে নোব।'

'একবার চেষ্টা করে দেখ না চামচিকের দল।'

'তবে রে।'

মহা গোলমাল শুরু হয়ে গেল। আশুবাবু বড়মামার কানে কানে বললেন, পেছনের দরজা দিয়ে সরে পড়ুন। হাওয়া খুব ভাল নয়। এলোমেলো বইছে।'

॥ ৫ ॥

পেছনে ঝোপঝাড়, জঙ্গল, দেবদারু, ইউক্যালিপটাস, জোড়া পুকুর। ভাগ্য ভাল, সূর্য অনেক আগেই ডুবে গেছে। আকাশে যেন মোর লেগে গেছে। কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছি কে জানে। চোরের মতো। ছোট চোর, বড় চোর। আমার তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। ঝোপেঝাড়ে বল খোঁজার অভ্যাস আছে। অসুবিধে হচ্ছে মেজমামা আর মাসীমার। মাসীমার শাড়ির আঁচল। মেজমামার চাদর। কেবলই জড়িয়ে যাচ্ছে ডালপালায়। ওদিকে খুব হই-হই হচ্ছে। ভাগ্যিস দাঁতভাঙা বৃদ্ধ এসেছিলেন।

বড়মামা ফিসফিস করে বললেন, টাকা তো আমাকে দিতেই হবে আশুবাবু। ক্ষতি যখন হয়েছে !'

'কারুর কিস্যু ক্ষতি হয়নি। সব হল ধান্দাবাজ। বেড়ালের জাত মশাই। নরম মাটি দেখেছে কি অমনি আঁচড়াও।'

মাসীমা বললেন, 'দেখেশুনে মনে হল, কম-সে-কম হাজার দশেক টাকার ধাক্কা।'

মেজমামা বললেন, 'আজ তোমার মহিলা সমিতি আর পরোপকারের শেষ দিন। আজ ওরা সব একখানা একখানা করে ইট খুলে নিয়ে যাবে।'

আশুবাবু বললেন, 'আপনার সেক্রেটারি সুহাসবাবু কোথায় গেলেন বলুন তো ?'

আমগাছের মোটা গুঁড়ির আড়াল থেকে উত্তর এল, 'আজ্ঞে আমি এখানেই আছি। মশায় সর্ব অঙ্গ জ্বলিয়ে দিয়েছে ডাক্তারবাবু।'

'তুমি আমাদের ফেলে রেখে পালিয়ে এলে সুহাস ?'

'আর যে কোনো পথ ছিল না দাদা ! জানেনই তো কথায় আছে—চাঁচা আপন প্রাণ বাঁচা।'

banglainternet.com

বড়মামা বললেন, 'এ জায়গাটা তোমার কী রকম মনে হয়, বেশ নিরাপদ ? এক কাপ চা পেলে হত।'

'চা ? চা এখানে পাবেন কোথায়। সাপখোপ পেতে পারেন।'

'আমরা এখন তাহলে যাই কোথায় ?'

'আমি একটা ভাল কাজ করেছি স্যার। কাজের কাজ। ওই ধোবিঙা'র মাঠে আপনার গাড়িটা এনে রেখেছি।'

'সে কী হে ! আমার গাড়ি তো বিগড়ে বসে আছে। স্টার্ট নিচ্ছে না।'

'সে আমি ঠিক করে দিয়েছি। এক ঘুঁষে সব ঠিক হয়ে গেছে। কারবুরেটারে ময়লা জমেছিল।'

'লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে। একবার গাড়িতে উঠে বসতে পারলে আর আমাদের পায় কে ! চলো চলো, তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

কোপঝাড় ভেঙে আমরা ধোবিডাঙার মাঠে এসে উঠলুম। একফালি চাঁদ মুচকি হাসছে আকাশে। গোটাকতক তারা এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। আমার তেমন কোনো ভয় লাগছে না। মাঝে মাঝে আমার কেবল হাসি পাচ্ছে। কী থেকে কী হয়ে গেল ! এ যেন কেঁচো খুঁড়তে সাপ।

সুহাসবাবু বললেন, 'এ হল ওই ঘোষালের কাজ। ভাল কিছু হতে দেখলেই লোক লাগিয়ে সব পণ্ড করে দেয় !'

'অ, তাই বলো, ঘোষাল কলকাঠি নেড়েছে ! ওকে আর কিছুতেই টিট করা গেল না !'

'যাবে না কেন ? সহজেই যায়। ওকে যদি প্রেসিডেন্ট করে দেন !'

'বেশ তো ! এ আর এমন শক্ত কী ! আজই করে দাও না।'

"আজ কী করে করবেন। প্রথমে টাকা দিয়ে ওকে সভ্য হতে হবে। তারপর নির্বাচন। সব ব্যাপারেরই তো একটা ইয়ে আছে। আজ ওরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করুক। আপনি দিনকতক বরং গা-ঢাকা দিয়ে থাকুন।'

'গা-ঢাকা দোব কেন ? আমি কি কাপুরুষ ? তা ছাড়া আমার কোনো শত্রু নেই।'

'এখন আপনার অনেক শত্রু। সমাজসেবা অত সহজ নয় ডাক্তারবাবু। বেড অব রোজেস।'

'ভুল বললে। বেড অব থর্ন।'

'আজ্ঞে কাঁটা ছাড়া কি গোলাপ হয় !'

কথায় কথায় আমরা গাড়ির কাছে এসে পড়েছি। ফিকে চাঁদের আলোয় চকচক করছে। আমরা উঠে বসলুম। আশুবাবুও উঠলেন। বড়মামা বললেন, 'সুহাস, তুমি ?'

'আজ্ঞে, আমি বেশ আছি।'

'বেশ আছি মানে। এই বললে, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। ওরা তোমাকে একা

পেলে তো ঠেঙিয়ে শেষ করে দেবে।'

'এই তো পাশেই আমার দিদির বাড়ি। সেখানেই গা ঢাকা দোব।'

'দেখো মার খেয়ে মোরো না। তুমি আমার রাইট-হ্যান্ড।'

স্টার্ট দিতেই গাড়ি স্টার্ট নিয়ে নিল। গোল একটা বৃত্ত তৈরি করে, সোজা রাস্তায় গিয়ে উঠল। আশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'সুহাসবাবু আপনার কত দিনের চেনা স্যার?'

বড়মামা স্টিয়ারিং-এ পাক মারতে মারতে বললেন, 'এই বছরখানেক হবে।'

'লোক মোটেই সুবিধের নয়, বুঝলেন বড়বাবু? এ হল গিয়ে ঘরের শত্রু বিভীষণ। ঘোষালের নিজের লোক। ভেতর থেকে সব চুরমার করতে চাইছে।'

'কী আশ্চর্য। আমি খারাপ কিছু করতে চাইনি। আমি তো সকলের উপকার করতেই চেয়েছি।'

'সেই অপরাধেই তো আপনার বাঘের পেটে যাওয়া উচিত। মনে নেই নবকুমারের কী হয়েছিল।'

'এবার আমি সব ছেড়ে দেব। এমনকি ডাক্তারীও। এ দেশেই আর থাকব না।'

ফাঁকা রাস্তা ধরে বড়মামার গাড়ি ফরফর করে চলেছে। এটা আবার কোন্ রাস্তা কে জানে। মেজমামা বললেন, 'আজ যে কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিলুম। মনে হয় কুমীর মুখ দেখে।'

মাসীমা বললেন, 'আমি যে তোমার মুখ দেখে উঠেছিলুম, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

বড়মামা বললেন, 'আমি তাহলে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম?'

'রোজ যা করো। নিজের মুখ দেখেই উঠেছিলে।'

আমি বললুম, 'আমি তাহলে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম?'

মেজমামা বললেন, 'তুমি উঠেছিলে বড়মামার মুখ দেখে। ও মুখ দেখলে সারাদিন বড় আনন্দে কাটে।'

bengaliboidownload.com

আশুবাবু হই-হই করে উঠলেন, 'ডানদিকে, ডানদিকে চলুন। বাড়ি যাবেন তো।'

'বাড়ি যাব কেন? বাড়ি গেলে আর গা-ঢাকা দেওয়া হল কী?'

মেজমামা বললেন, 'সে কী। তুমি তাহলে কোথায় চললে?'

'সোজা মধুপুর।'

মাসীমা বললেন, 'মধুপুর? তোমার কী মাথা খারাপ হয়ে গেল বড়দা?'

'কবে আর ভাল ছিল বোন?'

আশুবাবু বললেন, 'সত্যি মধুপুর?'

'আমি বড় একটা মিথ্যে বলি না আশুবাবু। আমার মন্ত্রই হল করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।'

মেজমামা বললেন, 'এতে তোমার মরার মতো কী হল? তুমি যেখানে খুশি যাও, আমাদের নামিয়ে দাও।'

'এক যাত্রার পৃথক ফল কি হয় ভাই! আমরা সদলে মধুপুর যাব।'

আশুবাবু বললেন, 'কোথায় থাকবেন?'

'সেখানে আমাদের ফাসক্লাস বাগানবাড়ি আছে। বড় বড় গোলাপ।'

'কী মজা!' আশুবাবু আনন্দে আটখানা।

মাসীমা বললেন, 'গাড়ি থামাও। আমরা নেমে যাই।'

আশুবাবু বললেন, 'মাঈজি আপনাদের আনন্দ হচ্ছে না? কী সুন্দর আমরা চেঞ্জে যাচ্ছি!'

মেজমামা বললেন, 'বাড়ির কথা ভেবেছ?'

'খুব ভেবেছি, দশ দশটা কুকুর পাহারা দেবে। কাকাতুয়া ধমকাবে।'

'ওদের দেখবে কে?'

'লক্ষ্মী আছে, জনার্দন আছে, শামুকাকা আছে।'

'না ফিরলে ওরা ভাববে না?'

'সখি ভাবনা কাহারে বলে, সখি যাতনা কাহারে বলে....।' বড়মামা গান ধরলেন। গাড়ির গতি বাড়ল।

আশুবাবু হুঁ-হুঁ করচেন। খুব ফূর্তি! হুঁ-হুঁর মাঝেই সুরে বললেন, 'এইবার একটু চা হলে ভাল হত। ওই দেখা যায় দোকান দূরে।'

বড়মামা গানের সুরে উত্তর দিলেন, 'গাড়ি থামালেই। গাড়ি থামালেই। ওরা নেমে পালাবে। পালাবে, পালাবে, পালাবে। গাড়ি থামালেই।'

মেজমামা বললেন, 'আমরা চেঁচাব। টিল চেল্লান চিল্লে লোক জড়ো করে তোমাকে ছেলেধরার ধোলাই খাওয়াব। তোমাদের আহ্লাদ তখন বেরোবে।'

'ছেলেধরা?' বড়মামার অট্টহাসি। বল বুড়োধরা। তোরা নিজেদের এখনও ছেলে ভাবিস?'

আশুবাবু বললেন, 'ছোড়দা, কেন বাগড়া দিচ্ছেন? কী মজা করে, কেমন কোথায় চলেছি। এখন একটু বেশ ছেলেমানুষ হয়ে যান না। একেবারে শিশু।'

'হ্যাঁ মশাই। শিশু হব বললেই শিশু হওয়া যায়? খুব তো লাফাচ্ছেন। ওদিকে আপনার দোকানের সব মিষ্টি তো পচে ভ্যাট হয়ে যাবে।'

'সেই আনন্দেই থাকুন মেজবাবু। আমার মিষ্টি পচে না। সবই তো কাগজের তৈরি।'

হু হু করে গাড়ি ছুটছে। বড়মামা বললেন, 'ব্যান্ডেল ছাড়ালুম। বুঝলি মেজ। শান্ত হয়ে বোস। বেশি ছটফটর করিসনি। দুর্গাপুর আসার আগে দুর্গানাম জপ কর। ডাকাতের হাতে না পড়ে যাই। তার আগে শক্তিগড়ে পেটভরে ল্যাংচা খাব। জয় বাবা তারকেশ্বর।'

মেজমামা বললেন,, 'তাহলে আমরা চেল্লাই।'

'চেল্লাও বসে। আমিও গান ছেড়ে দিচ্ছি।'

বড়মামা টেপ ছাড়লেন। 'প্রেমদাতা নিমাই বলে গৌর হরি হরি বোল।'

সঙ্গে আশুবাবুর চটাস-চটাস হাততালি। ভোঁ ভোঁ করে গাড়ি ছুটছে। বড়মামার হাত খুলেছে। গাড়িটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। ভটাস্ করে একটা শব্দ।

'যাঃ, টায়ার গেল।'

গাড়ি ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে পথের বাঁ পাশে একটা বটগাছের তলায়। আশুবাবু গেয়ে উঠলেন, 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা!'

এরপর যা হল সে আর এক গল্প।

bengalidownload.com

গরুর রেজাল্ট

বড়মামা ধুঁকতে ধুঁকতে নীচে থেকে ওপরে উঠে এলেন। এমন চেহারা এর আগে কখনও দেখিনি। কপালের ডান পাশটা ফুলে ট্যাপা লাল। দু'হাতের কনুইয়ের কাছ পর্যন্ত কুঁচোকুঁচো খড় বড় বড় লোমের সঙ্গে আটকে আছে। চোখ দু'টো লাল টকটকে। গাঢ় নীল রঙের সিল্কের লুঙ্গি একটু উঁচু করে পরা। পায়ে কালো ওয়াটার-প্রুফ জুতো।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে বড়মামা দোতলার ঢাকা বারান্দায় উঠে এলেন। ঝলমলে রোদ জাফরির নকশা পেতে রেখেছে ঝকঝকে লাল মেঝের ওপর। দূর কোণে মেজমামা বসে বসে ক্যামেরার লেনস পরিষ্কার করছিলেন। আমি তাঁর ফাইফরমাস খাটছিলুম। 'এটা দে, ওটা দে।'

মেজমামার কোলের ওপর ক্যামেরা। হাতে হলদে রঙের ফ্ল্যানেলের টুকরো। চোখ আর ক্যামেরার দিকে নেই, বড়মামার দিকে। মেজমামা হঠাৎ বললেন, স্টপ। ঠিক ওই জায়গাতেই এক সেকেন্ড। আমি চট করে তোমার একটা স্ন্যাপ নিয়ে নি। তোমাকে ঠিক দিশি কাউবয়ের মতো দেখাচ্ছে। বেড়ে দেখতে হয়েছে ত ! কি করে হলো ?'

বড়মামা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'শাট আপ। শা-আট আ-আপ !'

মেজমামা ফিস করে আমাকে বললেন, 'সাবজেক্টটা ভাল ছিল তবে একটু খেপে আছে।'

বড়মামা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আমাকে ডাকলেন, 'কাম হিয়ার। কুইক।'

'শুনে আসি মেজমামা।'

'হ্যাঁ শুনে আয়। কেসটা কি আমাকে জানিয়ে যাবি।'

'আচ্ছা।'

ঘরে ঢুকতেই বড়মামা বললেন, 'কি হবে ?'

'কিসের কি হবে ?'

'জুতো পরে ঢুকে পড়েছি যে !'

'ও কিছু হবে না।'

'এটা যে রাস্তার জুতো। কুসী দেখলে খাঁক খাঁক করবে।'

'মাসীমা তো এখন ধারেকাছে নেই।'

'মেঝেতে যে দাগ পড়ে গেল ?'

'আমি পা দিয়ে পালিশ করে দিচ্ছি।'

'আমি যে দাঁড়িয়ে পড়েছি !'

'চলতে চান তো চলেফিরে বেড়ান না। অসুবিধে কিসের !'

'যেদিকে যাব সেই দিকেই তো দাগ পড়ে যাবে !'

'জুতো খুলে ফেলুন।'

'ইয়েস, দ্যাটস রাইট।'

বড়মামা জুতো খোলার চেষ্টা করতে গিয়ে বারকতক নেচে নিলেন। লাল চকচকে মেজেতে নাচে জুতোর নকশা তৈরি হল।

'দেখলি, দেখলি ! সাধে কুসী আমার ওপর রেগে যায়। রেগে যাবার অনেক কারণ আছে ! পৃথিবীতে কোনো কিছুই কি সহজ নয় রে !'

'জুতোটা না খুলে অমন করে নাচছেন কেন ?'

বড়মামা রেগে উঠলেন, 'আমি কি ইচ্ছে করে নাচছি। আমাকে নাচাচ্ছে যে ! রবারের জুতো পরে একবার দেখ না। পরা সহজ, তারপর থেকে আর খুলতে চায় না। কৃতদাসের জাত। পায়ে ধরে বসে থাকতে চায়।'

'এখন তাহলে কি হবে ! সারাদিন এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন ?'

'আমি বরং দাগে দাগ মিলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। তুই ওই মারকিউরোক্রোমের শিশি আর খানিকটা তুলো নিয়ে আয়। ও, না।'

'কি হল আবার ?'

'বাইরে তো উনি ক্যামেরা তাক করে বসে আছেন। এখুনি ফট করে একটা ছবি তুলে এত বড় করে বাঁধিয়ে রাখবেন।

'তাহলে আপনি ওই চেয়ারটায় বসুন, আমি পা থেকে জুতো দু'পাটি খুলে দি।'

'না, দেখে ফেলবে।'

'দেখলে কি হয়েছে ? আর কেই বা দেখবে ?'

'ও বাবা, দেখলে কি হয়েছে ! হোল্ বাড়িতে হই-চই পড়ে যাবে। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা ভাগনেকে দিয়ে জুতো খোলাচ্ছে ! মনে নেই সেদিনের কথা। তোকে

বলেছিলুম পিঠে একটু তেল ঘষে দিবি, সেই নিয়ে কত রকমের কথা !'

'তাহলে আমি চেয়ারটাকে টেনে আনি, আপনি বসে বসে খুলে ফেলুন।'

'অগত্যা তাই করতে হবে। আমার আবার জুতোয় হাত দিতে কি রকম গা ঘিন-ঘিন করে। পায়ের জিনিস পায়ে পায়েই খোলা উচিত। আমারই সাবধান হওয়া উচিত ছিল, এটা হল সন্ধ্যের জুতো, সকালের নয়।'

'সে আবার কি, জুতোর আবার সকাল সন্ধ্যে আছে নাকি ?'

'জুতোর নেই। শরীরের আছে। সারারাত ঘুমের পর সকালের শরীর হল ফুলো ফুলো, তাজা ! মুখ ফুলো, চোখ ফুলো, হাত ফুলো, পা ফুলো। শরীর যত সন্ধ্যের দিকে এগোচ্ছে তত শুকোচ্ছে, চুপসে যাচ্ছে। এসব হল অ্যানাটমি ফিজিওলজির ব্যাপার। ডাক্তার হলে বুঝতে পারতিস।'

বড়মামা ডাক্তার। চেয়ারটাকে প্রথমে দু'হাতে তুলে আনার চেষ্টা করলুম। বেজায় ভারী। এখন টেনে আনার চেষ্টা করলুম। ঘষটাতে ঘষটাতে আসছি তেলা মেঝের ওপর দিয়ে। চেয়ার ঠেলতে বেশ মজা লাগে। ইচ্ছে করেই বেশ একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনছি। সোজা রাস্তায় আসছি না। পথ ফুরিয়ে যাবে তাড়াতাড়ি !

'একি, একি, অ্যাঁ ঘরের একি অবস্থা, তুই সারা ঘরে চেয়ার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন ! বসার জায়গা পাচ্ছিস না ! ও মাগো মেজেটার কি অবস্থা।'

দরজার সামনে মাসীমা। আমি যেখানে যেভাবে ছিলুম সেইভাবে, বড়মামাও সেই একই ভাবে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে

বড়মামা চোখ দু'টো কেবল বুজিয়ে ফেলেছেন। এটা বড়মামার নিজস্ব টেকনিক। ভয় পেলেই চোখ বুজিয়ে ফেলা।

সেই চোখ বোজান অবস্থাতেই বড়মামা বললেন 'কুসী, আমি আহত।'

'তোমাকে কিছু বললেই তো তুমি আহত !'

'আমি সেভাবে আহত নই, এই দেখ আমার কপাল।'

বড়মামা মাসীমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। কপালটা এর মধ্যে আরও ফুলেছে। থেঁতো হয়ে গেছে।'

'তোমার কপালে এই সবই লেখা আছে আমরা জানতুম !'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস।' মাসীমার পাশে মেজমামা এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে ক্যামেরা।

মেজমামাকে দেখেই বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন, 'ও, নো নো—নো ফটোগ্রাফ।'

'ছোট্ট করে একটা। ফ্যামিলি অ্যালবামে মানাবে ভাল।'

মাসীমা মেজমামাকে থামিয়ে দিলেন, 'রাখ তো তোমার ক্যামেরা। আগে ছবি তোলা শেখ। ঠ্যার ঠ্যার করে হাত কাঁপে, ফোকাস করতে পার না ! কেবল পয়সা নষ্ট।'

'হাত কাঁপে ! আমার হাত কাঁপে ?'

'হ্যাঁ, কাঁপে। ছবি না তুলে তোমার কম্পাউন্ডার হওয়া উচিত ছিল। জল দিয়ে পেনিসিলিন গোলাবার জন্য কসরত দরকার হত না, তোমার কাঁপা হাতে শিশিটা ধরিয়ে দিলেই আপনি গুলে যেত !'

মেজমামা একটু মুষড়ে গেলেও হেরে যেতে প্রস্তুত নন। আমার মামারা সহজে হারতে চান না। মেজমামা বললেন, 'আমি যখন রেগে যাই তখনই আমার হাত কাঁপে, তা না হলে আমার হাত ল্যাম্পপোস্টের মতোই স্টেডি।'

'তোমার সব সময়েই হাত কাঁপে, তাহলে বুঝতে হবে সব সময়েই রেগে আছ। কথা বাড়িও না, যা করছিলে তাই করগে যাও।'

মাসীমাকে সুবিধে করতে না পেরে মেজমামা বড়মামার ওপর সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন।

'আহা, তোমার কপালটা বেশ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে বড়দা। কিসে ঠুকলে অমন করে !'

বড়মামা যেন হালে পানি পেলেন। মাসীমা যেভাবে তাকিয়ে আছেন, একমাত্র কপালের জোরেই বড়মামা বাঁচতে পারেন।

'ঠোকা ? ঠোকাঠুকির মধ্যে আমি নেই। ওই লক্ষ্মীছাড়া ! যার নাম রাখা হয়েছিল লক্ষ্মী, সেই লক্ষ্মী পেছনের পায়ে ঝেড়েছে এক লাথি।'

আমি চেয়ারটা যেখানে ছিল সেইখানেই চতুষ্পদ করে রেখে, ওষুধ আর তুলো নিয়ে মাসীমার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকেও তো একটা বাঁচার রাস্তা বের করতে হবে। সারা মেজেতে চেয়ার টানার লম্বা লম্বা দাগ।

'এই নিন মাসীমা ওষুধ।'

মাসীমা ওষুধ আর তুলোটা হাতে নিয়ে বড়মামাকে ধমকের সুরে বললেন, 'তুমি সাত-সকালে গরুর কাছে কি করতে গিয়েছিলে ? তোমার অন্য কোনও কাজ ছিল না !'

মেজমামা বললেন, 'হ্যাঁ ঠিকই তো, তোমার অন্য কোনও কাজ ছিল না ? তুমি কি পশু-চিকিৎসক ? তুমি তো মনুষ্য-চিকিৎসক !'

বড়মামা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাও, কথা শোন দু'জনের। যা হয় একটা কিছু বলে দিলেই হল ! তোরা জানিস না ?'

'কি জানতে হবে ?' মাসীমা তুলোয় লাল ওষুধ লাগালেন।

'তোরা জানিস না, আমার সব কটা কাজের লোক পালিয়ে গেছে। মালি গন্। কুকুরগুলোকে যে দেখত সেই বিশে ব্যাটা হাওয়া। গরুটাকে যে দেখত সেই রাম খেলোয়ান সরে পড়েছে। দেন হু উইল বেল দ্য ক্যাট ? তোমরাই বল ?'

'ইংরেজিটা ঠিক হল না বড়দা।' অধ্যাপক মেজমামা আবার বানান ভুল, ভাষার

ব্যবহারের ভুল একেবারেই সহ্য করতে পারেন না।

'তোমার অবশ্য দোষ নেই। তুমি তো লিটারেচারের লোক নও। সারা জীবন প্রেসক্রিপসানই লিখে গেলে, টিডি, বিডি। তোমার বলা উচিত ছিল...।'

মাসীমা কটমট করে মেজমামার দিকে তাকাতেই মেজমামা আমতা আমতা করে চুপ হয়ে গেলেন, যেন গান শেষ হল, 'না, মানে ভুল, মানে বেল মানে, ক্যাট দি বেল মানে, না না বেল দি ক্যাট মানে,...'

মাসীমা আবার তাকাতেই মেজমামার রেকর্ড একেবারেই থেমে গেল।

'দেখি কপালটা নীচু কর। ওঃ লম্বা বটে ! তালগাছ।'

বড়মামা অভ্যর্থনা সভার সভাপতির মতো কপালে যেন তিলক নিচ্ছেন।

মাসীমা একহাতে বড়মামার হাতের পেছন দিকটা ধরে সামনে ঝুঁকিয়ে আর এক হাতে অ্যান্টিসেপটিকে ভেজান তুলো থ্যাঁতলান কপালে চেপে ধরেছেন। বড়মামার যেন চুল কাটা হচ্ছে সেলুনে। তুলোটা কপালে চেপে ধরতেই বড়মামা বিশাল একটা চিৎকার ছাড়লেন। মানুষ উঁচু ছাদ থেকে পড়ে যাবার সময়েই অমন চিৎকার করে। চিৎকার শুনেই কোথা থেকে ছুটে এল বড়মামার কুকুরদের অন্যতম, সবচেয়ে দুর্দান্ত স্প্যানিয়েল, 'ঝড়ু'। সবকটা কুকুরেরই বাঙলা নাম। ঝড়ু, সুকু, ডাকু।

ঝড়ু বড়মামাকে বাঁচাতে এসেছে। সামনের থাবার ওপর মুখ নামিয়ে ঝিঁকি মেরে, বার কতক ঘেউ ঘেউ করে খুব খানিকটা বকাঝকা করল। যখন দেখল মাসীমা তবু তার প্রভুকে ছাড়ছে না, তখন শাড়ির আঁচল ধরে হিড়হিড় করে টানতে শুরু করল। ফাইন লাগছিল ব্যাপারটা। ঝড়ুর মুখটা ভারি সুন্দর। সেই মুখে আঁচলের আধখানা, পেছনের দু'পায়ে ভর রেখে, মুখটা সামান্য ওপরে তুলে, টান টান, টানাটানি, টাগ অফ ওয়ার।

বড়মামার কপাল ততক্ষণে মেরামত হয়ে গেছে। মাসীমার দু'হাত এখন মুক্ত। দু'হাতে আঁচল ধরে টানছেন। নতুন শাড়ি। সহজে ছিঁড়ছে না কুকুরেও ছাড়ছে না। মেজমামা তারিফ করে বললেন।

'ডগ ইজ এ ফেথফুল অ্যানিম্যাল। প্রভুভক্ত জীব।'

'প্রভুভক্তি আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি। এই, লাঠিটা নিয়ে আয় তো।'

লাঠির নাম শুনে ঝড়ু একটু থমকে দাঁড়াল, তারপর চোখ দুটো আধবোজা করে যেমন টানছিল তেমনি টানতে লাগল, ঝটকা মারতে লাগল, খোঁটায় বাঁধা প্রাণীর মতো অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল। বড়মামা একটু সামলেছেন। মুখ দেখে মনে হল ঝড়ুর বীরত্ব ও প্রভুভক্তিতে বেশ গর্বিত। তবে লাঠি থেকে বাঁচাতে হবে। ভক্তেরই তো ভগবান ! বড়মামা শাসনের সুরে বললেন, 'ঝড়ু, ঝড়ু, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, নো অসভ্যতা।'

উত্তরে ঝড়ু আরও মরিয়া হয়ে মাসীমার আঁচলে হ্যাঁচকা টান মারতে লাগল।

মেজমামা বললেন, 'ঝাড়ু ছাড়া ঝড়ুর কিছু করতে পারবে না। কুকুরের সঙ্গে কুকুরের ল্যাঙ্গোয়েজেই কথা বলতে হবে।' বড়মামা কুকুরের পক্ষেই গেলেন। 'আসলে কি হয়েছে জানিস, কুকুরের তো বাঁকা বাঁকা দাঁত, কুসীর শাড়িটা তাঁতের জ্যালজেলে, দাঁতে আটকে গ্যাছে। ও টানছে না, ও দাঁত থেকে খুলে ফেলার জন্যে ছটফট করছে। দেখি, কাঁচিটা দেখি, এ কেসটা হল সার্জারির কেস।'

মাসীমা বললেন, 'শাড়িটার দাম জান? সেভেনটি সিকস্। সার্জারি নয়, লাথি।'

মাসীমা সত্যি সত্যিই একটা লাথি চালালেন। ঝড়ুর গায়ে লাগল না, কিন্তু ভয়ে ছেড়ে দিল। শাড়ির আঁচলটা ফুটো ফুটো, চিবোনো চিবোনো। মাসীমার চোখে জল এসে গেছে।

'আজই নতুন শাড়িটা সবে ভেঙ্গে পরলুম, হতচ্ছাড়া, জানোয়ার কুকুর। শাড়িটার কি সুন্দর রঙ ছিল!' মাসীমার কাঁদ কাঁদ গলা শুনে মেজমামা বললেন—

'ছিল বলছিস কেন, এখনও তো সুন্দর রঙই রয়েছে! জলে পড়লে রঙ ওঠে, কুকুর ধরলে রঙ উঠবে কেন?'

বড়মামা বললেন, 'বারো হাত শাড়ির হাতখানেক কেটে ফেলে দিলেও এগার হাত থাকে। যে কোনো মহিলার পক্ষে এগার হাত যথেষ্ট। কি বল?'

মেজমামা বললেন, 'ইয়েস ইয়েস। ইলেভেন ইয়ার্ডস'—

'তোমার ইংরেজীটা শুদ্ধ কর, ইয়ার্ড মানে গজ, হাত নয়।' বড়মামা হঠাৎ সুযোগ পেয়ে গেছেন।

নীচে 'হাম্বা' করে একটা শব্দ শোনা গেল, 'গরু খুলে গেছে, ওমা গরু খুলে গেছে, গরু যাঃ যাঃ, হায় গো ডাঁটার ঝাড়টা নিয়ে পালাল গো!'

'কি হল মানুর মা!' মাসীমা শাড়ির শোক ভুলে সিঁড়ির দিকে দৌড়োলেন।

মেজমামা বললেন, 'দাদা, তোমার ভিটামিন বি কমপ্লেকস্ গবায় নমঃ হয়ে গেল। আসল কাটোয়ার ডেঙ্গো ছিল।'

বড়মামা বললেন, 'নো ক্ষমা, আর ক্ষমা করা চলে না, সেই লাইনটা, অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে—'

আমরা সদরে নীচের উঠোনে নেমে এলাম। মাসীমার পেছনে ঝুলছে কুকুরে চিবোন আঁচল। পেছনে আমি। আমার পেছনে বড়মামা। বড়মামার পেছনে মেজমামা।

লক্ষ্মীছাড়া লক্ষ্মী উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোখ বুজিয়ে ডেঙ্গোর ঝাড় চিবোচ্ছে। এত চিৎকার চেঁচামেচি, কোনোদিকে কোনো দৃকপাত নেই। নিজের কাজ করে যাচ্ছে আপন মনে। ডাঁটা ঝাড়ের আধখানা চলে গেছে গলায়, বাকি অংশটা ইঞ্চি ইঞ্চি করে ঢুকছে। মাসীমা সেই বাড়তি অংশটা ধরে টানাটানি শুরু করলেন। যতটুকু পারা

banglidownload.com

যায় উদ্ধারের চেষ্টা।

মেজমামা গম্ভীর গলায় বললেন, 'ছেড়ে দে কুসী। পারবি না। বোভাইন-টিথের স্ট্রাকচার জানা থাকলে তুই আর চেষ্টা করতিস না। গরুর ওপর আর নীচের পাটিতে কটা করে দাঁত, কি ভাবে সাজান থাকে জানিস?'

মাসীমা বললেন, 'তোমরা জান, আমার জেনে দরকার নেই।' মাসীমা পাতা ধরে টানতে লাগলেন। লক্ষ্মী চিবিয়েই চলেছে। এক ঝটকায় মাসীমাকে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে টলমল করে দিয়ে লক্ষ্মী পেছন ফিরে দাঁড়াল। ন্যাজটা মাঝে মাঝে দুলছে। বিরক্তি ভাল লাগছে না তার।

কাটোয়ার ডাঁটা চিবোতে চায়। গরুটাকে দেখতে ছবির গরুর মতো। সাদা ধবধবে গায়ের রঙ। ন্যাজের দিকটা চামরের মতো। ডগাটা কালো। শিং দুটো তেলতেলা। চোখ দুটো বড় বড় ভাসা ভাসা।

'বড়মামা, আপনার গরুটাকে ভারি সুন্দর দেখতে।'

'অতি অসভ্য গরু। একগুঁয়ে, অবুঝ। গরুর সম্পর্কে আমার ধারণা পালটে দিয়েছে। মানুষের চেয়েও অসভ্য!' মাসীমা কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। সামলে নিলেও ভীষণ রেগে গেছেন।

'অনেকদিন তোমাকে বলেছি দাদা, তোমার এই গরু কুকুর এসব হাটাও। বাড়িতে টেঁকা যায় না। এ আমাদের কম সর্বনাশ করেছে। আদরে আদরে বাঁদর তৈরি হয়েছে।'

বড়মামা বললেন, 'আর মায়া নয়, আজই একে বিদায় করতে হবে। মানুর মা, আজই, এখনই তুমি এটাকে নিয়ে যাও।'

'আমি গরু নিয়ে কি করব দাদাবাবু! আমার নিজেরই থাকার জায়গা নেই। চাল নেই, চুলো নেই।'

'কেন, তোমার বাড়ির পাশের মাঠে বেঁধে রেখে দেবে। যখন দুধ হবে দুধ খাবে, দই খাবে, ক্ষীর খাবে, চেহারা ফিরে যাবে।'

মেজমামা বললেন, 'মাঝে মাঝে লাথিও খাবে। সভ্যতা এত বছর এগিয়ে গেল, গরু কিন্তু সেই গরুই রয়ে গেল। প্যালিওলিথিক গরু, নিওলিথিক গরু আর এই স্পেশ এজ গরু, বিবর্তনের ধারাটা কত স্লো দেখেছ দাদা। আমরা কত অসম্ভবকে সম্ভব করলুম! গরু কোনও দিন ভাবতে পেরেছিল, তার তরল দুধকে আমরা গুঁড়ো করে টিনে ভরে ফেলব?'

উঠোনে একটা বাঁধান বসার জায়গা ছিল, বড়মামা তার ওপর বসে পড়লেন। চুল উড়ছে। কপালের একটা পাশ গোলাপী। ফর্সা চেহারায় বেশ মানিয়েছে। মাসীমা ডাঁটা উদ্ধারের আশা ছেড়ে দিয়ে ভীষণ যেন রেগে গেলেন। সকালে বাজার এসেছে। মানুর মা সব ধুয়ে ধুয়ে রেখেছে। আলু, পটল, উচ্ছে, কুমড়ো,

কাঁচালঙ্কা, পাতিলেবু।

এই নে সব খা, সৃষ্টি খা, তুইই খা।' ঝুড়িসুদ্ধ সব টান মেরে মাসীমা লক্ষ্মীর মুখের সামনে ছড়িয়ে দিলেন।

লক্ষ্মী খুব চালাক গরু, ভেবেছিলুম পটলের সঙ্গে লঙ্কা চিবিয়ে আর একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। লক্ষ্মী জানে কোন্‌টার পর কি খেতে হয়। সে কুমড়োটা মুখে পুড়েছে। ডেঙ্গো শাক কুমড়ো দিয়েই রাঁধে। এর পরই হয়ত আলু আর পটল খাবে, সঙ্গে একটা কাঁচালঙ্কা। পেটে গিয়ে হয়ে যাবে আলু পটলের ডালনা।

মেজমামা বললেন, 'শিশু আর গরু বুদ্ধিবৃত্তিতে সমান স্তরের প্রাণী। যা পাবে তাই মুখে পুরবে। যত রকমের অপকর্ম আছে নির্বিবাদে করে যাবে। হ্যাঁ, শিশু আর গরু এক জিনিস, সেম থিঙ্গস, চেহারা ছাড়া সব এক।'

বড়মামা বললেন, 'তাহলে দেখ, সেই শিশু স্নেহ পায় বলেই মানুষ হয়। গরুর বেলায় উলটো। গরু স্নেহ পায় না, তাই বড় হয়েও গরুর গরুমি যায় না। হ্যাঁরে বাঙলাটা ঠিক হল তো?'

'কি বললে, গরুমি! বাঁদর বাঁদরামি, পাগল পাগলামি, ছাগল ছাগলামি, গরু থেকে বোধহয় গবরামি হবে। সংস্কৃত গো শব্দ থেকে উৎপত্তি। গো, আর রামি।'

'আমরা কত স্বার্থপর দেখ? গরু মানেই আমাদের কাছে দুধ, মাখন, ছানা, দই, রসগোল্লা, গব্য ঘৃত, ফুলকো লুচি!'

হঠাৎ লক্ষ্মী একটা লাফ মারল। বালতি, ঝুড়ি সব উলটে পালটে, সেই ছোট উঠোনে টাট্টু ঘোড়ার মতো গোল হয়ে ছুটতে লাগল। মাসীমা রান্নাঘরে ঢুকে পড়লেন। মেজমামা দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ধাপে, বড়মামা যে বেদিটায় বসেছিলেন সেইটার ওপর উঠে দাঁড়ালেন।

দোতলার বারান্দা থেকে আমি বললুম, 'ওর ঝাল লেগেছে। বড়মামা, কাঁচালঙ্কা খেয়েছে।'

'একটু পরেই রতন আসবে।'

রতনের খাটাল আছে। মাসীমাই রতনের কথাটা বললেন। বড়মামা যেন ধড়ে প্রাণ পেলেন। বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, কুসী! রতনের ওখানে থাকলে লক্ষ্মীটা মানুষ হবে, সঙ্গী পাবে। একটা প্রতিযোগিতার ভাব আসবে। আর পাঁচটা গরুকে দুধ দিতে দেখলে নিজের দুধ দেবার ইচ্ছে হবে।'

মেজমামা বললেন, 'ইয়েস, কম্পিটিসন। প্রতিযোগিতার মনোভাব থাকলে গরু ভাল রেজাল্ট দেখাতে পারবে।'

লক্ষ্মী সেজেগুজে রেডি হল। নীল নাইলনের দড়ি। গোয়াল থেকে উঠোনে এসেছে, একটু পরেই সদর দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

bengalidownload.com

'বাবু আছেন ডাক্তারবাবু ?' ওই যে রতন এসে গেছে। গায়ে হলদেটে ফতুয়া। নীচের দিকে দু'টো পকেট, নানা রকম জিনিসে ফুলে আছে। লুঙ্গিটা একটু উঁচু করে পরা। কালো তেল কুঁচকুঁচে রঙ। কদমছাঁদ কাঁচাপাকা চুল।

'এস, রতন এস।' ধরাধরা গলায় রতনকে ডাকলেন।

'বাঃ লক্ষ্মী তো লক্ষ্মীই, বেশ চেহারাটি ! গরু হলে এই রকম গরু হওয়াই উচিত।'

'একটা রিকোয়েস্ট রতন, তুমি নজর দিও না।'

'হাসালেন ডাক্তারবাবু, ও তো এখন থেকে আমার নজরেই থাকবে। আমি চেহারা-ফেয়ারা বুঝি না, আমি বুঝি দুদ। দুদ দিলে খাতির, না দিলে জুতো।'

'জুতো মানে, গরুকে জুতো পেটা ?'

'না না, হিন্দুর ছেলে গরুকে জুতো মারতে পারি ? মহাপাপ ! গরু মেরে জুতো তৈরি হবে।'

বড়মামা চমকে উঠে লক্ষ্মীর পিঠে আঙুল ঠেকালেন। লক্ষ্মীর গা-টা কেঁপে উঠল থির থির করে। ন্যাজটা দুলে উঠলো চামরের মতো।

'অবাক হবার কি আছে !' রতন বলল, 'এত জুতো তাহলে আসবে কোথা থেকে ? লাখ্ লাখ্ জোড়া পা, লাখ্ লাখ্ জোড়া জুতো। বুঝলেন ডাক্তারবাবু, গরু বড় উপকারী জন্তু !' রতন লক্ষ্মীর পিঠে হাত রেখে বললে, 'এই দেখুন চামড়া, কমসে কম একশো জোড়া জুতো হবে। এই শিং আর পায়ের খুর থেকে কেজি খানেক শিরিস তৈরি হবে। তারপর হাড়। হাড় থেকে তৈরি হবে বোন মিল। গরু কি মানুষ ? মরল আর পুড়ে ছাই হল ?'

বড়মামা রতনের কথা শুনে লক্ষ্মীর গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে। রতন তখনও শেষ করেনি কথা।

'ওই জন্যে আমরা করি কি, ফুকো দি।'

'ফুকো ? সে আবার কি ?'

ডাক্তারবাবু বিজ্ঞানের কম উন্নতি হয়েছে ? ফুকো হল ইঞ্জেকসান।'

'ও ইঞ্জেকসান।' বড়মামা খুশি হলেন, 'ভাল, ভাল, গরুর স্বাস্থ্য ঠিক রাখলে দেশের স্বাস্থ্য ভাল হবে।'

'সে ইঞ্জেকসান নয়, দুধ বাড়াবার ইঞ্জেকসান। যে গরু আড়াই দেয় সে দেবে পাঁচ, যে পাঁচ দেয় সে দেবে দশ। ডবল ডবল দুধ, ডবল ডবল রোজগার, হ্যা হ্যা।'

'ম্যাজিক নাকি ? সে তো জল মেশালেই দুধ বাড়ে !'

'তা বাড়ে, তবে দুধ বাড়লে জল বাড়ে, সব মিলিয়ে আরও বাড়ে। ফুকো দিলে গরুর রক্তটাই দুধ হয়ে বেরিয়ে আসে। হিসেব করুন না, একটা গরু দশ বছর বেঁচে আড়াই সের দুধ দেওয়া লাভের, না পাঁচ বছর বেঁচে পাঁচসের দেওয়া লাভের ? নিজে তো খাইয়ে দেখেছেন, গরুর খোরাক তো জানেন ? যত তাড়াতাড়ি

পার সব দুধ শুষে নিয়ে, জ্যান্ত কঙ্কালটাকে কশাইখানায় পাঠিয়ে দাও। হ্যা হ্যা। চল লক্ষ্মী চল।'

'বেরোও ! গেট আউট', বড়মামা পা থেকে জুতো খুলে হাতে নিয়েছেন। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল। 'চামার, তুমি গরুরও অধম। নিকালো, আভি নিকালো।'

বড়মামা ঠকঠক করে কাঁপছেন। মাসীমা দৌড়ে এসে বড়মামাকে ধরেছেন। রতন বলছে, 'কি হল, হঠাৎ ! বেলাড প্রেসার মনে হচ্ছে।' মেজমামা ইশারা করে রতনকে চলে যেতে বলছেন। লক্ষ্মী গরু হলেও তার বোধশক্তি আছে। লম্বা জিভ দিয়ে বড়মামার পিঠ চেটে দিচ্ছে। তবে ওই, সামান্য একটু ভুল করে ফেলল। বড়মামার পৈতেটা তার মুখে। সে আর কি হবে ! মানুষের কাজেও তো অনেক ভুল থাকে।

bengalidownload.com

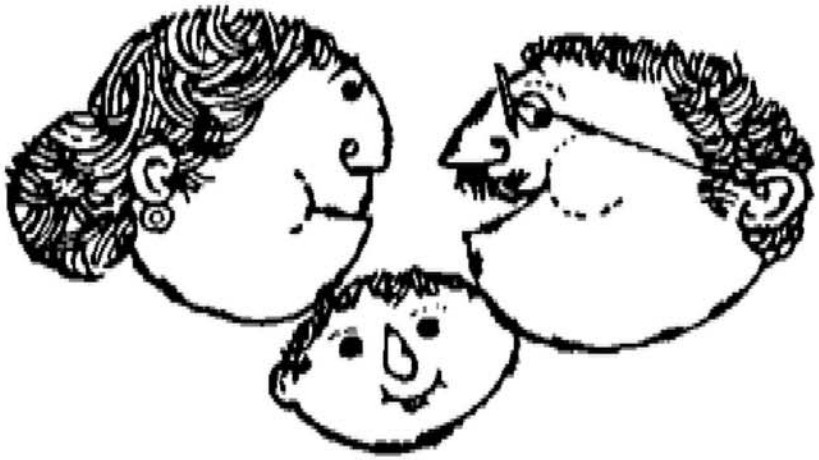

ফিজিওথেরাপি

মেজমামা অষ্টাবক্র মুনির মতো কাতরাতে কাতরাতে বড়মামার ঘরে এসে ঢুকলেন। ডান হাতটা কোমরে। পরনে কালো শর্টস, স্যান্ডো গেঞ্জি। গলার কাছে একটা সোনার পদক ঝুলছে। চোখে চশমা নেই, তাই, মুখটা অন্যরকম দেখাচ্ছে।

বড়মামা সকাল থেকেই আজ ভীষণ ব্যস্ত। বড়মামার কুকুর নাকি নাকি রোগা হয়ে যাচ্ছে। গায়ে বুরুশ দিলেই গাদা গাদা লোম উঠে আসছে। সাতদিন আগেও বড়মামাকে দেখলে যে-ভাবে যত ঘনঘন পটাক পটাক ন্যাজ নাড়ত ইদানীং তত জোরে আর নাড়ছে না। নাড়ছে, তবে দেয়ালঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো ধীরে ধীরে, একবার এদিকে একবার ওদিকে। ডাকেরও আর তেমন ঝাঁজ নেই। মিইয়ে মিইয়ে ডাকে। সব সময় হাতপা ছড়িয়ে ফ্ল্যাট হয়ে থাকে।

সেই কুকুরের জন্যে সুযম খাদ্য তৈরিতে বড়মামা ব্যস্ত। সামনে একটা বড় বই খোলা। বারে বারে পাতা উল্‌টে যাচ্ছে বলে আমার ওপর হুকুম হয়েছে, 'ধরে থাক। বই আর ছাত্র দু'পক্ষই সমান চঞ্চল। শুধু ছাত্রদের দোষ দিলেই তো হবে না, বইয়ের স্বভাবটাও তো দেখতে হবে। তখন থেকে খোলা রাখার চেষ্টা করছি। চশমার খাপ, পেপার ওয়েটমোয়েট কোনো কিছু দিয়েই জব্দ করা যাচ্ছে না। স্বভাব যাবে কোথায় ? পাতায় পাতায় এত জ্ঞান ঠাসা, স্বভাবে নির্বোধ। ঝপাত করে বন্ধ হয়ে গেলেই হল।'

একটু আগে বইয়ের সঙ্গে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেছে। বইটার মাঝামাঝি একটা জায়গা খুলে বড়মামা একপাশে চাপা দিয়েছিলেন চশমার খাপ আর একপাশে একখণ্ড চৌকো কাঠ। আমি বসেছিলুম জানালায় পা তুলে। মেজমামা কালই এনে দিয়েছেন। কোমর দুরমুশ করে সেবার পুরস্কার। হঠাৎ হুম্মার দুড়দুড় শব্দ। কাঠের টুকরো, চশমার ভারী খাপ দুটোই মেঝেতে। পাশাপাশি টিৎপাত। পরক্ষণেই বইটাও মেঝেতে।

বড়মামার দাঁত কিড়মিড় করছে, 'রাসকেল থার্ডগ্রেড ইডিয়েট।' আমি দেখছি, দেখে যাচ্ছি।

বড়মামা বইটাকে মেঝেতে ফেলে জায়গা মতো খুললেন। তারপর সেই খোলা বইয়ের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসেই বললেন, 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। লাইক ডগ, লাইক ক্লাব।'

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মন্তব্য করলেন, 'রাসকেল শব্দটা গালাগাল নয়। তুমি আবার মেজকে গিয়ে যেন বোলো না, বড়মামা সবসময় গালাগাল দেন।'

'বইটার ওপর ওভাবে বসলেন?'

'ওর মেরুদণ্ড ভেঙে না দিলে কাজ করা যাবে না। মানুষের মতো জ্বালাতনে স্বভাব হয়েছে। উনি খোলা থাকতে চান না, বন্ধই থাকবেন। এই যা ব্যবস্থা হল, এখন সারাজীবন খোলাই থাকবে, বন্ধ আর হবে না।'

মোটা রেকসিন বাঁধাই 'ডগ মানুয়েল'। পাতায় পাতায় পৃথিবীর যাবতীয় কুকুরের ছবি। বড়মামার ভারে সামান্য দমে গেলেও মেরুদণ্ডের জোর এখনও বেশ প্রবল। বইটার ওপর আরও অত্যাচারের প্ল্যান হচ্ছিল। মমতা পড়ে যাওয়ায় ছুটে এসে ধরে আছি।

টেবিলের কাচের ওপর নানারকম ট্যাবলেট ফেলে শিশির পেছন দিয়ে বড়মামা গুঁড়ো করছেন। কাজে এতই ব্যস্ত, মেজমামা এসেছেন লক্ষ্যই করেননি।

মেজমামা কাতরাতে কাতরাতে বললেন, 'কোমরটা আর সোজা করতে পারছি না।'

'সারা জীবন বেঁকে বসলে সোজা হবে কী করে? বেঁকেই থাকবে।' মুখ না তুলেই উত্তর দিলেন বড়মামা।

'আহা, সোজা করতে গিয়েই তো বেঁকে গেল।'

'অ্যাঁ, সে আবার কী? কুকুরের ন্যাজ নাকি? সোজা করা যায় না?' বড়মামা এইবার চোখ তুলে তাকালেন। তাকাতেই হল।

'কোমর সোজা করা যায় না মানে? এই দ্যাখ আমার কোমর। সোজা করছি, বাঁকা করছি।' বড়মামা চেয়ারে বসে বসেই মেজমামাকে কোমর বাঁকানো আর সোজা করার খেলা দেখাতে লাগলেন।

মেজমামার ডান হাতটা কোমরে। শরীরটা সামনে বেঁকে ধনুক। চেষ্টা করেও সোজা হতে পারছেন না। মুখ দেখে মনে হয় যন্ত্রণাও হচ্ছে। সেই অবস্থায় বললেন, 'তোমার কোমর আর আমার কোমরে অনেক তফাত।'

বড়মামা সামনের দিকে ঝুঁকতে যাচ্ছিলেন, সোজা হয়ে গেলেন, 'তার মানে? কিসের তফাত? তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ। তুমি কি নিজেকে অতিমানব ভাব নাকি? ও তোমার হল গিয়ে শৌখিন কোমর আর আমার হল গিয়ে মেহনতি

bengalidownload.com

কোমর।'

মেজমামা প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'সব কথাকেই তুমি বড় বাঁকা করে নাও, বড়দা। তোমার কপালে ভিটামিন বি কমপ্লেকসের গুঁড়ো।'

বড়মামা কপালে হাত দিলেন। মেজমামা থামেননি, 'আমার কথা শেষ হবার আগেই তুমি ক্যাঁট-ক্যাঁট করে কথা শোনাতে লাগলে। আমি বলতে চাই, তোমার শরীরটা চিরকালই তো ভাল। ব্যায়াম-ট্যায়াম কর। আসন কর। আমার তো সে-সব নেই। কোমরটাকে না খেলিয়ে নষ্ট করে ফেলছি।'

মেজমামার কথায় বড়মামা যেন খুশিই হলেন। প্রশ্ন করলেন, 'খেলাওনি কেন? পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান তোমার মাথায়, এই জ্ঞানটাই নেই, দরজার কব্জাকে যেমন খেলাতে হয় তেমনি শরীরের কব্জাকেও সচল রাখতে হয়।'

'আহা! এতদিন পরে সেই জ্ঞানটাই তো হয়েছিল। ক'দিন থেকে কনকন করছে, কনকন করছে, সকালে উঠে ভাবলুম, মাথার উপর হাত তুলে কানের পাশে চেপে ধরে হাঁটু না ভেঙ্গে সামনে ঝুঁকি, ঝুঁকে পায়ের পাতা ছুঁই। হাঁটুটা একটু বাঁকলেও মোটামুটি হল, তারপর যেই সোজা হতে গেলুম, খটাক করে একটা শব্দ হল, আর আমি এইরকম হয়ে গেলুম।' মেজমামার মুখ কাঁদোকাঁদো।

অন্যের দুঃখে বড়মামা সবসময়েই কাতর। উঠে দাঁড়ালেন। মেজমামাকে বললেন, 'আয়, ঘরের মাঝখানে সরে আয়। ওষুধে কাজ হবে না। ফিজিওথেরাপি করতে হবে।'

মেজমামা একপাশে চেত্তা খেতে খেতে ঘরের মাঝখানে সরে গেলেন। মেজমামার বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা দেখে আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছিল। হাসি চাপবার কুঁক-কুঁক শব্দ হল কয়েকবার। ভীষণ অসভ্যতা। কী করব, চাপতে পারছি না।

বড়মামা মেজমামার কোমরে আস্তে আস্তে দু'বার চাপড় মারলেন, 'অ্যাঃ. একেবারে দরকচা মেরে গেছে। রেগুলার একে তেল খাওয়াতে হবে। জং ধরে গেছে।' দু'হাত পিছিয়ে এসে দেয়ালে ছবি টাঙাবার সময় যেভাবে বাঁকা সোজা দেখে, বড়মামা সেইভাবে মেজমামাকে দেখতে লাগলেন। 'মনে রাখ, ফর্টি ডিগ্রী নর্থ, টেন ডিগ্রী ওয়েস্ট, জিরো ডিগ্রী ইস্ট।'

বড়মামার কথা শুনে মেজমামা বললেন, 'তুমি যেন জাহাজ চালাচ্ছ?'

'এইবার বুঝবি কেন বাউলরা বলে দেহতরী। প্রথমে তোকে ঠেলে উত্তর দিকে চল্লিশ ডিগ্রী তুলব, তারপর দু'কাঁধ ধরে পশ্চিমে ১০ ডিগ্রী মুচড়ে দেব, পুবে কিছু করতে হবে না। ব্যস, আবার তুই সোজা প্রফেসার হয়ে যাবি।'

বড়মামা কুস্তিগীরের মতো হাতের তালুতে তালু ঘষলেন। মেজমামা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'এটা তো তোমার আসুরিক চিকিৎসা হয়ে গেল দাদা। ভীষণ লাগবে। এমনকি চিরকালের মতো আমার কোমরটা কব্জা-ভাঙা দরজার মতো ঢকঢকে হয়ে

যাবে।'

'অ্যানাটমির তুমি কী বোঝ হে? মেরুদণ্ডের শেষটা কীরকম তুই জানিস? কটা হাড় আছে তুই জানিস? এই জায়গাটায় হিঞ্জ সিসটেম, তুই জানিস?'

কথা বলতে বলতে বড়মামা মেজমামার দিকে এগোচ্ছেন। মেজমামা একটু একটু করে পেছোচ্ছেন। বড়মামা বলছেন, 'তুই ভাবছিস সামনের দিক থেকে তোকে মারব? মোটেই না। পেছন দিক থেকে একটা হাত চালিয়ে দেব তোর গলার ওপর দিয়ে আড়াআড়ি। কব্জিটাকে লাগিয়ে দেব গলা আর ঘাড়ের মাঝখানের খাঁজে, তারপর পেছন দিকে মারব টান।'

মেজমামার মুখ দেখে মনে হল পালাতে চাইছেন। ক্রমশ দরজার দিকে পেছোচ্ছেন। বড়মামা ধরতে পেরেছেন, 'তুই সরে-সরে দরজার দিকে যাচ্ছিস কেন? পালাবার মতলব?'

মেজমামা বললেন, 'তোমার হাবভাব আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না, দাদা। যেভাবে ব্ল্যাকপ্যান্থারের মতো গুটি-গুটি এগিয়ে আসছ! আমার ভয় লাগছে। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। নিজে নিজেই ঠিক করে নোব।'

'তার মানে? অবিশ্বাস? আমাকে হাতুড়ে ভাবছিস? ভাবছিস শরীরতত্ত্বের কিছুই জানি না?'

'আহা তা ভাবব কেন? এই গ্রামে তোমার মতো অ্যালোপ্যাথ আর কে আছে? আসলে অ্যালোপ্যাথিতে আমার আর তেমন বিশ্বাস, না না, বিশ্বাস নয়, উৎসাহ নেই। আমি হোমিওপ্যাথি করাতে চাই।'

'ধ্যার আমি কি তোকে অ্যালোপ্যাথি করছি নাকি? ফিজিওথেরাপিতে সবে যে ট্রেনিং নিয়ে এলুম গত তিনমাস ধরে, তারই প্রথম প্রয়োগ হবে তোর ওপর। এরকম একটা কেস এত সহজে ঘরে বসেই পেয়ে যাব ভাবিনি।'

'দাদা, তোমার পায়ে পড়ছি। বিশ্বাস করো, আমি প্রায় সোজা হয়ে গেছি। তাকিয়ে দ্যাখো। আগের চেয়ে সোজা-সোজা লাগছে না?' মেজমামা জোর করে একটু সোজা মতো হতে গিয়ে 'আউ' করে চিৎকার করে উঠলেন।

বড়মামা শব্দ করে হেসে বললেন, 'আমার হাত না পড়লে তুই মেরামত হবি না রে মেজ!'

বড়মামা দরজা আটকে ফেলেছেন, 'চল চল, ঘরের মাঝখানে একটু স্থির হয়ে দাঁড়া। তুই তো জানিস একসময় আমি কুস্তি লড়তুম। তুই যত চলে চলে বেড়াবি আমি আর তোকে রুগী ভাবতে না পেরে প্রতিপক্ষ ভেবে হঠাৎ একটা আড়াই-প্যাঁচ মেরে দোব, তখন মাস তিনেক আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবি না।'

বড়মামার খাটের তলায় এক টুকরো কার্পেটের উপর লাকি হাত-পা ছড়িয়ে শুয়েছিল। শরীর ভাল না। সারাদিন শুয়েই থাকে। পেছন দিকের অল্প একটু অংশ

bengalidownload.com

ন্যাজ সমেত খাটের বাইরে বেরিয়ে আছে। বড়মামাকে সত্যিই এবার কিংকংয়ের মতো মনে হচ্ছে। যেমন করেই হোক মেজমামাকে ধরে পেছন দিকে মটকে দেবেন। মেজমামা বেকায়দা। খাটের দিকে পিছু হটছেন।

আমি জানতুম এইরকম ঘটনাই ঘটবে। লাকির বেরিয়ে থাকা ন্যাজে মেজমামার পদপাত। অনেকদিন পরে লাকি লাফিয়ে উঠল। সেই পুরনো ঝাঁজ, সেই পুরনো চিৎকার। ঘাউ ঘাউ করে লাফিয়ে উঠেছে। খাটে মাথা ঠুকে কেঁউ কেঁউ। মেজমামার ভীষণ কুকুরভীতি। আচমকা লাকির চিৎকারে চমকে অনায়াসেই সোজা হয়ে গেছেন। কোমরের খটকা নিজেরই চমকানিতে খুলে গেছে।

বড়মামা টেবিল থেকে লাকির সুষম খাদ্য তৈরির সমস্ত মালমসলা সরাতে সরাতে বললেন, 'বুঝলি, ডাক্তারের কুকুরও ডাক্তার হয়। আমাকে হাত দিতেই হল না। অ্যাসিস্টেন্টই এক চিৎকারে তোর মেজমামাকে মেরামত করে দিল।'

আমি বললুম, 'মেজমামার পা যেন রামচন্দ্রের পা। লাকির ন্যাজে পড়তেই অহল্যা উদ্ধারের মতো চাঙ্গা হয়ে উঠল। সেই থেকে কীরকম চেল্লাচ্ছে দেখেছেন। সেই পুরনো মেজাজ।'

কথাটা বড়মামার তেমন পছন্দ হল বলে মনে হল না।

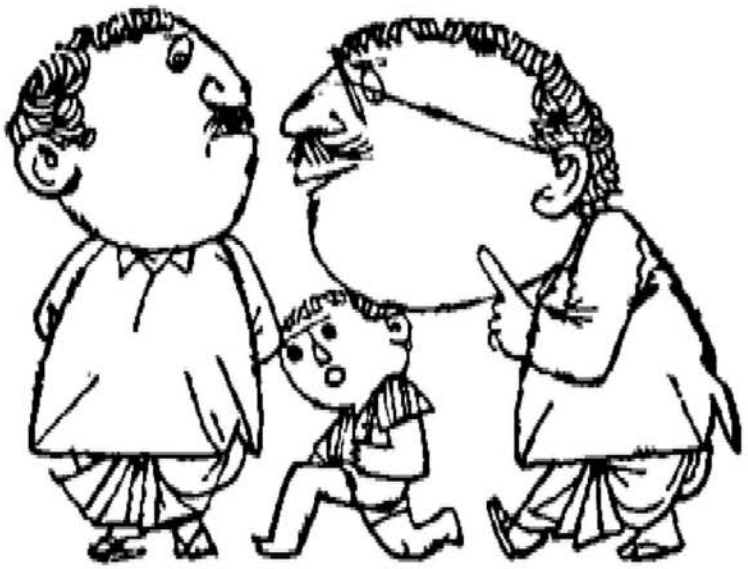

বামাখ্যাপার চেলা

বিরাট প্রদর্শনী ফুটবল খেলা। কলকাতার টিম আসছে আমাদের পাড়ার টিমের সঙ্গে খেলতে। বাঘাদা আমাদের ক্যাপটেন। খেলার মাঠের পশ্চিম পাশে বড়মামার বাগানের নড়বড়ে পাঁচিল। ইটের খাঁজ থেকে মসলা ঝরে পড়েছে। নোনা ধরে গেছে। ইটের চাপে ইট দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে-মধ্যে সাপের খোলস ঝুলে থাকে।

এত বড়ো একটা খেলা বড়মামা না দেখে পারেন! তায় আবার রবিবারের বিকেল। স্টেথিসকোপের এক বেলা ছুটি। দেয়ালের গায়ে সাপের মতো ঝুলছে। সোমবার সকালে নেমে আসবে বড়মামার গলায়। সিল্কের লাল লুঙ্গি। ট্যাঁকে নস্যির ডিবে। গায়ে গোল গলা, বোতাম লাগানো, হাতাঅলা, ধবধবে সাদা গেঞ্জি। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। পাড়ার দলের প্রধান সাপোর্টার হয়ে বড়মামা গোল লাইনের পেছনে। বড়মামার পেছনে আরো এক দল। আর এক দল উঠে বসে আছে বড়মামার পাঁচিলে। বড়মামা একবার একটু খুঁতুর খুঁতুর করেছিলেন। তবে এত বড়ো একটা খেলা। তাছাড়া পাঁচিলে চেপেছে আমাদেরই দলের সাপোর্টাররা।

আমাদের টিম খেলছে ভালো। তার চেয়েও ভালো আমাদের চিৎকার। মাঝমাঠ থেকে বল ওদের সীমানায় ঢুকেছে কি ঢোকেনি, অমনি আমাদের গগনভেদী চিৎকার—গোল, গোল। খেলা ড্র যাচ্ছে। শেষ হাফে আমাদের ফরোয়ার্ড লাইনের বাঘাদা বাঘের মতো বল নিয়ে, ও-দলের সব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তছনছ করে গোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বড়মামার নস্যির টিপ হাতের আঙুলে। নাকের কাছে উঠছে আবার নেমে নেমে যাচ্ছে। চিৎকার করছেন, 'ডু অর ডাই। বাঘা, ডু অর ডাই।' বাঘাদার প্রথম শট গোলকীপার ফিরিয়ে দিয়েছে। বল নিয়ে ধস্তাধস্তি চলছে। সাপোর্টাররা সামনে পেছনে দুলছে। গলা থেকে গোল শব্দটা গোল না হওয়া পর্যন্ত বেরোবে না।

bengalidownload.com

সকলেই চেঁচাচ্ছে—গোও, গোও। ওল আর হয় না। হবে কি করে ? গোলের মুখে যে গুলতানি শুরু হয়েছে।

গোল হোক না হোক, এই উত্তেজনায় বড়মামার বাগানের সেই মান্ধাতার আমলের পাঁচিল কোল্যাপ্‌স্ করল। হই-হই রই-রই ব্যাপার। ইট চাপা পড়েও সাপোর্টাররা গোও গোও করছে। ওল আর হল না। খেলা ড্র-ই রয়ে গেল।

সকালে বড়মামা মিস্ত্রী ধরে আনলেন। রাস্তা আর বাগান এক হয়ে গেছে। নতুন পাঁচিল তো তুলতেই হবে। তা না হলে ওই সাপোর্টাররাই বাগান সাফ করে দেবে। ইট এসেছে, বালি এসেছে, সিমেন্ট এসেছে। বড়মামার মিস্ত্রী রহমতুল্লা এসেছে, সঙ্গে দু'জন মজুর। রহমতুল্লা একটা উঁচু টিবিতে উবু হয়ে বসে বিড়ি খাচ্ছে আর যোগাড়ে দু'জনের সঙ্গে খুব গল্প করছে। বকরিইদের সময় খিদিরপুর থেকে পাঁঠা কিনবে।

খ্যাঁটের গল্প।

দোতালার জানালায় দাঁড়িয়ে বড়মামা বললেন, 'বড্ড ফাঁকি হয়ে যাচ্ছে। নটা বেজে গেছে রহমতুল্লা।'

রহমতুল্লা বিরক্ত হয়ে বললে, 'হচ্ছে বাবু হচ্ছে। বেশি টিকটিক করবেন না। কাজ ভালো হবে না।'

'তাই নাকি রে ব্যাটা ?'

'ব্যাটা ব্যাটা করবেন না।'

'মেজাজ দেখাচ্ছিস ?'

'মেজাজ আপনিই দেখাচ্ছেন।'

'আমি দেখাচ্ছি ? না তুই দেখাচ্ছিস ব্যাটা ?'

'আবার ব্যাটা বলছেন ?'

'ব্যাটার মানে জানিস ? ব্যাটা ভূত !'

'আবার ভূত বলছেন ?'

'ভূতকে ভূত বলব না, তো কি মানুষ বলব !'

বেশ মজা লাগছে। দু'জনে কেমন তরজা চলেছে। বড়মামার পাশে মেজমামা এসে দাঁড়িয়েছেন। গোলমাল হই-হই মেজমামা একদম সহ্য করতে পারেন না। কারুর ছেলে কাঁদলে দৌড়ে গিয়ে বলেন, এই নে বাবা পাঁচটা টাকা, ওকে থামা। সেই মজাতেই আমাদের বাড়িতে যে কাজ করে, সে বেশ পেয়ে বসেছে। গেঙিপেঙি গোটা তিনেককে নিয়ে আসে সাত সকালে। এসেই পেটাতে থাকে। মেজমামা থাকলে পিটুনি বেড়ে যায়। টাকার লোভে। মাসীমা দেখেশুনে বলেন, 'পৃথিবীটা শয়তানে ভরে উঠেছে।'

মেজমামা বড়মামাকে বলছেন, 'কাজ করাবে কাজ করাও, তুমি ওকে ভূতপ্রেত বলছ কেন ?'

'প্রথমে আমি ব্যাটা বলেছি, ব্যাটা খারাপ শব্দ ! তুই-ই বল-না। ব্যাটা মানে ছেলে। আর ভূত ? ভূত তো আদর করে বলে।'

'তোমার অত বকবক, খবরদারির কী দরকার ? জানই তো, ওর মাথায় একটু ছিট আছে।'

রহমতুল্লা শুনতে পেয়েছে নিচে থেকে, চিৎকার করে বললে, 'ছিট আমার মাথায় না তোমাদের মাথায় ?'

মরেছে, আপনি থেকে তুমিতে নেমেছে। বড়মামা জানলার পাশ থেকে হুড়মুড় করে মেজমামাকে একপাশে কাত করে দিয়ে ভেতর দিকে সরে গেলেন। আমরা সব দেখতে পাচ্ছি নিচে থেকে। দাঁড়া। জানলা থেকে সরে যাওয়া মানেই বড়মামা নিচে নামছেন। ঠিক তাই। প্রায় ছুটতে ছুটতে বাগানে প্রবেশ করলেন।

'অ্যাই তোকে কাজ করতে হবে না। নিকালো, আভি নিকালো।'

'নিকালো বললেই নিকালো ! নটা বেজে গেছে, এখন আমরা নতুন কাজ ধরতে পারব ?'

'দ্যাটস নট মাই লুক আউট।'

'আমরা যাব না, এ বাড়িতে আমরা বড়বাবুর আমল থেকে কাজ করছি, হু আর ইউ !'

'উরে ব্বাবা ইঞ্জিরি বলছিস ?'

'আমরাও কইতে পারি জনাব।'

'তুমি আমার ইটে হাত দেবে না।'

'জরুর দোব। আতা মসলা মাখ।'

'মজুরী দোব না।'

'চাই না !'

আতা হোসেন বালি মাপছে, রামভরোসা সিমেন্টের বস্তা খুলছে। বড়মামার মুখ দেখে মায়া হচ্ছে। তবে শেষ প্রতিবাদ, 'তুমি আমার পাঁচিল গাঁথবে না, আমি তোমাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি।'

'যান, যান, নিজের কাজে যান। বাইরের ঘরে অনেক রুগী জমেছে। নিজের চরকায় তেল দিন। অয়েল ইওর ওন মেশিন।'

'তুই গেঁথে দেখ, আমি রদ্দা মেরে ফ্ল্যাট করে দোব।'

'বড়বাবুর আমলের লোক, তুই বলতে তোমার লজ্জা করছে না ?'

'আমি বামাখ্যাপার চেলা। আমি সব্বাইকে তুই বলি। আমার শ্যামা মাকেও তুই বলি রে পাঁঠা।'

'বেশ কর। তুমি এখন যাও। ডিসটার্ব কোরো না।'

'আমার এক কথা, তুমি আমার পাঁচিলে হাত দেবে না।'

bengalidownload.com

'হ্যাঁ, পাঁচিলই নেই তো পাঁচিলে হাত দেবে না। রামছাগলের মতো কথা।'

'আমি রামছাগল ?'

'আমি পাঁঠা হলে তুমি তাই। আমি মানুষ হলে তুমি তাই। রামভরোসে মাখা লে আও।'

খপাস খপাস করে দু'কড়া মাখা মসলা পাঁচিলের কাছে পড়ল। 'আতা, ইটে পানি ঢাল।'

বড়মামা বললেন, 'বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ! আমার কাজ আমি তোমাকে দিয়ে করাব না। ভদ্রলোকের এক কথা।'

কর্ণিকে এক খাবলা মসলা তুলে সেই ডাঁটিয়াল মিস্ত্রী ইটের ওপর খপাস করে ফেলে, একটু নেড়েচেড়ে একটা ইট বসিয়ে কর্ণিকের পেছনের বাঁট দিয়ে ঠুকস ঠুকস করে ঠুকে দিল। বড়মামা দু'হাত পেছনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'গা-জোয়ারী হয়ে যাচ্ছে রহমত।'

'জোর যার মুলুক তার।'

তিনটে ইট গাঁথা হয়ে গেল। বড়মামা একেবারে হেলপলেস। যোগাড়েরা ঘিরে রেখেছে রাজকে ! এমনভাবে জল ঢালছে, মসলা ফেলছে, বড়মামার পায়ে ছিটকে ছিটকে লাগছে। কিছু করার নেই, কাজ ইজ কাজ। রহমতুল্লা ডান পাশ থেকে বাঁ পাশে সরে সরে যাচ্ছে, ইট গাঁথতে গাঁথতে। বড়মামা এমন মানুষের পেছনে কেন যে লাগতে গিয়েছিল ? কাজের স্পিড কি যেন মেশিন ! কিন্তু বড়মামা যে এমন তকে তকে ছিলেন আমরা কেউই বুঝি নি। রহমতুল্লা যেই পাঁচিলের ওকোণে সরে গেছে, বড়মামা সদ্য গাঁথা ইটের সারিতে মারলেন এক লাথি। ব্যস্, গোটাকতক ইট সরে গিয়ে ত্রিভঙ্গ মুরারী।

রহমতুল্লা ঘাড় ঘুরিয়ে বললে, 'ক'বার ভাঙবে ? আমি আবার গাঁথব। দেখি তুমি হার কি আমি হারি !'

'দেখা যাক।' বড়মামার রোক চেপে গেছে। রোদ ক্রমশ চড়ছে। বেলা বাড়ছে হু হু ক'রে। রহমতুল্লা গেঁথে চলেছে, বড়মামা ভেঙে চলেছেন। জবরদস্ত খেলা ! বড়মামার রুগীরা চেম্বার ছেড়ে বাগানে চলে এসেছেন। এঁরা সব ডাক্তারবাবুর সাপোর্টার। ওপাশে রাস্তায় একদল, তারা মিস্ত্রীর সাপোর্টার। বড়মামা যেই ভাঙেন, এরা হই-হই করে। রহমতুল্লা যেই আবার গাঁথে ওরা হই-হই করে।

মেজমামা দর্শনশাস্ত্রে খুঁদ হয়ে টিলেকোঠায় বসেছিলেন। মাসীমা রান্নার কলেজে ভর্তি হয়েছেন। নোট বই খুলে চচ্চড়ি রাঁধছিলেন। দু'জনকেই ঘটনাটা জানালুম। মেজমামা উদাস গলায় বললেন, 'ভাঙচে ? ভেঙে ফেলছে ? ও তোমার দেখার ভুল। কেউ ভাঙতে পারে না, গড়তেও পারে না। ব্রহ্ম স্ট্যাটিক। স্থির জ্যোতিপুঞ্জ।' মাসীমা ওপরে চলে এসেছেন।

'মেজদা, তুমি থাকতে সকলের সামনে বড়দা এই রকম ছেলেমানুষি করে বংশের মুখ ডোবাবে ?'

'আমাকে কি করতে বলিস ?'

'তুমি বড়দাকে থামাও। ইটে লাথি মেরে পা-টা যে যাবে।'

'চল, তাহলে।'

বড়মামা লাথি মারবেন বলে সবে ডান পাটা তুলছেন, মাসীমা আর মেজমামা থপাত করে পেছন দিক থেকে আচমকা বড়মামাকে জড়িয়ে ধরে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে বাড়ির দিকে নিয়ে চললেন। রাস্তায় রহমতুল্লার সাপোর্টারদের তখন সে কী ভয়ংকর চিৎকার— হিপ হিপ হুররে ! হিপ হিপ হুররে !

bengalidownload.com

গুপ্তধন

রাত তখন কটা হবে কে জানে। চারপাশে ফটফট করছে চাঁদের আলো। হু হু করে বাতাস বইছে। দক্ষিণের জানলায় লতিয়ে ওঠা জুঁই গাছটা দুলে দুলে উঠছে। বড়মামা বলছেন, 'ওঠ ওঠ, উঠে পড় শিগ্‌গির। ভীষণ ব্যাপার।' বিছানায় উঠে বসলুম। ঘুমের ঘোর তখনও কাটেনি। ঘরে তখনও নীল আলো জ্বলছে।

একই বিছানায় বড়মামা গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন। বুকের ওপর আড়াআড়ি পড়ে আছে মোটা সাদা পইতে। নীল আলোয় আরও সাদা দেখাচ্ছে। এক ঝলক চাঁদের আলো নাইলনের মশারি গলে বিছানায় আমাদের পাশে শুতে এসেছিল।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে জিজ্ঞেস করলুম, 'কী হয়েছে বড়মামা ? চোর এসেছে ?'

'আরে না রে না, চোর আসবে কোন দুঃখে। ছ'টা ছ'রকমের কুকুর ছ' দিকে পাহারা দিচ্ছে। এলে চোরের নাম ভুলিয়ে দেবে।'

'তবে ?'

'স্বপ্ন দেখেছি রে বোকা। ভীষণ এক স্বপ্ন।'

'বাঘ ?'

'বাঘ নয়। গুপ্তধন।'

'কোথাকার গুপ্তধন ? আফ্রিকার ?'

'আজ্ঞে না, এই বাড়িতে। রাশি রাশি গুপ্তধন। নে ওঠ, উঠে পড়।'

'আজই উদ্ধার করবেন ?'

'একদম বকবক করবি না। ভুলে যাবার আগে স্বপ্নটাকে আবার তৈরি করতে হবে।'

'স্বপ্ন আবার তৈরি করা যায় নাকি ?'

'আবার প্রশ্ন ?'

'বাঃ, আপনিই তো সেদিন বললেন, প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।'

'মূর্খ, সেটা হল ধর্মশিক্ষার সময়। বেদবেদান্তের বেলায়। এখন যা বলি তাই কর।'

বড়মামা মশারি তুলে মেঝেতে নামলেন। পেয়ারের কুকুর লাকি সোফার ওপর ঘুমোচ্ছিল, সেও অমনি তড়াক করে লাফিয়ে নেমে পড়ে অ্যায়সা গা ঝাড়া দিল, তাল সামলাতে না পেরে মেঝেতে উলটে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। ছোট্ট একটা ডন মেরে নিল। ভেবেছে ভোর হয়েছে। ভোর হতে এখনও অনেক দেরি। সবে রাত পৌনে তিনটে।

বড়মামা ইজিচেয়ার পাতলেন।

'ইজিচেয়ার কী হবে বড়মামা?'

'স্বপ্নে ছিল।'

'এই যে বললেন গুপ্তধন ছিল।'

'চুপ। একটাও কথা নয়। স্বপ্ন ভুল হয়ে যাবে। যা বলি মুখ বুজে করে যাও। এই আমি ইজিচেয়ারে বসলুম।'

বড়মামা যেই বসলেন, লাকি কোলে উঠে পড়ল। নামাতে গেলুম, বড়মামা বললেন, 'থাক থাক, আমার স্বপ্নে ছিল। তুমি ওই দরজার সামনে দাঁড়াও।'

নির্দেশ পালন করতেই বড়মামা বললেন, 'ভেরি গুড, তুমি হলে মা লক্ষ্মী। তা হলে এই হল গিয়ে তোমার স্বপ্নের ফার্স্ট পার্ট। আমি ইজিচেয়ারে বসে লাকির গায়ে হাত বুলোচ্ছি। বেশ, এই আমি হাত বুলোলুম। দরজার কাছটা হঠাৎ আলোয় আলোকময় হয়ে উঠল। চমকে জাকাতেই তোমাকে দেখলুম।'

'আমাকে?'

'আহা, তোমাকে কেন দেখব? দেখলুম মা-লক্ষ্মীকে। দরজার সামনে ঝলমল করছেন। তুমি কি ঝলমল করছ? ম্যাড়ম্যাড় করছ। জিজ্ঞেস করলুম, মা, আপনি কে? উত্তর দাও।'

'বাবা সুধাংশু, আমি মা-লক্ষ্মী, আমাকে চিনতে পারছ না?'

'ভেরি গুড। ভেরি গুড। অবিকল মা-লক্ষ্মী আমাকে এই কথা বলেছিলেন। তুই কী করে জানলি?'

'তা জানি না।'

'মনে হয় মা তোর ওপর ভর করেছেন। আচ্ছা, এরপর মা কী বললেন বল তো?'

'আমাকে চিনতে পারলে না বাবা সুধাংশু। আমাকে তুমি ঠাকুরঘরের পটে রোজই দেখ। তোমার সাধনায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। কী বর চাও বলো?'

'আঃ ভেরি গুড ভেরি গুড। ঠিকই প্রায় বলেছ, তবে শেষটায় একটু গণ্ডগোল করে ফেলেছ। মা রেগে বললেন, ব্যাটা আমাকে তুই চিনবি কী করে? কাজের সময়

bengalidownload.com

কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি। গাড়ি কেনার সময় রোজ আমার পটের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা ঠুকতে, মা আরও চারটি রুগী এনে দাও, রুগী এনে দাও। মায়ের প্রাণ। সন্তান চাইছে রুগী। ফেরাই কী করে। ঝাঁক-ঝাঁক প্যাঁচা ছেড়ে দিলুম। ফসল খেয়ে ফাঁক করে দিলে। রেশনে পচা চাল এল। খেয়ে সব কাত। তোর রুগী বেড়ে গেল। এখন আর আমাকে চিনবে কেন?'

'আমি অমনি দুম করে লাকিকে কোল থেকে নামিয়ে দিলুম।'

বড়মামা সত্যি সত্যিই লাকিকে কোল থেকে নামিয়ে দিলেন। ইজিচেয়ারে মানুষ একবার ঢুকলে সহজে শরীর বের করতে পারে না। ওঠার সময় হাঁচরপাঁচর করতে হয়। বড়মামা কোনও রকমে উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'আমি তখন মাকে বললুম, মা, পায়ের ধুলো দাও মা, এ দীনের অপরাধ তুমি মার্জনা করো মা। এমনি ভাবে নিচু হয়ে মায়ের পায়ের ধুলো নিতে গেলুম।'

বড়মামা ঝুঁকে পড়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

'আপনি আমার পায়ের ধুলো নেবেন নাকি?'

সামনে ঝুঁকে থাকা অবস্থাতেই বড়মামা বললেন, 'ধ্যার বোকা, ধুলো নেবার আগেই তো মা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তুই অদৃশ্য হয়ে যা।'

'আমি কী করে অদৃশ্য হব? আমি কি স্বপ্ন।'

'গাধা। তুই দরজা খুলে ছাদে চলে যা। চট্ করে যা। কতক্ষণ নিচু হয়ে থাকব? কোমর টনটন করছে।'

'কত দূরে যাব বড়মামা?'

'দরজার পাশে লুকিয়ে থাকবি।'

নির্দেশ-মতো ছাদের দরজা খুলে পাশে জুঁইগাছের কাছে গা-ঢাকা দিয়ে রইলুম। লুকিয়ে লুকিয়ে উঁকি মেরে দেখছি, বড়মামা সামনে আর একটু ঝুঁকে পড়েই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এ কী মা, তুমি গেলে কোথায়? মা, মা!'

আড়াল থেকে আমি বললুম, 'এই যে আমি, এইখানে বাবা সুধাংশু।'

স্কুলের থিয়েটারের ডায়ালগ আজ খুব কাজে লেগে যাচ্ছে। বড়মামা কিন্তু ঘর থেকে তেড়ে বেরিয়ে এলেন, 'কে তোকে উত্তর দিতে বলেছে! স্বপ্নে মা কি আমায় উত্তর দিয়েছিলেন? মা তো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন।'

বড়মামা রেগে গিয়ে গজগজ করতে লাগলেন। আমি কী করে জানব? স্বপ্ন কি আমি দেখেছি, না মামা দেখেছেন। আগে থেকে রিহার্সাল দেওয়া না থাকলে অভিনয়ে গোলমাল তো হবেই।

বড়মামা বললেন, 'এইরকম উলটোপালটা করলে স্বপ্ন তৈরি করা যায় না। বারে বারে তুই আমার ভাব নষ্ট করে দিচ্ছিস। দু'একটা উত্তর শুনে ভেবেছিলুম তোর ওপর মা বোধহয় ভর করেছেন। এখন দেখছি সব বোগাস।'

ধমক খেয়ে জুঁইগাছের পাশে মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ঠিক আছে। নিজের থেকে আর কিছু করব না। এবার যা বলবেন তাই করব।

বড়মামা দরজার বাইরে চোখ বুজিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, আমি ছাদে এই জায়গাটায় এসে দাঁড়ালুম, হ্যাঁ দাঁড়ালুম। তারপর কী হল। মা অদৃশ্য হয়েছেন। চাঁদের আলোয় ফিনিক ফুটছে। কেউ কোথাও নেই। ভীষণ ভয় করছে। হঠাৎ ওই যে, ওই তো ওইখানেই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি দেখতে পেলুম। স্পষ্ট দেখলুম। চাঁদের আলোয় মা আমার ঝমঝম করে উঠলেন। কিন্তু কোনদিকে?

বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোনদিকে বল তো? স্বপ্নে যে দিক ঠিক থাকে না। সব কিছু কেমন যেন খাপছাড়া হয়ে ছড়িয়ে থাকে।'

একটু আগে ধমক খেয়েছি। অভিমান হয়েছে। আমি বললুম, 'আপনার স্বপ্ন আমি কেমন করে বলব?'

'রাগ করছিস কেন? একটু সাহায্য কর না। গুপ্তধন পেয়ে গেলে হিমালয়ে গিয়ে একটা পাহাড় কিনব। বরফ-ঢাকা পাহাড়। সেই পাহাড়ে টানেল কেটে একটা আধুনিক গুহা বানাব। সেই গুহায় সব-কিছু থাকবে। রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, টিভি, লাইব্রেরী, গরম জল, ঠাণ্ডা জল, একটা হেলিপ্যাড, হেলিকপ্টার। আমেরিকা থেকে ইঞ্জিনিয়র আনিয়ে জেমস বণ্ড ছবির কায়দায় সব তৈরি করাব। একটু সাহায্য কর না রে। পেয়ে গেলে তোর আর তোমির দুজনেরই বরাত ফিরে যাবে। তোর এই ঘ্যানর ঘ্যানর পড়া আর আমার ওই রোজ ছুঁচ ফোটানো, সব ছেড়ে মনের আনন্দে হিমালয়ে গিয়ে উঠব। চমরিগাইয়ের দুধ চিনি দিয়ে মেরে ঘন করে পাথরের বাটিতে ঢেলে বরফের গর্তের মধ্যে রেখে দোব। জমে আইসক্রিম। রোজ আমরা কাপ কাপ আইসক্রিম খাব। পাহাড়ের গা বেয়ে কাবুলি ফেরিঅলারা হেঁকে যাবে, হিং চাই সুর্মা। সঙ্গে সঙ্গে দশ কেজি বারো কেজি আখরোট, কিশমিশ, খুবানি, মনাক্কা, বাদাম কিনে নোব। আইসক্রিমে একবারে গিজগিজে করে দোব। বল না রে কোনদিকে? এদিকে না ওদিকে?'

'আচ্ছা মা-লক্ষ্মী যেদিকে দাঁড়িয়েছিলেন, সেদিকে আর কিছু কি ছিল? পেছনে, সামনে, পাশে, মাথার ওপর?'

'দাঁড়া, ভেবে দেখি। হ্যাঁ, মাথার ওপর এসবেসটাসের চালের একটা অংশ চাঁদের আলোয় ঝলমল করছিল, তারই ছায়া পড়েছিল মায়ের মুখে।'

'ব্যস্, আর বলতে হবে না। পেয়ে গেছি। ওই যে ওই জায়গাটায়। ঠাকুরঘরের পাশে তুলসীগাছের টবের কাছে।'

'উঃ, তোর মাথা বটে। ঠিক বলেছিস। আচ্ছা, ওখানে গিয়ে একবার দাঁড়া তো! দূর থেকে দেখি।'

banglainternet.com

'বড়মামা, আপনি এত সব করছেন কেন ? মা লক্ষ্মী কী বললেন, সেইটা মনে পড়লেই তো হয়ে গেল।'

'অ্যায়, ওই জন্যেই তোর ওপর রাগ ধরে যায়। তুই কখনও গাধা, কখনও পণ্ডিত। মা-লক্ষ্মী ছাদে দাঁড়িয়ে বললেন, এদিকে আয়।'

কাছে গেলুম। বললেন, 'তোদের বাড়িতে গৃহধন আছে।'

আমি বললুম, 'কোথায় আছে মা ?'

হাসি-হাসি মুখে যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তার পাশের দেয়ালে হাত রেখে বললেন, 'এই লিখে দিলুম।'

'কী লিখলেন মনে আছে ?'

'মনে হয়, মনে হয়—'

'মনে করুন, মনে করার চেষ্টা করুন।'

'মনে হয়, মনে হয়—' বড়মামা ঘাড় চুলকোতে লাগলেন। 'মনে হয় লিখলেন, ক, খ, গ, ঘ। ওই জায়গায় চল তো, দেখি সত্যিই কিছু লেখা আছে কি না।'

আমরা দুজনে ঠাকুরঘরের কাছে গেলুম। ছাদে যেন দুধের মতো চাঁদের আলোর ধারা বইছে। ঠাকুরঘরের দেয়ালে অনেকদিন আগে বালির কাজ করা হয়েছিল, বছরখানেক হল রঙ পড়েছে। দেয়ালে কোথাও কোনও লেখা নজরে পড়ল না। বড় ইচ্ছে ছিল মা-লক্ষ্মীর হাতের লেখা দেখব।

বড়মামা ভীষণ হতাশ হয়ে বললেন, 'কী হল বল তো ? জায়গাটা মনে হয় ঠিক হল না।'

'স্বপ্ন কি আর সত্যি হয় বড়মামা, তা হলে পরীক্ষার আগে স্বপ্নে যেসব প্রশ্ন দেখি তার একটাও অন্তত আসত।'

বড়মামা আবার রেগে গেলেন, 'তুমি ঘোড়ার ডিম জানো। লিঙ্কন স্বপ্ন দেখে মারা গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, কোথায় যেন পড়েছি।'

'পড়েছ যখন তখন অবিশ্বাস করছ কেন ? ইংল্যান্ডে জে ডব্লু ডান নামের এক ভদ্রলোক ছিলেন, জানো কি ?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে স্বপ্নকে অবিশ্বাস করছ কেন ?'

'তিনি কে ছিলেন ?'

'একজন ইঞ্জিনিয়ার। যা-তা নয়, উড়োজাহাজের ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী। তিনি একদিন স্বপ্ন দেখলেন তাঁর হাতঘড়িটা রাত সাড়ে চারটের সময় বন্ধ হয়ে গেছে। পরের দিন সকালে উঠে দেখলেন, সত্যিই তাই—ঘড়ি সাড়ে চারটে বেজে অচল হয়ে আছে। কী বুঝলে, তোমার কিছু বলার আছে ?'

'আজ্ঞে না।'

'সেই ডানসায়েব আর-একদিন স্বপ্ন দেখলেন, পৃথিবীর কোথাও একটা আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে, শত শত লোক লাভাস্রোতে পুড়ে মারা গেছে। মৃতের সংখ্যা চার হাজার। তিনি স্বপ্নে খবরের কাগজের হেডলাইনও পড়ে ফেলেছিলেন। পরের দিন কাগজ খুলেই চমকে উঠলেন প্রথম পাতার খবর বড় বড় অক্ষরে হেডলাইন, মার্টিনিতে অগ্ন্যুদ্গার, মৃত চার হাজার। পরের দিন আবার ভ্রম সংশোধন—মৃত চার নয়, চল্লিশ হাজার। তার মানে স্বপ্নে কাগজ পড়ার সময় ডানসায়েব চল্লিশকে চার হাজার পড়েছেন, শূন্যের গোলমাল। কিছু বলার আছে?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে?'

'তাহলে আমার কী মনে হচ্ছে জানেন, কিছু কিছু লেখা আছে যা জলে ভেজালে তবেই পড়া যায়। মা-লক্ষ্মী মনে হয় সেই রকম কোনও কালি ব্যবহার করেছেন। দেয়ালটাকে জলে ভেজালে তবেই পড়া যাবে।'

'আঃ, সাংঘাতিক বলেছিস। তোর মাথাটা আমি বাঁধিয়ে রেখে দোব।'

খড়'স করে একটা শব্দ হল। বড়মামা চমকে উঠলেন। ছাদের ও-মাথায় মেজমামার ঘর। দরজার ছিটকিনি খুলে বাইরে এলেন। ঘরে আলো জ্বলছে। বড়মামা ঠোঁটে আঙুল রাখলেন, মানে একটাও কথা নয়। মেজমামা কবি মানুষ। দু'পাশে দু'হাত মেলে চাঁদের আলো ধরছেন। সাবান মাখার মতো গায়ে মাখছেন। বড়মামা বললেন, 'গুঁড়ি মেরে মেরে ঘরে চলো। দেখতে না পায়।'

মেজমামা বলছেন, 'কে, কে ওখানে?'

আর কে! আমরা ঘরে ঢুকে দরজা দিয়ে দিয়েছি। লাকিটা তিন লাফে ঘরে এসে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়েছে।

banglabookdownload.com

সকাল বেলার চায়ের টেবিল।

আমার মেজমামা সব সময় ফিটফাট। চোখে ইয়া মোটা পুরু ফ্রেমের চশমা। দু'পায়ের মাঝে চটির ওপর পাখার মতো ছড়িয়ে পড়ে আছে দিশি ধুতির কোঁচা। সামনে বোতাম লাগানো, হাফ হাতা, গোলগলা গেঞ্জি। ধবধব করছে সাদা। পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল।

মেজমামা চেয়ারে এসে বসেছেন। কোলের ওপর খবরের কাগজ। মুখ তোলার অবসর নেই। টেবিলে কাপ ডিশ চামচ এসে গেছে। চিনির পাত্র, দুধের পাত্র এসে গেছে, চা এল বলে। বড়মামার দেখা নেই। অন্যদিন বড়মামাই আগে এসে বসেন, আর দানা দানা চিনি খান। আমি জানতুম আজ আসতে একটু দেরি হবে। আমি এখন বড়মামার গুপ্তচর হয়ে বসে আছি। মেজমামার গতিবিধির দিকে নজর রাখছি।

নড়াচড়া কি ওঠার চেষ্টা করলেই যে-কোনও একটা পড়ার প্রশ্ন করব। এই ঘরে মেজমামাকে যেমন করেই হোক আটকে রাখতে হবে। বড়মামা এখন দেয়াল জল দিয়ে ভিজোচ্ছেন। সত্যিই যদি ক, খ, গ, ঘ লেখা ফুটে ওঠে, তাহলে আজ রাত থেকেই শুরু হয়ে যাবে গুপ্তধন খোঁজার কাজ।

মেজমামা কাগজ থেকে মুখ তুলে এদিক-ওদিক তাকালেন। খুবই সন্দেহজনক। হঠাৎ না উঠে পড়েন। মাসীমা কী করছেন। চা এসে গেলে বাঁচা যায়। কড়া নিয়ম। পাঁচ মিনিট ভিজবেই। মেজমামা উঠে দাঁড়ালেন।

'কী হল মেজমামা?'

'চায়ের এখনও দেরি আছে মনে হচ্ছে। যাই, আর একটা কাজ ততক্ষণ সেরে আসি।'

'না না, দেরি নেই। এখুনি আসবে।'

'কী করে জানলে? চা তো তুমি কর না, চা করে কুসী।'

'মেজমামা, একটা জিনিস আমার খুব খারাপ লাগে।'

'কী জিনিস?'

'বসুন বলছি।'

'আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনব। তুমি বলো।'

'এই বড়মামা, প্রায়ই আপনার কবিতা নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করেন।'

'কী বলে?'

ব্যস্ ওষুধ ধরে গেছে। মেজমামা বসে পড়লেন, 'কী, বলে কী?'

'বলেন, রবীন্দ্রনাথের পর কবিতা লেখার চেষ্টা করাটাই অন্যায়। কিছুই হয় না, শুধু শুধু পণ্ডশ্রম। গোরুর জাবরকাটার মতো।'

'আচ্ছা, তাই নাকি? উনি এবার ডাক্তারী ছেড়ে কাব্য-সমালোচক হলেন। এর নাম কি জান? অনধিকার চর্চা। শুনবে তাহলে আমার একটা কবিতা! কাল সারারাত ধরে লিখেছি। দাঁড়াও, খাতাটা নিয়ে আসি।'

মরেছে রে! এইবার আমি কী করি! মেজমামা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন।

'মেজমামা, আপনি বসুন, খাতা আমি নিয়ে আসছি।'

'তুমি খুঁজেই পাবে না। সে আমি এক গোপন জায়গায় রেখে এসেছি।'

'আমাকে বলে দিন, ঠিক নিয়ে আসব। আপনি আবার ওপরে উঠবেন, আবার নীচে নামবেন, কী দরকার!'

'কেন, আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি? গোটা দুয়েক চুল পাকলে মানুষ বুড়ো হয়ে যায়! ঘোড়ার ডাক্তারের ওসব কথায় কান দিও না, পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে।'

আর বোধহয় মেজমামাকে আটকানো গেল না, দরজার কাছে চলে গেছেন। বড়মামার এজেন্ট হিসেবে একেবারে ফেল করেছি। যাক, ভগবান বাঁচালেন। বড়মামা

আসছেন। এবার মেজমামা যেখানে খুশি যেতে পারেন। মেজমামা বড়মামার পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে মুখের দিকে তাকিয়ে ফুঃ করে একটা শব্দ করলেন। বড়মামা তেমন খেয়াল করলেন না। নিজের আনন্দেই মশগুল। ঘরে ঢুকে বললেন, 'পেয়ে গেছি, একেবারে স্পষ্ট। স্বপ্ন আমার কোনও দিন মিথ্যে হয়নি, সেই ছেলেবেলায় স্বপ্ন দেখলুম মাসীমার সিকেতে পুলিপিঠে ঝুলছে। স্পষ্ট স্বপ্ন, যেন কড়িকাঠ থেকে টিকটিকি হয়ে ঝুলতে ঝুলতে দেখছি। স্কুল থেকে ফেরার পথে গিয়ে দেখি ঠিক তাই।'

'কালির লেখা বড়মামা ?'

'মা-লক্ষ্মী কালি কোথায় পাবেন। প্ল্যাস্টারে সব চুলের মতো ফাটি ধরেছে। অলৌকিক ফাটল। যেই জল পড়ল অমনি স্পষ্ট ফুটে উঠল, ক, খ, গ, ঘ। কাউকে বলবি না। টপ সিক্রেট।'

'মেজমামাকে আটকাতে পারছিলুম না, তাই আপনার নাম করে রাগিয়ে এতক্ষণ ধরে রেখেছিলুম। এইমাত্র হাতছাড়া হয়ে পালালেন। এখুনি আসছেন কবিতা শোনাতে।'

'উঃ, সর্বনাশ করেছে। এর চেয়ে ছেড়ে দেওয়াই ভাল ছিল রে। কী বলেছিস ?'

'সেই রবীন্দ্রনাথ আর এখনকার কালের কবিতা।'

'অন্যায় কী বলেছিস ? হেঁকে বল। মাইক নিয়ে বল।'

চা নিয়ে মাসীমা, খাতা নিয়ে মেজমামা প্রায় এক সঙ্গেই ঢুকলেন। মেজমামা খাতা খুলে পড়তে শুরু করলেন—

দিন শেষ হলে রাত আসে
রাত শেষ হলে দিন আসে
আকাশের চাকা অহরহ
ঘুরেই চলেছে, ঘুরছে ॥

বড়মামা কাপের গায়ে চামচে দিয়ে টাং করে একটা শব্দ করে বললেন, 'আহা অহো !' তারপর নিজেই চারটে লাইন বানিয়ে ফেললেন—

জল জমলে মশা বাড়ে
মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া
কুইনিন খেলে জ্বর ছাড়ে
বড় হয়ে ওঠে পিলে ॥

মেজমামা বললেন, 'ওই একটা কবিতা হল ?'

'তোমারটা যদি হয়ে থাকে, আমারটাও হয়েছে, পরিষ্কার মানে, নিখুঁত অন্ত্যমিল।'

'আর আমারটা ?'

'তোমারটা পাগলের প্রলাপ। বিকারের রুগীর প্রলাপ,অনেকটা এই রকম—

bengalidownload.com

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে
ভূতের বেগার খেটে মরে
হাত ঘুরালে নাড়ু পাবে
নইলে নাড়ু কোথায় পাবে ॥

মাসীমা বললেন, 'মরেছে, সাতসকালেই শুম্ভ নিশুম্ভ শুরু হল। আমার থাকলে দুটোকেই আমি হস্টেলে পাঠিয়ে দিতুম।'

মেজমামা বললেন, 'দ্যাখো দাদা, সমালোচনা মানে ব্যঙ্গ করা নয়। কবিতার তুমি কী বোঝ হে! পরের চারটে লাইন শুনলে তোমার সন্ন্যাসী হয়ে যেতে ইচ্ছে করবে–

জাঁতায় পড়েছে মানুষ
অহঙ্কারের ফানুস
জীবনের চাপে চোখ ঠেলে আসে
মরণ মরে না তবু ॥

বড়মামা বললেন, 'আহো, অহো, হৃদয়ের চাপ সহিতে পারি না, বুক ফেটে ফেটে যায় মা ॥'

মাসীমা রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের তর্জা থামাবে, নয়তো ওই দরজা আছে।'

মাসীমার কথায় কাজ হল। দুজনের ঠোঁটই চায়ের কাপের দিকে নেমে এল। মাসীমার কাছে দুজনেই জব্দ।

মেজমামা কয়েক চুমুক চা খেলেন। দু-একবার জানলার বাইরে রোদের দিকে তাকালেন, তারপর হঠাৎ এক সময় বলে উঠলেন, 'আমার আর কোনও সন্দেহ নেই।'

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'বাঃ, এই তো আমার লক্ষ্মী ছেলে, এতদিনে বুঝলে তাহলে, কবিতা লেখা সহজ কাজ নয়।'

মেজমামা বড়মামার কথা কানেই তুললেন না, আপন মনেই বলে চলেছেন, 'এতদিনে, আমি নিঃসন্দেহ, এ বাড়িতে ভূত আছে।'

বড়মামা বললেন, 'অবশ্যই আছে। আমি বহুবার দেখেছি।'

আমার কানের কাছে মুখ এগিয়ে এনে ফিসফিস করে বললেন, 'খুব ভয় দেখিয়ে দি, আমাদের কাজের সুবিধা হবে। গুপ্তধনের কাজ খুব গোপনে করতে হয়, আমি বইয়ে পড়েছি। ওর চেহারাটা দেখেছিস, ঠিক ভিলেনের মতো। লাস্ট মোমেন্টে গুপ্তধন নিয়ে সরে .পড়তে পারে। তুই আমাকে সাপোর্ট করে যা।'

মেজমামা বললেন,'ছাদ বড় ডেন্‌জারাস জায়গা বড়দা। সব বাড়ির ছাদেই একটা না একটা কিছু থাকে। গুলি গড়ায়, বল চলে বেড়ায়, পায়ের শব্দ শোনা যায়, ধুপধাপ আওয়াজ হয়। বাড়িতে ওই জন্যে ছাদ রাখতে নেই।'

বড়মামা হাসতে হাসতে বললেন, 'কললি বটে। ছাদ ছাড়া বাড়ি হয়!'

'কেন হবে না, ঢালু ছাদ কর, টিনের চালা কর, খড়ের চাল কর, যাতে ভূতের

পা স্লিপ করে।'

'ভূতের আবার পা হয় নাকি!'

'নিশ্চয়ই হয়, তা না হলে শব্দ করে কী করে! মাঝ-রাতে লোহার বল নিয়ে খেলে কী করে! কাল রাতে আমি এক জোড়া ভূত দেখেছি। অবিকল মানুষের মতো চেহারা, কেবল সামান্য একটু কুঁজো। কিছু মনে কোরো না বড়দা, ভূতের চেহারার সঙ্গে তোমাদের চেহারার অদ্ভুত মিল আছে। আমি কাল বড় ভূত,ছোট ভূত একসঙ্গে দেখেছি। তবে এও দেখলুম, ভূত মানুষকে ভীষণ ভয় পায়। আমাকে দেখে কুঁজো হয়ে ভূতজোড়া পালাল। পুরোহিতমশাইকে ডেকে একটু শান্তিস্বস্ত্যয়ন করাতে হবে। তিলপড়া, সরষেপড়া, জলপড়া।'

শেষ চুমুক চা খেয়ে মেজমামা চেয়ার ছেড়ে উঠে গটগট করে চলে গেলেন।

বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,'কী ব্যাপার বলো তো, ঠিক ধরতে পারলুম না হে! এ যেন সেই, তুমি যাও ডালে ডালে, আমি যাই পাতায় পাতায় গোছের চরিত্র। সাবধান। স্বপ্নের কথা কেউ যেন জানতে না পারে, বুঝলে।'

বড়মামা নিজের জন্যে আর এক কাপ চা তৈরি করলেন।

মোক্ষদা এসে বললে, 'তিনজন রুগী এসে বসে আছে গো! বলছে, ছিরিয়াস কেস।'

বড়মামা উদাস সুরে বললেন, 'হ্যাঁঃ, সবই সিরিয়াস।'

ঠাকুরঘরের দেয়ালের প্লাস্টার জলে ভেজালে, চুল-চুল ফাটা বেড়ালের নখের আঁচড়ের মতো ফুটে উঠেছে। ভাল করে তাকালে, সত্যিই ক খ গ ঘ চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। বড়মামাকে মজা করে বলেছিলুম, এখন নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। স্বপ্ন তাহলে সত্যি। মা-লক্ষ্মীর সঙ্গে সব সময় এত বড় একটা সাদা প্যাঁচা ঘোরে। প্যাঁচার বড় বড় নখ আছে। সেই নখের লেখা। মামারা একসময় জমিদার ছিলেন। জমিদারবাড়িতে, রাজবাড়িতে গুপ্তধন থাকে, আমি বইয়ে পড়েছি।

দেখি, মা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে পায়ের ছাপ পড়েছে কি না! নিচু হতেই চকচকে কী একটা নজরে পড়ল। কী রে বাবা! আরে এ যে দেখছি সোনার দুল। মায়ের কান থেকে খুলে পড়ে গেছে। থানায় গিয়ে জমা দেওয়া উচিত। ছেলেবেলা থেকে পড়ে আসছি, পরের দ্রব্য কুড়াইয়া পাইলেও গ্রহণ করা উচিত নয়। এখন আমার কাছে থাক, বড়মামা কলে গেছেন। ফিরে এলে, পরামর্শ করে যা হয় কিছু করা যাবে।

বেলা দুটো নাগাদ বড়মামা ফিরে এলেন। আশ্বিনের রোদে মুখ-চোখ লাল জবাফুল। এক হাতে ডাক্তারী ব্যাগ, আর-এক হাতে খানচারেক ঘুড়ি। মাসীমা বললেন, "তুমি কি ভিজিটের বদলে টাকা ফেলে ঘুড়ি নিয়ে এলে? অবশ্য গ্রামের ডাক্তাররা লাউ, কুমড়ো, কাঁচকলা ভিজিট পায়। ভালই করেছ।'

অন্যসময় হলে বড়মামাতে মাসীমাতে লেগে যেত। আজ বড়মামার মুখে দেবতার

হাসি।

কোনও রকমে খাওয়াদাওয়া সেরে বড়মামা ঘরে এসেই দরজা দিলেন। অন্যদিন এই সময়ে একটু শুয়ে পড়েন, আজ মেঝেতে বাবু হয়ে বসলেন। আমি বড়মামার ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে, জানালায় ঠ্যাং তুলে দিয়ে, ট্রেজার অ্যাইল্যান্ড পড়ছিলুম।

বড়মামা বললেন, 'আয়, নেমে আয়। আমাদের এখন অনেক কাজ। অনেক মাথা খাটাতে হবে। ক খ গ ঘ-র রহস্য উদ্ধার করতে হবে। মা একটা সঙ্কেত রেখে গেছেন। সেই সঙ্কেত উদ্ধার করতে হবে। অনেক ভেবে একটা কোড উদ্ধার করেছি।'

'কোন্‌টা ?'

'ঘ। ঘ-এ ঘুড়ি। চারখানা ঘুড়ি কিনে এনেছি।'

'ঘুড়ির সঙ্গে গুপ্তধনের কী সম্পর্ক !'

'উঃ, তোর মতো অশিক্ষিত আমি খুব কম দেখেছি। একটু যদি লেখাপড়া করতিস ! রবীন্দ্রনাথের গুপ্তধন হেমেন্দ্রকুমার রায়ের যকের ধন।'

'আজ্ঞে পড়েছি। ওই সবই তো আমি পড়ি।'

'তাই যদি পড় বাছা, তাহলে বোঝ না কেন, গুপ্তধনের আগে সঙ্কেত, পরে একজন কুচক্রী শয়তান, তারপর এক রাউন্ড ফাইট, তারপর গুপ্তধন। মনে পড়ে গুপ্তধন গল্পে সন্ন্যাসী হরিহরকে যে তুলট কাগজ দিয়েছিলেন, তাতে কী লেখা ছিল ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এতবার পড়েছি একেবারে মুখস্থ—

পায়ে ধরে সাধা।
রা নাহি দেয় রাধা।
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড়ো পা।
তেঁতুল-বটের কোলে
দক্ষিণে যাও চলে।
ঈশান কোণে ইশানী ॥
কয়ে দিলাম নিশানী ॥'

'বাঃ, ফাসক্লাস। ওই ধাঁধা ভেঙে মৃত্যুঞ্জয় কী পেল ?'

'আজ্ঞে ধারাগোল, একটা গ্রামের নাম।'

'ভেরি গুড। বুঝলি, রবীন্দ্রনাথ ইজ রবীন্দ্রনাথ। এসো, তাহলে আমাদের সংকেতের অর্থটা উদ্ধার করে ফেলার চেষ্টা করি। ক। ক মানে কী ?'

'ক মানে ক।'

'তোমার মাথা, ওইজন্যে রাগ ধরে। ক দিয়ে কী কী হয়, কী কী শব্দ, গবেট !'

'আজ্ঞে কালি, কলম, কাজল, কমলা, কয়লা, কলস, কেবল, কলা, কদম, কমল,

কুসুম, কালা, কিল, কুল, কাঁটা, কাদা।'

বড়মামা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠলেন, 'বড় ডেঁপো হয়ে গেছ।'

'বাঃ, ক-দিয়ে যা যা মনে আসছে বলছি। এই তো বললেন, ক দিয়ে যে শব্দ হয় বলতে।'

ওভাবে হবে না অভিধান আনো।'

'মেজমামার ঘরে।'

'ঘরে আছে?'

'না কলেজে।'

'নিয়ে এসো। আনার সময় দেখে আসবে, কীভাবে রাখা ছিল। ফেস ডাউন অর ফেস আপ, রাখার সময় সেইভাবে রেখে আসতে হবে, যেন ধরতে না পারে। বুঝলে?'

অভিধান নিয়ে ফিরে এলুম। বড়মামা বললেন, 'ক-এর এলাকায় ঝট করে একটা পাতা উলটে ফেল। কী পেলি?'

'আজ্ঞে করকচ, করকটি, করকর, করকা, করগ্রহ, করঙ্ক, করঙ্গ, করঞ্জা।'

'ফেলে দে, ফেলে দে। কিস্যু নেই ওতে। হোপলেস, হোপলেস। আবার খোল। মুড়ে ঝপাস করে খোল। কী পেলি?'

'আজ্ঞে, কোঁ, কোঁক, কোঁকড়া, কোঁড়, কোঁত, কোঁৎকা।'

'ধ্যাত, তোমার হাতে ভাল কিছু উঠবে না। তখনই সাবধান করেছিলুম, অত মুরগির ডিম খেও না, গলা দিয়ে কোঁকর কোঁ-ই বেরোবে! দাও, আমার হাতে দাও। তোমার হাত নষ্ট হয়ে গেছে।

বড়মামা অভিধান নিয়ে ঝট করে একটা জায়গা খুললেন।

'কী পেলেন বড়মামা?'

করুণ মুখে বড়মামা বললেন, বীভৎস! কল্পী, কল্প্য, কল্মষ, কল্মা, কশ, কশা, কশাড় কশিদা। ফেলে দে, ফেলে দে। এভাবে হবে না। এইসময় বেশ মাথাঅলা একজন কাউকে পেলে বেশ হত। ক-তেই এই অবস্থা! এখনও খ আছে, গ আছে, ঘ আছে। আচ্ছা শোন।'

'বলুন।'

'গুপ্তধন তো তোর আমার একার হতে পারে না। করালীরও ভাগ আছে।'

'করালী কে?'

'যকের ধন পড়িসনি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আবার বোকার মতো প্রশ্ন করছিস কেন, করালী কে? এ কেসে করালী হয়ে দাঁড়াবে মেজ। প্রথম থেকেই সে পথ মেরে দিতে হবে।'

bengalidownload.com

'বুঝেছি।'

'কী বুঝেছিস ?'

'আমরা করালী হয়ে যাব। উলটো রথের মতো, উলটো যক্ষের ধন লেখা হবে। মেজমামার মাথা ভাল। মেজমামাকে আমরা দলে টেনে নোব। লাস্ট মোমেন্টে সিন্দুকটা যখন—'

'সিন্দুক নয়, চেন-বাঁধা পেতলের ঘড়া, স্বপ্নে আমি সেইরকমই দেখেছি।'

'আচ্ছা, তাই হোক, সিন্দুকের বদলে যেই ঘড়া বেরোবে, আমরা করালী হয়ে যাব।'

বাইরে গাড়ি থামার শব্দ হল। মেজমামা ফিরলেন।

বড়মামার এক রুগী বড়মামাকে খুব সুন্দর বিস্কুট-রঙের একটা টি-সেট প্রেজেন্ট করেছেন। ভদ্রলোকের মেয়ে সেলাই করতে পাখিছুঁচ খেয়ে ফেলেছিল। বাঁচার আশাই ছিল না। ছুঁচ রক্তে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।কখনও পেটে খোঁচা মারে, কখনও বুকে খোঁচা মারে। বড়মামা কী ভাবে যেন বাঁচিয়ে দিলেন। মনে হয়, ম্যাগনেট খাইয়েছিলেন।

বড়মামা ছোটখাটো একটা টি-পার্টি দিয়েছেন। মেজমামা আর মাসীমা নিমন্ত্রিত। সেই বিস্কুট-রঙের টি-সেটের আজ উদ্বোধন হল। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট আর চানাচুর আছে। এক চুমুক চা খেয়ে বড়মামা বললেন, 'বন্ধুগণ, আজ তোমাদের জন্যে একটি সুসংবাদ আছে।'

মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, 'বন্ধুগণ কী বন্ধুগণ ? তুমি কি নির্বাচনী সভা ডেকেছ ?'

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'শত্রুগণ !'

মেজমামা লাফিয়ে উঠলেন, 'শত্রুগণ !' আমি প্রতিবাদে চা-সভা পরিত্যাগ করছি।'

'ও, তুমি দেখি শাঁখের করাত ! যেতেও কাট, আসতেও কাট। বন্ধুগণও পছন্দ নয়, শত্রুগণও পছন্দ নয়, তাহলে তোমরা আমার কে ? বলে দাও।'

'কেন, ভ্রাতা আর ভগিনী বলা যায় না, ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার !'

মাসীমা বললেন, 'সত্যিই, তোমরা দু'জনে একেবারে বিগড়ে গেছ। তোমাদের সংশোধনী স্কুলে দিতে না পারলে মানুষ হবার আশা নেই।'

বড়মামার কানে কানে বললুম, 'করছেন কী ? এখন মেজমামাকে চটাচ্ছেন কেন ? আমাদের মাথাটা চাই। তারপর তো করালী হবই।'

বড়মামা বললেন, 'ইস্, একদম ভুলে গেছি। দাঁড়া, সামলে নিচ্ছি। আমার প্রাণের ভ্রাতা, আমার প্রাণের ভগিনী !'

মাসীমা বললেন, 'না না, তোমার মতলব ভাল নয়। সেবারের মতো আবার বাইরে যাবার তালে আছ। আমার ঘাড়ে যত কুকুর, বেড়াল, গরু, মোষ। ওসব আর আমি সামলাতে পারব না।'

'বৎসে, স্থিরোভব। তোমাদের এখন আমি যে সংবাদ দোব, তা শুনলে তোমরা দু'জনেই তাথৈ তাথৈ করে নৃত্য করবে। আমি এই বাড়িতে অবশেষে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি। আমাদের কোনও এক পূর্বপুরুষের সঞ্চিত রত্নভাণ্ডার।'

মেজমামা হুঁ হু, হুঁ হুঁ করে গলার এক অদ্ভুত শব্দ করলেন।

বড়মামা বললেন, 'এর মানে?'

মেজমামা এবার পা নাচাতে নাচাতে সেইরকম শব্দ করলেন।

বড়মামা বললেন, 'অবিশ্বাস করছিস?'

মেজমামা এবার নিজেকে ভাঙলেন, 'আমিও পেয়েছি বিগ ব্রাদার!'

'তার মানে?'

'মানে খুব সহজ, ক খ গ ঘ।'

বড়মামা চমকে উঠলেন। মুখ দেখে মনে হল চোপসানো বেলুন। আমার দিকে বড়-বড় চোখে তাকিয়ে বললেন, 'বিশ্বাসঘাতক! তুমি ডবল এজেন্ট হয়ে বসে আছ!'

'যাব্বাবা, যত দোষ নন্দ ঘোষ। আমি কিছুই জানি না বড়মামা। মেজমামাকে আমি কিছুই বলিনি।'

'তাহলে জানল কী করে?'

'তা আমি জানি না, মেজমামাকে জিজ্ঞেস করুন।'

মেজমামা বললেন, 'তুমি যেভাবে জেনেছ, আমিও সেইভাবে জেনেছি। একই স্বপ্ন দু'জনে, একই সময়ে দেখেছি।'

'তা কখন হয়।'

'এই তো হয়েছে।'

'তুমি ক খ গ ঘ-এর রহস্য উদ্ধার করতে পেরেছ?'

'তুমি পেরেছ?'

'না।'

'আমিও পারিনি।'

'এসো তাহলে, হাত মেলাও।'

'মেলাও।'

মাসীমা চেয়ার ঠেলে উঠতে উঠতে বললেন, 'নাও, এবার আর এক পাগলামি শুরু হল। বিরাশি সালে গুপ্তধন! লোকে শুনলে হাসবে।'

মাসীমা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। দুই মামা বসলেন, রহস্য সমাধানে।

বড়মামা বললেন, 'তাহলে ক দিয়ে শুরু করা যাক।'

'হ্যাঁ, ক। ক হল এই বাড়ির এমন একটা অংশ যার প্রথম অক্ষর ক। ক এই চৌহদ্দির মধ্যে আছে, বাইরে কোথাও নেই। নাও, এইবার খুঁজে বের করো। পরিধি অনেক ছোট হয়ে এল কেমন?'

bengalidownload.com

'উঃ, তোর মাথা বটে ! নাঃ, কবিতাটা তুই ভালই লিখিস !'

'বলছ ! পরে আবার মত পালটাবে না তো ?'

'নেভার।'

'ভাগনে, ক দিয়ে কী কী আছে, আমরা বলে যাই, তুমি লিখে যাও।'

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কলাঝাড়।'

'রাইট কলাঝাড়। এবার লেখো, কয়লার ঘর।'

'রাইট, কয়লার ঘর, লেখো কলতলা।'

'ঠিক, কলতলা। তারপর ?'

'তারপর ? আর তো কিছু নেই।'

'আচ্ছা এবার তাহলে খ-এ এসো। এই তিনটে জায়গার কাছাকাছি খ কোথায় আছে ?'

আমি বললুম, 'কেন ? কলতলার পাশেই রয়েছে খড়ের ঘর।'

দু'মামাই লাফিয়ে উঠলেন, ব্রিলিয়েন্ট, ব্রিলিয়েন্ট, এ ছেলে শার্লক হোমস হবে।

মেজমামা বললেন, 'আর কিচ্ছু দরকার নেই, বাকিটা জলবৎ তরলং, কলতলায় খড়ে ছাওয়া গোরুর ঘর, ক খ গ ঘ। পেয়ে গেছি বড়দা, আর ভাবনা নেই। নাও চা বলো। মিউজিক, মিউজিক লাগাও।'

বড়মামা চেয়ারের পেছনে শরীর ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'ওই জন্যেই বলে, ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড, ডিভাইডেড উই ফল।'

বড়মামা একই সঙ্গে রেকর্ডপ্লেয়ারে চাপালেন সেতার আর টেপরেকর্ডারে চাপালেন সানাই। মেজমামা প্রশ্ন করলেন, 'এটা কী হল ?'

'কেন ? ফাসক্লাস যুগলবন্দী।'

'ও, যুগলবন্দী ? যেমন তুমি আর আমি ! তাহলে তুমি হলে ওই সানাই, আমি হলুম গিয়ে সুললিত সেতার।'

'তা কেন, তুই হলি সানাই। প্যাঁ করে পোঁ ধরে আছিস, একটু কর্কশ।'

'আমি কর্কশ, আর তুমি হলে মধুর, নিজের সম্বন্ধে তোমার কী উচ্চ ধারণা তাই না !'

'জানিস আমি ডাক্তার। জীবন দান করি।'

'জানো আমি অধ্যাপক। আমি জ্ঞান দান করি বলেই তুমি ডাক্তার।'

'তোর জ্ঞানে মানুষ গোরুর ডাক্তার হয়।'

'তুমি কি নিজেকে তার চেয়ে বড় কিছু ভাবো ?'

মাসীমা গটগট করে ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই বললেন, 'তোমরা দু'জনেই বেরোও, বেরিয়ে যাও। যে যার ঘরে গিয়ে দরজা দিয়ে বোসো।'

বড়মামা বললেন, 'আমি তো আমার ঘরে রয়েছি রে কুসী !'

পুরোহিতমশাই কাঠের চৌকির ওপর বসে কাঁসার গেলাসে চা পান করছেন। পরনে পট্টবস্ত্র, গলায় চাদর। মনে হল এইমাত্র পূজো সেরে উঠে এলেন। এক চুমুক চা খেয়ে, জিবে আর দাঁতে একটা চুকচুক শব্দ করে বললেন, 'কী বললে ডাক্তার, কী প্রতিষ্ঠা করবে ?'

'আজ্ঞে, মা-লক্ষ্মীর কানের দুল।'

'অ্যাঁ, সে আবার কী ? লোকে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করে, দেবদেবী প্রতিষ্ঠা করে, তুমি কী প্রতিষ্ঠা করবে বললে ?'

পুরোহিতমশাইয়ের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, তাই মনে হয় এক কথা একশোবার বললে তবেই বুঝতে পারেন। বড়মামা আবার বললেন, 'আজ্ঞে মা-লক্ষ্মীর কানের দুল।'

'ও বস্তু তুমি পেলে কোথায় ?'

'আজ্ঞে, আমি পেয়েছি। অলৌকিক উপায়ে পেয়েছি। সবই আমার মায়ের দয়ায়।'

'যাক্, সে আমার জানার দরকার নেই। কোথায় প্রতিষ্ঠা করবে ?'

'আমাদের ঠাকুরঘরে।'

'বেশ দেখি, ওই পাঁজিটা আমার হাতের কাছে এগিয়ে দাও।'

আমি পাঁজিটা এগিয়ে দিলুম। পাতার পর পাতা উলটে এক জায়গায় এসে তাঁর চোখ স্থির হল। সামনে ঝুঁকে পড়ে বিড়বিড় করে কী পড়লেন, তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, কাল সকালেই একটা দিন আছে। সেটা পনরো গতে সকাল বারোটা এক।'

বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কালই হোক, খুব ভাল সময়।'

'তাহলে আমি একটা ফর্দ করে দি।'

প্রায় এক ফুট লম্বা একটা ফর্দ হাতে আমরা দু'জন সেই পবিত্র ধাম ছেড়ে রাস্তায় নেমে এলুম। রহমতুল্লার রিকশা অপেক্ষা করছিল। দু'জনে উঠে বসলুম। বড়মামা ফর্দ পড়তে গিয়ে প্রথমেই হোঁচট খেলেন, 'একটি স্বর্ণ-সিংহাসন, স্বর্ণ-সিংহাসন মানে সোনার সিংহাসন, তাই না ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সে তো প্রচণ্ড দাম হবে রে !'

'তাতে কী হয়েছে বড়মামা, গুপ্তধন ধরুন পাওয়াই হয়ে গেছে, মায়ের দুল প্রতিষ্ঠার পরই তো আমরা গোয়ালের মেঝে খুঁড়তে শুরু করব, তারপর ট্যাং করে একটা আওয়াজ। শাবল গিয়ে লাগবে ঘড়ার কানায়। গুপ্তধন মানে কী বড়মামা ?'

সাঁই সাঁই করে রিকশা ছুটছে। বাতাসে বড়মামার চুল উড়ছে। আমার দিকে অবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'যাব্বাবা সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে শেষে এই প্রশ্ন ?'

'না, তা নয়, আমি বলছি, সে-যুগের টাকা বেরুলে তো কোনও কাজে লাগবে না, এ যুগে অচল। মোহর বেরুলে, মেজমামা বলবেন, গভরনমেন্ট গুপ্তধন আইন

banglidownload.com

অনুসারে নিয়ে নেবে।'

'মেজ ? আবার তুই সেই অপোজিশন ক্যাম্পে চলে গেছিস ? মেজ আমার এনিমি। স্বপ্নটপ্ন সব বাজে, তুই-ই তাহলে মেজকে বলেছিলিস ?'

'সত্যি বলছি, আমি বলিনি। মা-লক্ষ্মী সেদিন দু'কপি স্বপ্ন তৈরি করে, এক কপি আপনার ঘুমে, আর এক কপি মেজমামার ঘুমে ছেড়ে দিয়েছিলেন।'

রিকশা থেকে বাড়ির সামনে নেমে বড়মামা বললেন, 'আর কতক্ষণ বা সময় আছে, আটটার সময় চেম্বারে বসতে হবে, এদিকে এই আধহাত ফর্দ, কে সামলাবে।'

'আমি আর মাসীমা সোদপুর থেকে করে আনি।'

'ওই যে স্বর্ণ-সিংহাসন, বউবাজার ছাড়া পাচ্ছ কোথায় ?'

'বড়মামা !'

ডাকটা মনে হয় বেশ জোরে হল। উত্তেজনা আর চেপে রাখতে পারছি না।

বড়মামা বললেন, 'কী রে ? অমন করছিস কেন ?'

অদ্ভুত একটা কথা মনে হল। ভেতর থেকে কে যেন বলে দিল, ওই গুপ্তধনের ঘড়ায় একটা সোনার সিংহাসন আছেই আছে। সেই সিংহাসনে মায়ের কানের দুল বসাবেন। ব্যস, আর ভাবনা নেই। আগে গুপ্তধন উদ্ধার, তারপর দুল প্রতিষ্ঠা।

সামনেই মাসীমা। বেশ রাগ-রাগভাবে বললেন, 'গিয়েছিলে কোথায় ? থেকে থেকে যাও কোথায় ? মানিকের বাবার এখন-তখন অবস্থা ! বেচারা সেই থেকে বসে আছে মুখ শুকিয়ে।'

বড়মামা মাসীমার খুব কাছে গিয়ে, ফিসফিস করে বললেন, 'নকুইয়ের আগে বুড়ো মরবে না, একশোতেও যেতে পারে। হাঁপানির রুগী সহজে মরে না।'

'তাহলেও একটা রিলিফ তো দিতে পারা যায়। দাঁড়াও, আমার ফাইনাল ইয়ার, একবার পাস করে বেরুতে দাও, তোমার সব রুগী কেড়ে নোব !'

বড়মামা কম্পাউন্ডারকে নির্দেশ দিয়ে, মানিকের বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। একটা ইনজেকশন, আবার মাসখানেক ঠিক থাকবেন বৃদ্ধ।

মাসীমা চা এনেছেন। বড়মামা চা খেয়ে চান করে সাদা প্যান্টের ওপর বুক খোলা টি-শার্ট পরে চেম্বার আলো করে চিকিৎসায় বসবেন। তখন বড়মামার অন্য রূপ। তখন কারুর একটার বেশি দুটো কথা বলার সাহস হবে না। তখন মেজমামা, মাসীমা সকলেই ভয় পাবেন।

বড়মামা মধুর স্বরে ডাকলেন, 'কুসী !'

মাসীমা বললেন, 'আবার কী হল ? তোমার গলা শুনেই মনে হচ্ছে, কিছু গোলমেলে ব্যাপার।'

'বোস না, একটু বোস না, সব সময় অমন ধানিপটকার মেজাজে ঘুরিস কেন ?'

'কী, বলো ?'

মাসীমা বড়মামার চেয়ারের হাতলে বসলেন। বড় মধুর দৃশ্য। আমার মা-ও নেই, বোনও নেই। আমার আমি ছাড়া কেউ নেই।

বড়মামা বললেন, 'বুঝলি কুসী, কাল এ-পরিবারের একটা দিনের মতো দিন, ডে অব অল ডেজ।'

'কেন? কাল আবার কী হল? পক্ষিরাজ কিনছ নাকি?'

মুখে রহস্য মেখে বড়মামা বললেন, 'আমি একটা দুর্লভ জিনিস পেয়েছি। তার দাম? পৃথিবীকে গ্রহজগতের নিলামে চাপালেও হবে না। দুর্লভ, সুদুর্লভ, মহাদুর্লভ!'

'আঃ, বিশেষণ থামিয়ে দয়া করে বলো না, জিনিসটা কী?'

'মা-লক্ষ্মীর কানের দুল।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ডিসটেমপারড হয়ে গেছ। কালই চলো সাইকিয়াট্রিসট ডক্টর গাঙ্গুলির কাছে।'

'চেঁচাচ্ছিস কেন? ঘটনাটা শোন না। যে রাতে স্বপ্নে দেখলুম, ছাদে ঠাকুরঘরের পাশে মা-লক্ষ্মী ইশারায় আমাকে ডাকছেন, তার পরের দিন সকালে বুড়ো দেখে কি, কী একটা চকচক করছে সেই জায়গাটায়। পড়ে আছে এক পাশে। ব্যাপারটা কী হয়েছে বুঝলি? মা হলে কী হবে, মহিলা তো, অনেকটা তোর মতই। দেবলোক থেকে নরলোকে আসার পথে, তাড়াহুড়োয় আংটাটা ঠিকমতো লাগানো হয়নি, খুস করে খুলে পড়ে গেছে।"

'কই, দেখি, জিনিসটা কোথায়?'

'আমি আর হাত দোব না, রান্নার কাপড়, চায়ের হাত, ওই আলমারিটা খুললে কাঁচের একটা ট্রের মধ্যে আছে।'

মাসীমা উঠে গিয়ে আলমারি খুললেন। দুলটা দু'আঙুলে দোলাতে দোলাতে আমাদের কাছে এলেন, তারপর নিজের ডান কানে পরে নিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, তুমি ঠিক বলেছ বড়দা, আমি মা-লক্ষ্মীর মতোই কেয়ারলেস। বুড়ো, তোকে আইসক্রিম খাওয়াব। থ্যাঙ্ক ইউ বড়দা।' মাসীমা চলে গেলেন।

মেজমামা বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমি হাত মিলিয়েছিলুম, সে কথা আমি অস্বীকার করছি না। এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, নেতা কে হবে? সব কাজেরই একটা মেথড আছে। আমি খুঁড়তে শুরু করলুম উত্তরে, তুমি শুরু করলে দক্ষিণে, তা তো হয় না। এ একটা বিরাট কাজ। অনেকটা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মতো! মহেঞ্জোদারো-হরোপ্পার ক্ষুদ্র সংস্করণ। তাই আমিই আমাকে নেতা নির্বাচিত করলুম। তুমি আমাকে কখনোই যা করতে না, কারণ তোমার মধ্যে সে উদারতা নেই। তোমার এখনও জমিদারী মেজাজ যায়নি, তোমার মধ্যে কোনও দিন আমি গণতান্ত্রিক নেতার সন্ধান পাইনি। তুমি যেন কাইজার উইলহেল্‌ম, তুমি যেন জার নিকোলাস ওয়ান, তুমি যেন লর্ড চেম্বারলেন—'

bengalidownload.com

'আমি তো তোকেই নেতা করতে চেয়েছিলুম, তার আগেই তুই নরম-গরম, গরম-গরম কত কী বলে গেলি। এর থেকেই বোঝা যায় তুই আমাকে একেবারেই ভালবাসিস না।'

'ভালবাসি না ? এই তোমার ধারণা ? তাহলে শুনে রাখো, আমার প্রথম কবিতার বই তোমাকে উৎসর্গ করেছি। কী লিখেছি জানো উৎসর্গপত্রে, আমার পিতৃপ্রতিম বড়দাকে।'

'তাই নাকি, তাহলে ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই কথাটা ঠিক নয়।'

'সে এখন তুমি বুঝবে।'

'পাড়ার লোকে কী বলে জানিস, দুটি ভাই যেন রাম-লক্ষ্মণ।'

মাসীমা বললেন, 'গিন্নিবান্নিরা কী বলে জানো, সীতা কোথায় ?'

'তোদের ওই এক কথা !'

মেজমামা বললেন, 'শোনো বড়দা, ও সব কথা ছাড়ো, কাজের কথায় এসো। টিমটা আমি ঠিক করে ফেলেছি, আলোকসম্পাতে বুড়ো, মঞ্চসজ্জায় কুশী, রাত্রির প্রথম যামে শাবলে আমি, ঝুড়িতে তুমি, দ্বিতীয় যামে ঝুড়িতে আমি, শাবলে তুমি।'

মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন, 'মঞ্চসজ্জাটা কী জিনিস ?'

'এই যেমন ধর চা দিলি, মাঝে মাঝে কফি সাপ্লাই করলি, কোকোও করে দিতে পারিস। লাইট ম্যাকস্। হাতের কাছে জল, তোয়ালে, ফার্স্ট এড। মানে তোর ওপর খুব একটা চাপ পড়বে না, তবে ব্যবস্থাপনা বেশ ভাল হওয়া চাই।'

'তোমাদের এই পাগলামি ক' রাত চলবে ?'

'বলতে পারছি না। তদ্দিন চলবে যদ্দিন ঠ্যাং করে একটা আওয়াজ হচ্ছে।'

'স্বপ্ন নিয়ে এই বাড়াবাড়ি কি ঠিক হবে ?'

'তুই জানিস, স্বপ্নে গ্লুকোজের ঠিক ফর্মুলা পাওয়া গিয়েছিল ? মলিকিউলের গঠন ? স্বপ্নে কত কী পাওয়া গেছে জানিস ? কবিতায় পড়িসনি ? স্বপ্নে কুললক্ষ্মী এসে মাইকেলকে বলেছিলেন, বাছা, ইংরিজি নয়, বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করো।'

মাসীমা বললেন, 'তোমাদের দেখে আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে সাধক-প্রেমিকের সেই গানটা গাই, 'হতেছে পাগলের মেলা খেপাতে খেপিতে মিলে।' শুধ খেপি শব্দটা পালটে খেপা বসাতে হবে।'

মাসীমা চলে গেলেন। সামনে পরীক্ষা। খুব পড়ার চাপ। এর ওপর গুপ্তধনের উৎপাত। মেজমামা বললেন, 'বড়দা, গুপ্তধন খুঁড়ে বের করার আগে একটা প্ল্যান তৈরি করতে হয়। তোমার কাছে গোয়ালঘরের নকশা আছে ?'

'গোয়ালের আবার নকশা ? কে তৈরি করে গোরু রেখেছিল সেই থেকে চলে আসছে।'

'তাহলে আমাদের ফার্স্ট কাজ হবে গোয়ালের একটা ডিটেল্‌স্‌ তৈরি করা। তুমি গোয়ালে কোনও দিন ঢুকেছ?'

'কতবার।'

'আমি একবারও ঢুকিনি। বিশ্রী বোটকা গন্ধ—'

'তা কেন ঢুকবে? তুমি হলে ভাই সুখের পায়রা। দুধ খাবে, দধি খাবে, গন্ধটি সহ্য করবে না।'

'সে হল গিয়ে যার যেমন বরাত। আচ্ছা গোয়ালটার আগাপাশতলা কি তুমি দেখেছ ভাল করে? কোথায় কী আছে না-আছে?'

'সেই গোয়েন্দার চোখে কোনও দিন দেখা হয়নি। আরে ম্যান, গোরু আগে না গোয়াল আগে!'

'শোনো, কাল আর্লি মর্নিং-এ আমরা গোয়াল সার্ভ করতে যাব। ইতিমধ্যে সার্ভে কীভাবে করতে হয় আমি পড়ে রাখছি।'

'শুনেছি থিওডোলাইট না কী সব যেন লাগে।'

'ধুর অত সবের দরকার নেই। আসল কথা হল খুঁড়ে যাও। একটা কবিতার প্রথম দুটো লাইন লিখে ভীষণ আটকে গেছি, পরের দুটো লাইন পেয়ে গেলে এই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতুম এখুনি।'

'বল না, লাইন দুটো বল না, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি।'

'ভাবটা খুব দার্শনিক ধরনের, বুঝলে,

রাতের আকাশে শুকতারা জ্বলে
গাঁয়ের শ্মশানে চিতা।'

'বাঃ, এ যে দেখছি একেবারে শেষের কবিতা। তুমি এটাকে এখন কোথায় নিয়ে যেতে চাইছ?'

'আর একটা লাইন টপকে দিয়ে, একটা লাইনে শেষ করতে হবে, যার শেষ শব্দ চিতার সঙ্গে মিলে যাবে।'

'তার মানে চিতার সঙ্গে মেলাতে হবে? ছাইয়ে তাহলে চলবে না!'

'না, ছাই-ফাই চলবে না। সেইটাই তো সমস্যা রে দাদা।'

'চিতার সঙ্গে কী মেলে? মিতা। চিতাই মোদের মিতা।'

'কোন্‌ যুগে পড়ে আছ তুমি? এইটি টুতে তুমি অমন একটা লাইন ভাবতে পারলে?'

'দাঁড়া, দাঁড়া, এসে গেছে, একেবারে আলট্রা মডার্ন লাইন, শোন তাহলে পুরোটা কী দাঁড়াচ্ছে,

রাতের আকাশে শুকতারা জ্বলে
গাঁয়ের শ্মশানে চিতা

bengalidownload.com

তোমার আমার ভুঁড়ি বেড়ে চলে
মাপিতে পারে না ফিতা ॥

'বল কেমন হল ?'

'একসেলেন্ট, একসেলেন্ট !'

'অর্থটা কী মারাত্মক হল জানিস ? মৃত্যুতেই মানুষের শেষ। হবেই হবে, তবু আমরা গণ্ডেপিণ্ডে গিলে ভুঁড়ি বাগিয়ে চলেছি।'

'কামাল কর দিয়া ম্যান। মানুষের কান মলে ছেড়ে দিয়েছ।'

মেজমামা নিজের ঘরে চলে গেলেন। বড়মামা বললেন, 'লোকটাকে এখনও ঠিক চিনতে পারলুম না।'

'কার কথা বলছেন বড়মামা ?'

'তোমার ওই মেজমামা।'

'মেজমামাকে লোক বলছেন ?'

'কেন, ও লোক নয় ?'

'হ্যাঁ, লোক, তবে ভদ্রলোক বললে ভাল হয়।'

'আরে রাখ, নিজের ছোট ভাই আবার ভদ্রলোক ? তোকে আরও কয়েকদিন গুপ্তচরবৃত্তি করতে হবে। প্রফেসারকে বিশ্বাস নেই। সব না বানচাল করে দেয়।'

'উনি তো ঘরে ঢুকে দরজা দিয়ে দিলেন।'

'জানালা তো খোলা আছে।'

'তা আছে।'

ছাদের দিকে জানলার পাতলা পর্দা ঝুলছে। ঘরে শেড লাগানো টেবল ল্যাম্প ঝুলছে। ঝুলছে কেন ? এ বাড়ির সবই অদ্ভুত। টেবিল ল্যাম্প রাখার জায়গা নেই। অসাধারণ উপায়ে সেটাকে দেওয়ালের হুকের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।

মেজমামা টেবিলে একবার করে তাল বাজাচ্ছেন আর খাতায় একটু একটু লিখছেন। বীরেরা তাল ঠুকে যুদ্ধ করে, ইনি তাল ঠুকে লিখছেন। বড় বড় লোকের বড় বড় ব্যাপার। আমার খুব মজা লাগছে। আড়াল থেকে মানুষকে নজরে রাখলে অনেক কিছু জানা যায়। যেমন লেখার তাল আছে। পেনসিল শুধু ছোটরাই চিবোয় না। বড়রা বড় জিনিস চিবোয়, যার দাম আরও বেশি, পার্কার কলম। লিখতে গেলে মাঝে মাঝে মাথা চুলকোতে হয়। এদিকে ওদিকে তাকাতে হয় বোকার মতো। মাথায় ভাল কিছু এসে গেলে শরীর আর মাথা দোলাতে হয়।

মেজমামাকে দেখতে দেখতে মনে হচ্ছে, কবিতা লেখা ভীষণ কঠিন কাজ। এক সময় চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। ঘরে একটা স্টিল আলমারি রয়েছে। আলমারিটা খুললেন। লোহার পাল্লা ঝনঝন করে উঠল। মেজমামা নিচু হয়ে একেবারে তলার খোপ থেকে কী একটা বের করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। হাতে একটা পুরানো খাতা।

ফিতে দিয়ে বাঁধা।

টেবিল ল্যাম্পের তলায় খাতাটা ফেললেন। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে পাঁপর ভাজার মতো হয়ে গেছে। মেজমামা খাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। ওপাশে খুট্ করে একটা শব্দ হতেই চমকে উঠলেন। খাতাটাকে লুকোবার চেষ্টা করলেন।

তার মানে ? এ খাতা তেমন নিরীহ খাতা নয়। ওর পাতায় পাতায় অবশ্যই কোনও গুপ্ত তথ্য আছে ? গুপ্তধনের পেছনে এই রকম সব গোপন দলিল থাকে। খবরটা আমার 'বস'-কে দিতে হচ্ছে। বড়মামাকে বস বলতে বেশ মজা লাগল !

বড়মামা সব শুনে বললেন, 'অ্যাঁ, বলিস কী, খুব পুরানো খাতা ! অনেকটা ডায়েরির মতো ! তাহলে কি, তাহলে কি—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাহলে সেই।'

'তার মানে, কী সেই ?'

'সেই বইয়ে যেমন পড়ি, ওর মধ্যে কোনও রহস্য আছে কবিতা নেই।'

'ঠিক বলেছিস। কবিতা হল একটা মুখোশ। ও মনে হয় কোনওভাবে আমাদের পূর্বপুরুষ প্রসন্নকুমারের ডায়েরিটা খুঁজে পেয়েছে। তখন সারা বাংলায় বর্গির হাঙ্গামা চলছে। যার যা ধনসম্পদ সব পুতে রাখছে মাটির তলায় গোপন জায়গায়। ডায়েরিতে লিখে রাখছেন সন্ধানের নির্দেশ নিজের জন্যে, উত্তরপুরুষের জন্যে। শুনেছি প্রসন্নকুমারের অনেক কিছু ছিল।'

'তিনি কে ছিলেন বড়মামা ?'

'দাঁড়া, গুণে বলি, প্রপ্রপ্রপিতামহ। দেখ তো ঠিক হল কি না ? পিতার পিতা—পিতামহ, তস্য পিতা—প্রপিতামহ, তস্য পিতা—প্রপ্রপিতামহ, তস্য পিতা—প্রপ্রপ্রপিতামহ, ক'পুরুষ হল বল তো ?'

'বাবা ! এ যে দেখি আর এক গুপ্তধন !'

রাতে মেজমামা ঘোষণা করলেন, 'আজ আর আমি খাব না। নো মিল। পেটের টিউনিং ঠিক নেই। একদিন অফ করে দি।'

মাসীমার ডাকে ঘরের ভেতর থেকেই বললেন। দরজা খুললেন না। মাসীমার পাশে দাঁড়িয়ে বড়মামা বললেন, 'কী হচ্ছে বলো, একটু ওষুধ দিয়ে দি।'

'না না, ওষুধ কী হবে ? কথায় কথায় ওষুধ ! মাসে মাসে, উপবাসে।'

'আরে দূর, কারটা কার ঘাড়ে চাপাচ্ছ ? ওতে জ্বর সারে, পেটের জন্যে দাওয়াই লাগে। হজমি, অথবা অ্যান্টাসিড।'

মেজমামা বললেন, 'মুড়ি আর ভুঁড়ি।'

বড়মামা বললেন, 'আঃ, আবার ভুল বললে ! ওটা হল শরীরের যোগাযোগের কথা। পেটের সঙ্গে মাথা, মাথার সঙ্গে পেটের যোগ।

মেজমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ, ডোন্ট ডিস্টার্ব।'

bengalidownload.com

আমরা খাবার টেবিলে বসতেই বড়মামা বললেন, 'একেই বলে, বিষয় বিষ, বুঝলি কুসী। আধ ঘন্টার মধ্যেই ছেলেটার স্বভাব কী রকম পালটে গেল ! চোখে পড়ার মতো।'

মাসীমা বললেন, 'খাচ্ছ খাও, তোমাকে আর কারুর সমালোচনা করতে হবে না। বিষয়ের কী দেখলে তুমি ?'

'অ্যাঁ, বলিস কি ! প্রসন্নকুমার কত লক্ষ কত কোটি টাকা মাটির তলায় পুঁতে রেখে গেছেন, তোর ধারণা আছে ?'

'হঠাৎ সেই পূর্বপুরুষকে নিয়ে টানাটানি কেন ? তিনি ছিলেন সাধক মানুষ। সমাধি পেয়েছিলেন। সমাধির ওপর সেই বুড়ো বকুলে আজও ফুল ফোটে। পাঁজিতে জন্মদিন, মৃত্যুদিন লেখা হয়। কত বড় বৈষ্ণব ছিলেন তিনি !'

'তাঁর ঐশ্বর্যের সীমা-পরিসীমা ছিল না, বর্গির হাঙ্গামার সময় সব পুঁতে ফেলেছিলেন মাটিতে।'

'আজ্ঞে না, সব দান করে দিয়েছিলেন।'

'আজ্ঞে না, পুঁতে রেখেছিলেন।'

'তর্ক না করে, তাঁর জীবনীটা পড়ে দেখ।'

'কোথায় পাব ?'

'মেজদার কাছে পাবে। মেজদা রিসার্চ করছে, বৈষ্ণব আন্দোলন ও প্রসন্নকুমার।'

খাওয়া শেষ হল। বড়মামা মেজমামার ঘরে গিয়ে টুকটুক করে টোকা মারলেন। ভেতর থেকে কেমন যেন একটা গলা ভেসে এল, 'এখন আমাকে বিরক্ত না করলেই সুখী হব।'

বড়মামা বললেন, 'কার গলা বল তো ! ডক্টর জেকিলের, না মিস্টার হাইডের ?'

'কারুর গলাই আমি শুনিনি বড়মামা !'

'তোর কল্পনাশক্তি বড় কম। না দেখলে না শুনলে তোর মাথায় কিছু আসে না। পরী কেউ কোনও দিন দেখেছে ! ছবি এঁকেছে। নিয়তির গলা কেউ শুনেছে ! যাত্রায়, থিয়েটারে সেই না-শোনা গলাই অনুকরণ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ যে কম্বুকণ্ঠে কথা বলতেন, মানুষ শুনে জানেনি, জেনে শুনেছে।'

আমরা আমাদের ঘরে ফিরে এলুম। গুপ্তধন নিয়ে আর মাথা ঘামাতে ভাল লাগছে না। বড়মামা মোটা একটা ডাক্তারী বই নিয়ে বসেছেন। বড়মামার এই এক গুণ দেখেছি, কোন কিছুতে একবার ডুবে গেলে আর জ্ঞান থাকে না। আমারও একটা গুণ আছে। একবার ঘুমিয়ে পড়লে আর জ্ঞান থাকে না। কোথায় কোন জগতে যে চলে যাই।

মনে হয় গভীর রাত। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বড়মামা ঠেলছেন। ঠেলতে ঠেলতে প্রায় খাটের ধারে এনে ফেলেছেন। শরীরের একটা অংশ ঝুলে পড়েছে। চাঁদের

আলোয় চারপাশ ফুটিফাটা।

'ওঠ ওঠ, উঠে পড়।'

'অ্যাঁ, কী হল বড়মামা, আবার স্বপ্ন?'

'ধ্যাত, এবার দুঃস্বপ্ন। শিগ্‌গির নীচের বাগানে চল। আমার মনে হচ্ছে মেজো গোয়ালে গিয়ে ঢুকেছে। গোরুটা যেন ভেও করে ঢেকুর তুলল।'

এই অসময়ে আমার আর নীচে নামতে ইচ্ছে করছে না। বড়মামাকে থামাবার জন্যে বললুম, 'দুপুরে চরতে বেরিয়েছিল। মনে হয় খুব গুরুপাক খাওয়া হয়ে গেছে, তাই বদহজম হয়েছে।'

'হ্যাঁ রে ব্যাটা গোবদ্যি, তুই সব জেনে বসে আছিস! গোরু কি মানুষ, যে বদহজম হবে। ফাঁকিবাজ। চল, নীচে চল্। আমার একা যেতে ভীষণ ভয় করছে।'

উঠতেই হল। দু'জনেরই ভীষণ ভয়। বড়মামা যদি আমাকে একা ফেলে রেখে চলে যান, থাকতে পারব না। বাগানে নেমে অবাক হয়ে গেলুম। আমরা যখন ঘুমোচ্ছিলুম, সেই ফাঁকে কত ফুল ফুটেছে। চারপাশ সাদা হয়ে আছে। গোয়ালঘর জমাট অন্ধকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। কেউ কোথাও নেই। গোরুর নিশ্বাস পড়ছে ফোঁস ফোঁস করে।

বড়মামা বললেন, 'এই নে টর্চ। গোয়ালের ভেতরটা একবার দেখে আয় তো, কেউ আছে কিনা!'

'ওরেব্বাবা, আমি পারব না, কামড়ে দেবে।'

'কে কামড়াবে?'

'গোরু।'

'গোরু কামড়ে দেবে?' বড়মামা হো হো করে হেসে উঠলেন 'কোন বইয়ে পড়েছিস, গোরু কামড়ায়!'

'আপনি যাচ্ছেন না কেন বড়মামা!'

'সত্যি কথা বলব? ছোটদের মিথ্যে বলতে নেই। আমারও একটু ভয়-ভয় লাগছে রে! বলা যায় না, যদি কিছু থাকে!'

'কী আর থাকবে?'

'তোমার মেজমামা থাকতে পারে।'

'পারে কেন, আছে। তবে গোয়ালে নেই। আছে এই কাঁঠালতলায়।'

বাজ পড়লে মানুষ যেমন চমকে ওঠে, আমরা দু'জনে ঠিক সেই রকম চমকে উঠলুম। মেজমামার গলা। বড়মামা বললেন, 'বিশ্বাসঘাতক।'

'কে তুমি না আমি?'

'তুমি।'

'যদি বলি তুমি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার না বলেই নীচে নেমে এসেছ,

bengalidownload.com

আমার গতিবিধির ওপর চোখ রাখার জন্যে।'

'সে তো কিছু ভুল করিনি।'

'ভুল অবশ্যই করেছ। তুমি পরীক্ষায় ফেল করেছ। গোল্লা পেয়েছ। আমার পাতা ফাঁদে পা দিয়েছ।'

'ফাঁদ মানে?'

'ফাঁদ মানে ট্র্যাপ। তুমি আমাকে কতটা বিশ্বাস কর দেখার জন্যে নীচে নেমে এসে একটু শব্দ-টব্দ করেছিলুম। যা ভেবেছিলুম তাই। সুড়সুড় করে নেমে এলে। বড়দা, একেই বলে বিষয় বিষ।'

'এত বড় একটা কথা বললি, বিষয় বিষ! যাঃ, তোকেই দিয়ে দিলুম। তোকে স্বপ্ন দিলুম, গুপ্তধন দিয়ে দিলুম, সব দিয়ে দিলুম, এমনকি আমার কৌতূহলটা পর্যন্ত দিয়ে দিলুম। সব তোর।'

বড়মামা হাত চেপে ধরে বললেন, 'চল, ওপরে চল। আমরা এখন মুক্ত পুরুষ।'

মেজমামা বললেন, 'স্টপ। এদিকে এসো। দু'জনেই এগিয়ে এসো।'

এতক্ষণ মেজমামার গলাই শুনছিলুম। চোখে দেখা যাচ্ছিল না। অন্ধকারে আলোর খেলা চলেছে। গাছের পাতা রূপকথার রূপোর পাতার মতো ঝিলমিল করছে! সবচেয়ে সুন্দর হয়ে সেজে উঠেছে তাল, সুপুরি, খেজুর আর নারকেল গাছ।

বড়মামা বললেন, 'অন্ধকারে, তুমি আছ কোথায়?'

কাঁঠাল গাছের তলায়, একটা ছায়া দুলে উঠল, স্বর ভেসে এল, 'খুব কাছেই। এটাও তোমার একটা শিক্ষা হল।'

'কী শিক্ষা?'

'হৃদয়ে অন্ধকার জমে থাকলে মানুষ চেনা যায় না দাদা। মানুষ চিনতে হলে আলো জ্বালতে হয়। হৃদয়ের আলো। কাঁঠালতলায় এসো, খবর আছে।'

আমরা দু'জনে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলুম। চাঁদের আলোয় পাতার ছায়া পড়ে, সে যেন আর এক স্বপ্ন! দূরে ফাঁকা মাঠে ঝলমল করছে আলো। তাকালেই মনে হচ্ছে, এক্ষুণি পক্ষীরাজ নেমে আসবে। পিঠে রাজপুত্র। কাঁঠালতলায় একটা বড় পাথর পড়েছিল, তার ওপর মেজমামা বসে আছেন, দু'হাঁটুতে হাত রেখে আরাম করে। আমরা গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, 'টর্চ জ্বেলে অন্ধকারকে বিমুক্ত কোরো না। দু'জনে বোসো। ওই যে আরও দুটো পাথর রয়েছে।'

বড়মামা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'তুমি আমাদের নিয়ে কী করতে চাইছ? আমরা দু'জনেই কিন্তু নিরস্ত্র।'

'আমিও তাই।'

'তোমার গলাটা কেমন যেন ভিলেনের মতো শোনাচ্ছে, অনেকটা করালীচরণের মতো।'

'তুমি করালীচরণের গলা শুনেছ?'

'ঠিক শুনিনি ; কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকে কানের কাছে ভাসছে।'

'হৃদয়ের শব্দ শুনতে পাওনি, তাই কানের কাছে করালী।'

'বলো কী, রোজ আমি স্টেথো ফেলে ডজন-ডজন হৃদয়ের শব্দ শুনি?'

'সে-সব অসুস্থ হৃদয়। নিজের হৃদয়ের আসল শব্দ শোনার চেষ্টা করো। বড় অন্ধকার, বড় বেসুরো। বোসো, বোসো।'

আমরা বসলুম, দু'জনে, দুটো পাথরে। সত্যিই মেজমামাকে কেমন যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে। রহস্যময়। মেজমামা বললেন, 'আচ্ছা দাদা, ক-এ কী হয়?'

'ক-এ কলতলা।'

'ক-এ কাঁঠালতলা হলে আপত্তি আছে?'

'না। তবে তুমি বলেছিলে কলতলা।'

'আচ্ছা দাদা, খ-এ যদি খড়ের বদলে খরগোশের গর্ত হয়, তোমার আপত্তি হবে?'

'না, হতে পারে।'

'তা হলে ক খ গ ঘ যদি এই রকম হয়, কাঁঠালতলায় খরগোশের গর্তে খড়্গ, তাহলে কেমন হয়!'

'কিন্তু গোয়ালটা তাহলে কী হবে?'

'গোয়ালটা গোরুকে ছেড়ে দাও। অবোধ জীবটিকে শান্তিতে, মশার কামড়ে থাকতে দাও।'

'বেশ, তাই হোক।'

'দেখি টর্চটা দাও।'

মেজমামা বড়মামার হাত থেকে টর্চ নিলেন, 'নাও, এইবার দ্যাখো।'

মেজমামা টর্চের বোতাম টিপলেন। আলোর রেখায় কিছু দূরে একটা গর্ত দেখা গেল।

'দাদা! কী দেখছ, এই সেই গর্ত!'

'কিন্তু খরগোশ আসে কোথা থেকে?'

'খরগোশ আসার তো দরকার নেই। এই রহস্যে গর্তটাই বড় কথা, খরগোশটা নয়।'

'তাহলে?'

'আর প্রশ্ন নয়, গর্ত ইজ এ ক্লিয়ার প্রুফ অব আওয়ার গুপ্তধন। লেট আস স্টার্ট!'

'রাতের বেলায় গর্তে খোঁড়াখুড়ি না করাই ভাল। বলা যায় না, সাপখোপের ব্যাপার থাকতে পারে।'

'দেখ দাদা, ভয় পেলে মানুষের কিছু হয় না। সাহস চাই, সাহস। তুমি টর্চটা ধরো, আমি শাবল চালাই। আমার সে সাহস আছে।'

boiRdidownload.com

'কাল সকালে করলে হত না ভাই!'

'সকালে? গুপ্তধন কেউ কোনও দিন সকালে, সবার সামনে খোঁজে? গুপ্তধন গোপনে, রাতের অন্ধকারে অনুসন্ধানের জিনিস। বিপদের ঝুঁকি থাকবে, বাধা থাকবে, ভয় থাকবে, মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকবে। এ তো ভাই, ময়রার দোকানের মোয়া নয়। অতএব আজই এখনই। জয় মা!'

মেজমামা নীচু হয়ে পায়ের কাছ থেকে যে জিনিসটি তুলে নিলেন, সেটি একটি বড় সাইজের শাবল। চাঁদের আলোয় শাবল হাতে মেজমামা। কেমন যেন দেখাচ্ছে! গুপ্তধন সত্যিই কি আছে? দিনের বেলায় বিশ্বাস হয় না। রাতের বেলায় ভাবলে গা ছমছম করে।

মেজমামা বললেন, 'বলো, ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ।'

আমরা বললুম, 'ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ।'

একটা প্যাঁচা ডাকল। প্যাঁচার ডাক নিশ্চয়ই শুভলক্ষণ। মা-লক্ষ্মীর বাহন বার-তিনেক চ্যাঁ-চ্যাঁ করে ডাকল। সেই ডাকের সঙ্গে ডাক মিলিয়ে মেজমামা ডাকলেন—জয় মা! তারপর গর্তে মারলেন শাবলের খোঁচা। খোঁচা মারার সঙ্গে সঙ্গে ঝম করে একটা শব্দ হল।

মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে পিছিয়ে এলেন। বড়মামাকে বললেন, 'শুনলে কিছু শুনতে পেলে?'

বড়মামা বললেন, 'কে যেন টাকার তোড়া নাচাল!'

'রাইট। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। দাঁড়াও, আর একবার শাবল চালাই।'

মেজমামা নাচের ভঙ্গিতে আর একবার শাবল চালালেন, এবার ঝমঝমাঝম করে অদ্ভুত একটা শব্দ হল। শুধু শব্দ নয়, গর্তের মুখে কী একটা বেরিয়ে এসে আবার ভেতরে ঢুকে গেল।

বড়মামা বললেন, 'বুঝলি, মনে হচ্ছে মোহরের থলে।'

মেজমামা বললেন, 'রাইট ইউ আর, অ্যাবসলিউটলি কারকেট। দাঁড়াও বেরিয়ে আসতে ভয় পাচ্ছে। টেনে বের করে আনি।'

মেজমামা হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, 'ফোকাস, ফোকাস।'

আমার হাতের টর্চ ঠিক জায়গায় গিয়ে পড়ল। মেজমামা গর্তে শাবল চালিয়ে কিছু একটা সামনের দিকে টেনে আনতে চাইলেন। তালগোল পাকিয়ে কী একটা বেরিয়ে এল। মেজমামা 'ইউরেকা' বলে চিৎকার করে উঠলেন। বড়মামা, 'আমার স্বপ্ন' বলে জিনিসটাকে ধরতে গেলেন।

ঝম্ করে একটা শব্দ হল। গুপ্তধনের চারপাশে কাঁটা উঠল খোঁচা-খোঁচা হয়ে। বড়মামা ভয়ে পিছিয়ে এলেন।

'কী বল তো জিনিসটা!'

মেজমামাও সরে এসেছেন। বড়মামার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন। আলোর তেজ ক্রমশই কমে আসছে। মেজমামা বললেন, 'পরক্যুপাইন।'

বড়মামা বললেন, 'তার মানে শজারু।'

'ইয়েস।'

'কাঁটা-খোঁচা সজারু, নড়েও না, চড়েও না, গর্তের মুখ আগলে বসে আছে। বড়মামা বললেন, 'এটা মনে হয় ছদ্মবেশী যক্ষ।'

মেজমামা বললেন, 'গুপ্তধনের মুখে অনেক বাধা থাকে, আমাদের সুবিধের জন্যে, সব বাধা, বাধার তাল হয়ে কাঁটা উঁচিয়ে সামনে বসে আছে। মায়ের কী দয়া বল তো। বলো, 'জয় মা!' হেঁকে বলো।'

মেজমামা শাবল তুলে আবার যেই গর্তের দিকে এগোতে গেছেন, শজারু উলবোনা কাঁটার বলের মতো লফিয়ে উঠল। বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'জয় মা সাবধান!'

গোলমাল বেশ ভালই হয়েছে মনে হয়, তা না হলে মাসীমা ঘুম ভেঙে উঠে আসবেন কেন? মাসীমা এসে বললেন, 'তোমাদের ঘুম নেই? রাতেও পাগলামি? তোমাদের জন্য এবার দেখছি বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে। এ কী, এটা আবার কী?'

বড়মামা ভালমানুষের মতো বললেন, 'আমাদের গুপ্তধন।'

মাসীমা ঝুঁকে পড়লেন সামনে, 'ও মা, এ তো সেই শজারুটা। ক'দিন হল আমাদের বাগানে এসে বাসা বেঁধেছে। ওটাকে টেনেটুনে গর্ত থেকে বের করেছ কেন? ওর বাচ্চা হয়েছে। তোমাদের কি খেয়েদেয়ে আর কোনো কাজ নেই। যাও, বাড়ি যাও।'

মেজমামা বললেন, 'দাদা!'

বড়মামা বললেন, 'ভাই।'

মাসীমা বললেন, 'হ্যাঁ, দাদা, ভাই, ভাগনে, তিনজনেই আর একটুও কথা না বাড়িয়ে সোজা যে-যার ঘরে। ভোর হয়ে আসছে। উঃ, দেখেছ, কি কাণ্ড, একেবারে শাবল-টাবল এনে, মনের আনন্দে। জানে তো, কুসী এখন ঘুমোচ্ছে।'

বড়মামা বললেন, 'মেজো, গোয়ালটা একবার উসকে দেখলে হয় না? থাকলেও থাকতে পারে। মনে আছে, কতকাল আগে আমরা পড়েছিলুম,

'যেখানে দেখিবে ছাই
উড়াইয়া দেখ ভাই
মিলিলেও মিলিতে পারে
পরশ পাথর॥'

'দ্যাটস রাইট, দ্যাটস রাইট।'

কাঁঠালগাছের তলা থেকে মাসীমার গলা পাওয়া গেল, 'মেজদা তোমার এই

bengalidownload.com

সুটকেসে কী আছে? এখানে ফেলে গেলে কেন?'

'আমার সুটকেস? আমার আবার সুটকেস আসবে কোথা থেকে? কই দেখি?'

আবার আমরা কাঁঠালতলায়। শজারু গর্তে ফিরে গেছে। মেজমামা যে পাথরে বসেছিলেন, চাঁদ পশ্চিমে হেলে পড়ায়, সেখানে এক ঝলক আলো এসে পড়েছে। পাথরের পাশে ঝকঝক করছে ছোট্ট একটা অ্যালুমিনিয়ামের সুটকেস। এইমাত্র কেউ যেন রেখে উঠে গেছে।

মেজমামা বললেন, 'একটু আগেও এটা এখানে ছিল না।'

বড়মামা বললেন, 'আর ইউ শিওর?'

'ডেড শিওর।'

'তাহলে এটাকে খোলা যাক। আমার মনে হয় এর মধ্যে আমাদের জন্যে স্পেশাল কোনও খবর আছে। গুপ্তধন মানুষকে এইভাবেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটিয়ে নিয়ে যায়।'

মাসীমা সুটকেসটা তুললেন। দু'মামা একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে, খুব ভারী?'

মাসীমা কাঠকাঠ গলায় বললেন, 'ভেতরে চলো। মনে হচ্ছে কিছু আছে।'

রহস্য-উপন্যাসের মতো দৃশ্য। বিশাল উঠোনে এ বাড়ির কোনও পূর্বপুরুষ একটা বেদী তৈরি করে রেখেছিলেন। পাথর বাঁধানো। সেই বেদীতে আমরা বসে আছি। মাথার অনেক ওপরে চৌকো আকাশ। ভোর হয়ে আসছে। বেশ একটা হিম-হিম ভাব।

মেজমামা বললেন, 'কখন সুটকেসটা খুলবি রে কুসী?'

'ধৈর্য ধরো।'

বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধৈর্য মানুষের একটা বড় গুণ, ধৈর্য ছাড়া কিছু হয় না।'

মাথার ওপর শেষ তারাটি মিলিয়ে গেল। একটা-দুটো পাখি ডাকছে। মেজমামা বললেন, 'আর কতক্ষণ ধৈর্য ধরাবি কুসী?'

মাসীমা বললেন, 'আলো ফুটুক।'

বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আলো আলো। আলো ছাড়া কিছু হয় না।'

পাখিদের শোরগোল পড়ে গেছে। মেজমামা বললেন, 'তোর ব্যাপারটা কী বল তো কুসী? এভাবে ঝুলিয়ে রাখছিস কেন বোন?'

'তোমাদের একটু শিক্ষা হোক।'

বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ সব বয়সই শিক্ষার বয়স। শেখার কোনও বয়েস নেই?'

সদরে একটা শব্দ হল। এইবার একে একে সব আসতে আরম্ভ করবে। কাজের

লোক। বাড়িতে শোরগোল পড়ে যাবে। সবশেষে আসবেন সাইকেল চেপে কম্পাউণ্ডারবাবু। এসেই চা চা করবেন।

প্রথমেই যে এল, সে হল মোক্ষদার নাতি। ছোট্ট এতটুকু ছেলে, ফুলো-ফুলো গাল। চোখে ঘুম লেগে আছে। পরনে হাফ প্যাণ্ট, গেঞ্জি। গত বছর ছেলেটির বাবা মারা গেছেন। মাসীমাই মানুষ করেছেন বলা চলে। ওষুধ, পথ্য, জামাকাপড়, অল্পস্বল্প লেখাপড়া শেখানো। সারাদিন এ বাড়িতেই থাকে। বড় শান্ত ছেলে।

মাসীমা ডাকলেন, 'শঙ্কর, এদিকে এসো।'

মেজমামা বললেন, 'তোর মতলবটা কী বল তো কুসী?'

মাসীমা কথা কানে তুললেন না। শঙ্কর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মাসীমা বললেন, 'কান ধরো। দু'কান।'

ভাল মানুষ শঙ্কর আদেশ পালন করল। মাসীমা বললেন, 'তুমি এটা কাল বাগানে ফেলে গিয়েছিলে?'

শঙ্কর ঘাড় নাড়ল। দুই মামা বললেন, 'যাব্বাবা, শুধু শুধু তুই বসিয়ে রাখলি!'

দু'জনে উঠতে যাচ্ছিলেন। মাসীমা বললেন, 'বোসো, শুধু শুধু নয়। এইবার আমি বাক্স খুলব। সত্যিই এতে গুপ্তধন আছে। এই দ্যাখো।'

ছোট একটা শ্লেট, পেনসিল, আর প্রথমভাগ। মাসীমা প্রথম ভাগের পাতা খুলে ভোরের আলোয় মেলে ধরলেন। 'নাও পড়ো। দুজনেই পড়ো, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে।'

দুই মামা সমস্বরে পড়লেন, 'ক খ গ ঘ।'

'কেমন লাগছে পড়তে?'

দু'জনেই বললেন, 'ফাসক্লাস! আর একবার পড়ি। কী সুন্দর! ক খ গ ঘ। উঃ, মনে হচ্ছে শৈশব আবার ফিরে এসেছে। দাদা? ভাই।'

'বুঝলে কিছু? কুসী কী বোঝাতে চাইলে, বুঝলে?'

'না রে ভাই।'

'মোটা মাথা।'

'অ্যাঁ।'

'হ্যাঁ। কিঞ্চিৎ গবেট। গুপ্তধন হল কখগঘ। বর্ণ পরিচয়। আর লুপ্তধন, আমাদের শৈশব।'

'আরে হ্যাঁ, তাই তো, তাই তো।'

'তাহলে বুঝলে, মা-লক্ষ্মী আসেননি। এসেছিলেন মা-সরস্বতী।'

'বীণা! হাতে তো বীণা ছিল না ভাই।'

'তুমি গবেট। মা কি তোমাকে বাজনা শেখাতে এসেছিলেন? মা এসেছিলেন

bengalidownload.com

মানুষের জীবনের গুপ্তধনের সন্ধান দিতে।'

'আর ইউ শিওর ?'

'ডেড শিওর। মায়ের হাতের বীণা, আর মায়ের পায়ের প্যাঁচা সরিয়ে নিলে, তুমি বলতে পারবে, কে লক্ষ্মী কে সরস্বতী ?'

'না।'

'সব এক, সব একাকার।'

'তাহলে তুমি বলছ, জ্ঞানের সন্ধানই গুপ্তধনের সন্ধান।'

'ইয়েস।'

'মা সেই কথাই বলে গেলেন ?'

'ইয়েস।'

'তাহলে কুনী, চা বানাও, আজ কী আনন্দ, কী আনন্দ !'

ভোরের আলোয় শঙ্কর দুলে দুলে আধো-আধো গলায় পড়ছে, ক খ গ ঘ।